ভাণ্ডার

মার্চ ১৯৯৬

এই সংখ্যায় থাকছে

একবিংশ শতাব্দীর পথে বিশ্ব সমবায় ঃ সুনীল ঘোষ

নেপালে সমবায় আন্দোলনের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ ঃ ভোলানাথ দত্ত

ও

অন্যান্য নিয়মিত বিভাগসমূহ

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

হেড অফিস :

২৪এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

সমবায়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিভাইদের কৃষি ঋণের চাহিদা মেটাতে এই ব্যাঙ্ক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে

- এই ব্যাঙ্কে সব রকম আমানতের ওপর ১/২ শতাংশ বেশি সুদ পাবেন।
- আপনার সঞ্চয় 'ডিপোজিট ইনসিওরেন্স স্কিমে' সুরক্ষিত থাকবে।
- 'সেফ ডিপোজিট লকারের' সুবিধাও আছে।
- মনে রাখবেন-এই ব্যাঙ্কে আপনার সঞ্চয় শুধুমাত্র এই রাজ্যের উন্নয়নের জন্যই ব্যয়িত হবে।
- ক্যাশ সার্টিফিকেট স্কিমের আকর্ষণীয় সুযোগ গ্রহণ করুন।
- ১৯১৮ সাল থেকে জাতির সেবায় নিয়োজিত।

প্রধান শাখা অফিস :

২৪ এ, ওয়াটার্লু স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০ ০৬৯

অন্যান্য শাখা অফিস :

ভবানীপুর, শ্যামবাজার, বেহালা, এন্টালি, বেলিয়াঘাটা,
গড়িয়াহাট, গোলপার্ক, হাতীবাগান, নিউ আলিপুর ও চেতলা, উত্তর ২৪ পরগনা,
দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কোচবিহারে আরও ২১ টি শাখা আছে।

দিবা ও সান্ধ্য শাখা :

হিলকার্ট রোড, শিলিগুড়ি।

প্রত্যেক সমবায় ব্যাঙ্ক : সকলের আপন
সকল দিক থেকে

ভাণ্ডার

সমবায় বিশ্বের : একের বিশ্বের সেবক
বেলেঘাটা : আমি জানি।

ভাণ্ডার পত্রিকা

প্রতিষ্ঠিত : ১৯১৮ খ্রিস্টাব্দ
১৩২৪ বঙ্গাব্দ

মার্চ, ১৯৯৬

ভাণ্ডার পত্রিকার সম্পাদকমন্ডলী

সুশীলকুমার ঘোষ	:	সভাপতি
নিখিল গুপ্ত	:	সহ-সভাপতি
ভোলানাথ দত্ত	:	সদস্য
সুভাষ বাহা	:	সদস্য
বীরেন্দ্রপ্রসাদ বসু	:	সদস্য
অম্বিকাচরণ দত্ত	:	সদস্য
মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক	:	সম্পাদক

সম্পাদক : সুশান্তকুমার ব্যানার্জি

বিষয়সূচি

সম্পাদকীয়		:	৩
একবিংশ শতাব্দীর পথে বিশ্ব সমবায়	: সুশীল ঘোষ	:	৭
ডেপোজিট সমবায় আন্দোলনের সম্মুখে নতুন চ্যালেঞ্জ	: ভোলানাথ দত্ত	:	১
ব্যাঙ্কসমূহে ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা	: সুবীরকুমার বানার্জি	:	১৩
গ্রামোন্নয়নে কৃষি শিল্প উদ্যোগ	: অমিতাভরঞ্জন নাথ	:	১৯
সমবায় বার্তা এক্সপ্রেস	: ড. পুলকচন্দ্র সেন	:	২১
সমবায় সমাচার	:	:	২৫
চিঠিপত্র	:	:	৩২
Calendar of Courses	:	:	৩৩
B. D. P Statement	:	:	৩৭
Cercular	:	:	৪৭

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন
২৩এ, নেতাজি সুভাষ রোড (৮ম তল)
কলিকাতা - ৭০০ ০০১

For Standard Quality • Correct Weight • Reasonable Price

STEP IN & SHOP AT :

SAMAVAYIKA

LINDSAY STREET ***NEAR NEW MARKET*** ***&*** ***Govt. Food Dept.***	**HAZRA ROAD** ***NEAR*** **JATIN DAS PARK**	**MANIKTOLA** ***OPPOSITE*** ***Bidhan Sishu Uddyan***
RASH BEHARI AVE. ***Opposite*** **Priya Cinema Hall**	**C. R. AVENUE** **Opposite** **L. I. C. Building**	**EKDALIA RD.** ***Under*** **Bijan Setu**
HATIBAGAN ***Near*** **RADHA CINEMA**	**B. K. PAL AVE.** **Crossing of** **Rabindra Sarani &** **B. K. Pal Ave.**	

For all requirements of dialy needs like Pulses, Spices Groceries, Sugar, Salt, Edible Oils, Baby Food, Provisions, Cosmetics, Stationeries, Exercise Books, HMT Watches, Pressure Cookers,Crockeries, Stainless Steel Utensils, Soaps & Detergents, Shoes, Travelling Kits, Hosiery and Ladies Garments etc.

CALCUTTA WHOLESALE CONSUMERS' CO-OPERATIVE SOCIETY LTD.

113/1/1A, HAZRA ROAD, CALCUTTA-700 026

PHONE :475-5566 475-2390

সম্পাদকীয়

সমষ্টির জন্য ভাবনা

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ বিগত ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত শততম কংগ্রেসে সমবায় নীতিগুলির পুনর্ঘোষণা করেছেন। বিভিন্ন দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও জাতীয় পরিবেশ পর্যালোচনা করে তাঁরা দেখেছেন যে জন সমাজের বৃহত্তর অংশ এখন দেশের সামাজিক ও আর্থিক ব্যবস্থার ওপর পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ পেতে আগ্রহী। সাংগঠনিক দিক থেকে সমবায় সমিতির সঙ্গে মানুষজনের সম্পর্ক অনেক নিবিড়। তাই সমবায় সমিতি জনমানসের প্রত্যাশা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ আরো দাবী রেখেছে যে এই পুনর্ঘোষিত সমবায় নীতিগুলি সমবায়ের বিশেষ পরিচয় দ্যোতক হবে।

পুনর্ঘোষিত সমবায় নীতিগুলি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অতীতে নির্ধারিত নীতিগুলির সঙ্গে এবার "সমষ্টির জন্য ভাবনা" এই নীতিটিকে যুক্ত করা হয়েছে। 'সমষ্টির জন্য ভাবনা' — এই নীতিটিকে সামনে রেখে অনুন্নত বহু দেশে সমবায় সমিতি গড়ে উঠলেও বহু ক্ষেত্রে এমন অনেক সমবায় সমিতি আছে — যারা মূলতঃ স্বদেশের আর্থিক স্বার্থ রক্ষার্থেই পরিচালিত হয়ে থাকে। ফলে 'সমষ্টির জন্য ভাবনা' — এটা এখন অন্যতম মূলনীতি হিসেবে গৃহীত হওয়ায় — সমবায় আন্দোলনে যে একটি উল্লেখযোগ্য মাত্রা সংযোজিত হল — তাতে কোন সন্দেহ নেই।

'সমষ্টির জন্য ভাবনা' — বলতে কেবলমাত্র সমষ্টির আর্থিক উন্নয়নের কথাই বোঝানো হয় না। সামাজিক পরিমণ্ডলে কল্যাণকর মানসিক বিকাশের কথাও বোঝানো হয়। সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের চিহ্ন পরিলক্ষিত হচ্ছে — দেশে-বিদেশে। প্রাচীন মূল্যবোধ ও নৈতিকতা যে সর্বক্ষেত্রেই বরণীয় — একথা মেনে নেওয়া যায় না। আবার প্রতিক্রিয়ায় বাস্তবতাকেও অস্বীকার করা যায় না। তবে একথা সবাই স্বীকার করেন যে — মূল্যবোধ ও নৈতিকতা সমবায় পরিচয় নির্দেশক। ফলে সমবায়কে সমষ্টির কল্যাণের কথাও ভাবতে হবে।

প্রতিটি দেশের জাতীয় জীবনে সমবায় সমিতির কল্যাণকর ভূমিকার দিকে লক্ষ্য রেখে · সমবায় পরিচয় নির্দেশক 'সমষ্টির জন্য ভাবনা' এই নীতিটিকে মূল সমবায় নীতির সঙ্গে সংযোজন করার জন্য আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানানো যেতে পারে।

"আবার যদি জন্মই হয় তবে যেন ঐ রকম দীন-হীনের পর্ণকুটিরে অভাব অনটনের মধ্যে
পল্লীর স্বচ্ছ ছোয়া গ্রাম্য নদী, গাছপালা, নিবিড় মাটির গন্ধ, অপূর্ব সন্ধ্যা, বোষ্টমরা দুপুরের মধ্যেই হয়।"

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

শুরুর সেই ল্যান্ড মর্টগেজ ব্যাঙ্ক ৩৭ বছর ধরে
গ্রাম বাংলার কৃষক ভাইদের অতি পরিচিত বর্তমানের

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুরাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক লিমিটেড

২৫ ডি, বেন্টিঙ্কের স্করপি, কলিকাতা - ৭০০ ০১৭
ফোন : ৪০-১৭৮৬, ৪০-১৭৯৮, ২৪৭-৭৮৭২, ৪০-১১৫৮

আঞ্চলিক অফিস : কর্ষনান ও শিলিগুড়ি
শাখা অফিস : পুরুলিয়া ও দার্জিলিং

গ্রামবাংলার সর্বাঙ্গীন উন্নতি শুধু কৃষিই নয়-কৃষিজ শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প,
গ্রামীণ আবাসন প্রকল্পের উপরও নির্ভরশীল। শুরুর সেই সমবায় জমি বন্ধকি ব্যাঙ্ক ব্যাপকতর পরিকল্পনায়
সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্ক রূপে উন্নয়নের পথে এগিয়ে চলেছে।

এক নজরে

- বর্তমান আর্থিক বছরে ঋণ দানের লক্ষ্যমাত্রা ৫০ কোটি — তার মধ্যে
  কৃষিক্ষেত্রে ৩২ কোটি, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে সাড়ে ১৪ কোটি ও আবাসন প্রকল্পে সাড়ে ৬ কোটি।
- বিগত আর্থিক বছরে ৩১ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।
  তার মধ্যে কৃষিতে ২৩ কোটি ৯৭ লক্ষ, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ, আবাসনে ১ কোটি ৪ লক্ষ,
  প্রান্তিক স্তরে আদায় হয়েছে ৫৭.০৬% এবং বিগত বছরে ২১.১১৭ উপকৃত হয়েছে ঋণ গ্রহিতাই।
- ঋণদান স্তর ও হিমঘর প্রকল্পে ব্যাঙ্কের ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
  এন সি ডি সি-টু ও থ্রি প্রকল্পে উপকৃত আলুচাষী ও প্রান্তিক সমবায় সমিতি।
- এন এইচ বি ও এইচ ইউ ডি সি ও (হাডকো)-র সহায়তায় আবাসন প্রকল্পে ঋণের ব্যবস্থা আরও স্বল্পকরণ
- প্রশিক্ষণ ক্ষেত্রে আই সি এন এ আর ডি (ইকনার্ড) কনসেপ্ট (উল্টাডাঙ্গা) সমবায় আন্দোলনের এক নব ইতিহাস।

ড. প্রদ্যুম্নসুন্দর ঘোষ
ম্যানেজিং ডাইরেক্টর

শ্রীবিভূতিভূষণ মণ্ডল, এম এল এ
চেয়ারম্যান

একবিংশ শতাব্দীর পথে বিশ্ব সমবায়

সুনীল ঘোষ

সেপ্টেম্বর ১৩-তে ম্যাঞ্চেস্টারে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের শতবার্ষিকী মহাসম্মেলনে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। সেগুলি হল (১) সমবায় পরিচিতি (Cooperative Identity) . (২) সমবায় ও দীর্ঘস্থায়ী মানব উন্নয়ন (Cooperative and sustainable human development) ; (৩) অংশ-গ্রহণমূলক সমবায় গণতন্ত্র (participatory democracy in cooperative movement) ; (৪) শান্তি (peace) ; (৫) সমবায়ে নারী পুরুষের সমান অধিকার (Gender equality in Cooperative) এবং ((৬) কৌশলগত পূর্ণ মৈত্রী (Strategic Alliaance)।

(১) সমবায় পরিচিতি ঃ

(Co-operative Identity)

১৯৮৮ সাল থেকে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে, যে সমস্ত মূল্যবোধ ও নীতির ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলন বিশ্ব অর্থনীতিতে তার স্বতন্ত্র ভূমিকা প্রতিষ্ঠিত করেছে বিভিন্ন দেশের অর্থনীতিতে সমবায়ের মাধ্যমে জনগণের আরও আত্ম-নির্ভরতা, আরও গণতন্ত্র ও আরও সক্রিয়তা সঞ্চারিত করতে সেগুলিকে আরও শক্তিশালী করা দরকার যাতে সাধারণ মানুষ তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং এইভাবে একবিংশ শতাব্দীর পথে সমবায়ের জয়যাত্রাকে সুনিশ্চিত করতে পারে। সমবায় আন্দোলনের উষাকাল থেকে যে সমস্ত নীতি ও মূল্যবোধ সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলিকে অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের তুলনায় স্বতন্ত্র মর্যাদা দিয়ে এসেছে ভবিষ্যতেও সেই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বজায় রাখতে হবে, যার প্রধান উপাদান হল সমবায় নীতি। এই উদ্দেশ্যে মৈত্রী সংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৬৬ সালে গৃহীত সমবায় নীতিগুলির কিছু যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করেছে যার ফলে সমবায় ভবিষ্যতে অধিকসংখ্যক মানুষের কাছে অপরিহার্য হিসাবে নিজেকে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সক্ষম হবে।

মৈত্রী সংঘের সাধারণ পরিষদ সমস্ত সদস্য সংগঠনগুলি ও বিভিন্ন দেশের সরকারের কাছে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ ও কার্যকর করার অনুরোধ জানিয়েছে –

(ক) সমিতিগুলি তাদের নিয়মাবলী ও উপবিধিতে সমবায়ের অভিন্ন পরিচিতি দলিলে বর্ণিত বিষয়গুলি অন্তর্ভুক্ত করবে এবং কাজকর্মে সেগুলি কার্যকরি করবে ; সরকারও সেভাবে আইনের সংশোধন করবে।

(খ) সমবায় উদ্যোগের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রতিটি দেশের সরকারের দায়িত্বশীল উপলব্ধি থাকতে হবে, তাদের প্রাপ্য মর্যাদা ও স্বীকৃতি দিতে হবে এবং সমবায় আন্দোলনকে এমন একটি আইনগত কাঠামোর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যাতে সংগঠনগুলি স্বাধীন ও সদস্য নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠান হিসাবে অন্যান্য ধরণের উদ্যোগ ও প্রতিষ্ঠানগুলির সঙ্গে সমমর্যাদার শর্তেও প্রতিযোগে কাজ করতে পারে।

মৈত্রী সংঘ ঘোষিত সমবায়ের অভিন্ন পরিচিতি সম্পর্কিত দলিলের তিনটি উপাদান রয়েছে। সেগুলি হল —

(১) সমবায়ের সংজ্ঞা, (২) সমবায় মূল্যবোধ ও (৩) সমবায় নীতি।

সংজ্ঞা । সমবায় সমিতি বিভিন্ন ব্যক্তির ঐচ্ছিক মিলনের দ্বারা গঠিত একটি স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান। সাধারণ আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন মেটানো ও প্রত্যাশা পূরণের জন্যে এটি গঠন করা হয়। যৌথ মালিকানার ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে তা নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হয়।

(২) মূল্যবোধ । মূল্যবোধের যে উপাদান-গুলির উপর সমবায় মতবাদ প্রতিষ্ঠিত সেগুলি হল, আত্মনির্ভরশীলতা, দায়িত্ব সচেতনতা, গণতন্ত্র, সমতা ও সংঘবদ্ধতা। সমবায় আন্দোলনে পথিকৃৎদের ঐতিহ্যের অনুসারী হয়ে সদস্যগণ সততা, প্রকাশ্যতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও অপরের প্রতি সহমর্মিতার নৈতিক মূল্যবোধে দৃঢ় প্রত্যয় রেখে কাজ করে চলবে।

(৩) নীতিসমূহ ।

১. স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্য পদ :

সমবায় সমিতি স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান। এর পরিষেবা গ্রহণেচ্ছু ব্যক্তিদলের পক্ষে সদস্য-পদ নারী পুরুষ, জাতি-বর্ণ, সামাজিক বা রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিচয় নির্বিশেষে সভ্য পদের দায়িত্ব পালনে ইচ্ছুক সকলের জন্য অবাধ ও উন্মুক্ত থাকবে।

২. সদস্যদলের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ।

সদস্যগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের ভিত্তিতে সমিতি সমূহের নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের মাধ্যমেই সমিতির উপর সদস্য-গণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ, মহিলা অথবা পুরুষ যাই হোন, সদস্যগণের নিকট দায়বদ্ধ। প্রাথমিক সমিতিগুলিতে সকল সদস্যের সমান ভোটাধিকার (এক সদস্যের এক ভোট) কার্যকর থাকে। অন্যান্য স্তরের সমবায় সমিতি গুলিতেও গণতান্ত্রিক ভিত্তিতে নির্বাচন হয়ে থাকে।

৩. আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যদলের অংশগ্রহণ ।

সদস্যগণ সমদর্শিতার ভিত্তিতে সমিতির মূলধন যোগানে অংশগ্রহণ করে এবং গণতান্ত্রিকতার ভিত্তিতে তার ওপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখে। সদস্য পদভুক্তির সুবাদে সদস্যগণ সাধারণত তাদের প্রদত্ত অর্থের বিনিময়ে স্থির সীমিত প্রত্যর্পণ, উদ্বৃত্ত থাকলে তবেই পাবেন। সদস্যগণ উদ্বৃত্ত অর্থ নিম্নলিখিত খাতে বিভাজন করবেন — সমিতির উন্নয়ন, সদস্যদের ব্যবসায়িক কাজে অংশগ্রহণের আনুপাতিক হারে সুবিধা দান এবং সদস্যগণ কর্তৃক অনুমোদিত অন্যান্য কাজে বিনিয়োগ।

(৪) স্বশাসন ও স্বাবলম্বন ঃ

সমবায় সমিতিগুলি সদস্যদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত স্বশাসিত ও স্বনির্ভর সংস্থা। তারা যদি সরকারসহ অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয় অথবা অন্যান্য বহির্বাগত উৎস থেকে লগ্নি সংগ্রহ করে তাহলেও সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ও সমবায়ের স্বশাসন বজায় রাখার শর্তেই তারা সে কাজ করবে।

(৫) শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার ঃ

সমবায়গুলির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ ও উন্নয়নের স্বার্থে সমিতি তার সদস্যগণ ও নির্বাচিত পরিচালকবৃন্দ এবং ম্যানেজারসহ অন্যান্য কর্মীদের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা রাখবে। তারা জনসাধারণকে বিশেষত যুব সম্প্রদায় এবং জনমত সংগঠকদের সমবায়ের চরিত্র ও উপকারিতা সম্পর্কে অবহিত করবে।

(৬) সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা ঃ

স্থানীয়, জাতীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিসরগুলির মাধ্যমে এক সাথে কাজ করে সমবায়গুলি তাদের সদস্যদের অত্যন্ত দক্ষভাবে পরিষেবা দেবে ও সমবায় আন্দোলনকে শক্তিশালী করবে।

৭. সমষ্টির জন্য ভাবনা ঃ

সদস্যগণের প্রয়োজনে ও ইচ্ছা পূরণের সাথে সাথে জনসমষ্টির স্থায়ী উন্নয়নের (Sustainable Development) লক্ষ্যেও সমবায়গুলি কাজ করবে।

(২) সমবায় ও সংরক্ষণাত্মক মানব উন্নয়ন ঃ (Co-operatives and sustainable human development)

সাম্প্রতিককালে "সংরক্ষণাত্মক মানব উন্নয়ন" এই পরিভাষাটি ক্রমবর্ধমান হারে ব্যবহার করে এমন এক ধরনের আর্থিক ও সামাজিক উন্নয়নকে বোঝানো হচ্ছে যা জনগণকেন্দ্রিক ও পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনশীল। এই অভিধার উৎসমূলে উন্নয়নশীল দেশগুলি থাকলেও পৃথিবীর সব প্রান্তের ক্ষেত্রেই তা এখন প্রাসঙ্গিক। সদস্যদের বিভিন্ন প্রয়োজন মেটানোর মৌলিক উদ্দেশ্য নিয়েই সমবায় সমিতি গঠিত। কাজেই প্রকৃতিগতভাবে সমবায় স্থায়ীভাবে মানব সম্পদ উন্নয়ন সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সমবায় মৈত্রী সংঘের অনুরোধে রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল অ্যাসেমব্লি ১৯৯৪ সালে গৃহীত সিদ্ধান্তে সমবায়ের গুরুত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছে, "পৃথিবীর সব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনে সমবায় তার বিভিন্ন সংগঠনের দ্বারা একটি অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। মহিলা, যুব, প্রতিবন্ধী ও প্রৌঢ় সম্প্রদায়ের মানুষসহ সমস্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রক্রিয়াতে সম্ভাব্য সামগ্রিক অংশগ্রহণকে সমবায় আন্দোলন প্রসারিত দিয়ে এসেছে।"

সমস্ত সদস্য সংগঠনকে তাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিভিন্ন কাজকর্মে ও সদস্যশিক্ষা কার্যক্রমে পরিবেশগত ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে বলেছে। মৈত্রী সংঘের বিভিন্ন আঞ্চলিক কার্যালয়ের কাজকর্মের মাধ্যমে এই উদ্দেশ্য গঠনমূলকভাবে পালন করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলি ইতিমধ্যে যে কাজ করেছে তারও প্রশংসা করা হয়েছে। তবে প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধা সদ্ব্যবহারের উদ্দেশ্যে মৈত্রী সংঘের সাথে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক ক্ষেত্রে অধিকতর সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়েছে। তাছাড়া স্থায়ী মানব উন্নয়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম ব্যাপকতরভাবে করার জন্যে "আই সি এ ট্রাস্ট ফাণ্ড" গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়ে সাধারণ পরিষদ নিয়মিত চাঁদা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে। বিশ্বজুড়ে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে উন্নয়নের অনুঘটকের ভূমিকায় যাতে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রীসংঘ কাজ করতে পারে তাই এ সিদ্ধান্ত।

(৩) সমবায় আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণাত্মক গণতন্ত্র (Participatory Democracy In Cooperative Movement) ঃ

সমবায় আন্দোলনে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণে গণতন্ত্রকে অর্থবহ করে তোলার বিষয়ে কানাডা, ইটালী, জাপান, বৃটিশ যুক্তরাষ্ট্র ও সুইডেনের যৌথ প্রচেষ্টায় প্রবর্তিত আন্তর্জাতিক প্রজেক্ট গ্রুপের উদ্যোগকে সমবায় মৈত্রী সংঘ শতবার্ষিক সম্মেলনে সাধুবাদ জানিয়েছে।

জটিলতর ব্যবসায়িক কাঠামোর আর অধিকতর কঠিন প্রতিযোগিতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের উপায় খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন। তেমনি সদস্যদের সক্রিয়তার ভালো নজিরও খুঁজে পেতে বিশ্বজুড়ে সমবায়ীরা যে খুবই বেগ পাচ্ছেন সে বিষয়টিও সম্মেলন মেনে নিয়েছে। বিশেষ করে যখন যুব সম্প্রদায়কে সদস্য তালিকায় সেভাবে পাওয়া যাচ্ছে না।

এ বিষয়ে সমবায়ীদের করণীয় কর্তব্যের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সম্মেলন বলেছে, বর্তমান ব্যবস্থার সাথে সাথে কিছু নতুন পথ ধরে সক্রিয় অংশগ্রহণাত্মক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নতি ঘটাতে হবে। এই উন্নয়নের দ্বারাই সদস্যদের জীবনযাত্রার ধরনটাকে গঠনমূলকভাবে প্রভাবিত করা যাবে। আমাদের অনুসৃত সমবায়ের মূল্যবোধ, আদর্শ ও কর্মধারা এই পথেই ন্যায্যতা ও একতা প্রতিষ্ঠার পুরস্কার পাবে। পরিণামে আমাদের গণতান্ত্রিক উন্নয়নের বনিয়াদ হবে আরও মজবুত ও কার্যকরী।

গণতন্ত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ সম্পর্কে আলোচনাগোষ্ঠীর সুপারিশকে এই সম্মেলন গ্রহণ করেছে এবং আহ্বান জানিয়ে বলেছে সদস্যগণ সমিতির কাজকর্মে যোগদান করবেন — সমিতির প্রতি তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন ও আপনবোধের ভিত্তিতে সমিতির সাথে নিজেদের সামিল করে রাখবেন। আর এই কর্মধারাই সমবায় সমিতির কাজকর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে অটুট থাকবে। সমিতির ব্যবসার প্রসারণে এবং ভূমিকা রূপান্তরের মৌলিক উপাদান হিসাবেও এই প্রক্রিয়ার অবিরাম উন্নয়ন ঘটিয়ে যেতে হবে।

সাথে সাথেই সম্মেলন সমবায়ীদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে, গণতন্ত্রের ধরন ধারন চিরকালই এক রকম থাকবে না। তার কিছু পরিবর্তন ও পরিমার্জন অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে করে যেতে হবে। প্রজেক্ট গ্রুপের দেওয়া নিম্নলিখিত বিষয় সম্বলিত চূড়ান্ত প্রতিবেদনটি শতবার্ষিকী সম্মেলন অনুমোদন করেছে। বিষয়গুলি হল ঃ

(১) প্রত্যেকটি দেশের ক্রেতা সমবায় আন্দোলনের বর্ণনা (খুচরা বিক্রিতে যারা লিপ্ত)

(২) প্রতিটি দেশের সদস্যদের ক্রমবর্ধমান

সক্রিয় উদ্যোগ ও অংশগ্রহণমূলক গণতন্ত্রের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সম্পাদিত অবস্থা সমীক্ষা (কেস স্টাডি)

(৩) বিভিন্ন সিদ্ধান্ত ও সুপারিশ

প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত পাঁচটি বিষয়ের ওপর সমবায়ীগণ যাতে অধিকতর পর্যালোচনা করেন শতবার্ষিকী সম্মেলন সেজন্যে সুপারিশ করেছে। বিষয়গুলি হল :

(১) সদস্যদের সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রসারতা

(২) সদস্যদের সাথে ব্যবস্থাপনার সম্পর্ক;

(৩) সাংগঠনিক কাঠামো সংক্রান্ত উদ্ভাবন;

(৪) কর্মচারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা ও তার প্রসারতা ;

(৫) অর্থনৈতিক ও সামাজিক দায়বদ্ধতা।

শতবার্ষিকী সম্মেলন মৈত্রী সংঘের কেন্দ্রীয় বোর্ড ও আঞ্চলিক কার্যালয়গুলির ওপর একটি দায়িত্বও আরোপ করেছে। বলেছে, তারা যেন সাধারণভাবে সমবায় সংগঠনগুলিতে অংশগ্রহণমূলক গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত মতামত ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিষয়ে তার সদস্য সংগঠনগুলিকে ওয়াকিবহাল রাখে। বিশেষ করে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে এ সম্পর্কে গঠিত যৌথ প্রকল্পের চূড়ান্ত প্রতিবেদন সম্পর্কেও যেন সদস্যদের অবহিত রাখে। সদস্য-সংগঠনগুলি যাতে এ সম্পর্কিত কার্যাদির সমন্বয় সাধনে এগিয়ে আসে সে দায়িত্বও দেওয়া হয়।

(৪) শান্তি (Peace) :

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের নিয়মাবলীতে সদস্য-সংগঠনগুলিকে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ সৃষ্টিতে কাজ করতে বলা হয়েছে। মানব ইতিহাসের বীভৎসতম ধ্বংসলীলা সংঘটনকারী দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে আন্তর্জাতিক মৈত্রী সংঘের শতবার্ষিকী সম্মেলন তা নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। গভীর দুঃখ প্রকাশ করে আরও বলেছে যে, পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এখনও সশস্ত্র সংঘর্ষে নিরপরাধ মহিলা ও শিশুসহ বিপুল জনগোষ্ঠীকে প্রাণ বিসর্জন দিতে হচ্ছে। এতে শুধুই যে বিদ্যমান দেশগুলির অর্থনৈতিক ও সামাজিক অগ্রগতি ব্যাহত হচ্ছে তা-ই নয়, সারা পৃথিবীটাই তার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ফল ভোগ করছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বশান্তি ও বিশ্বপরিবেশ বিপন্নাপন্ন হয়ে পড়ছে।

শতবার্ষিকী সম্মেলন স্বভাবতই বিভিন্ন বিরোধের আশু মীমাংসার অনুকূলে সমবায়ীদের পক্ষ থেকে আন্তরিক আবেদন জানিয়েছে। আবার শান্তিপূর্ণ বিশ্ব গঠনে পৃথিবীর সমবায়ীদের আকুতির কথাও উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অবসানের উদ্যোগ সংক্রান্ত যে সিদ্ধান্ত ১৯৯৫ সালের মার্চ মাসে কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত সমাজ উন্নয়নের বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত হয়েছে তা এই শতবার্ষিকী সম্মেলনও সমর্থন করেছে।

এই সম্মেলন নিশ্চিতভাবে আশা প্রকাশ করে যে, ১৯৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বেইজিং-এর চতুর্থ বিশ্ব মহিলা সম্মেলনে যাতে মহিলাদের বর্ধিত সুযোগ ঘটে আর ১৯৯৬ সালের জুন মাসে ইস্তাম্বুলে আহূত মানবিক আবাসন সম্পর্কিত রাষ্ট্রসংঘের সম্মেলনে বাসস্থান ব্যবস্থার প্রসারণ ঘটে তার জন্যেও পৃথিবীর সমবায় আন্দোলন যথাযথ গুরুত্ব দান রাখবে।

পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশ উপরোক্ত সম্মেলন সমূহে গৃহীত মূল সুর ও সুপারিশ যাতে কার্যকর করে তার ওপরও মৈত্রী সংঘ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। আর সেই আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য সাধনের জন্যই প্রয়োজন নিরস্ত্রীকরণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ এবং বৈষম্য ও বিভেদমূলক ব্যবস্থার অপসারণ।

শান্তি প্রতিষ্ঠাকল্পে রাষ্ট্র সংঘের গৃহীত একাধিক উদ্যোগকে মৈত্রী সংঘ স্বাগত জানিয়েছে। এগুলির মধ্যে আছে — নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে রাষ্ট্র সংঘের চতুর্থ বিশেষ অধিবেশন আহ্বান সংক্রান্ত ১৯৯৪ সালের ২ নভেম্বরে গৃহীত সিদ্ধান্ত আর পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার বা যেকোন প্রকারের বৈধতা সম্পর্কে ইন্টারন্যাশনাল কোর্ট অফ জাস্টিস-এর কাছ থেকে উপদেশমূলক মতামত নেওয়ার জন্য ১৯৯৪ সালের ১৫ ডিসেম্বরে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

নিরস্ত্রীকরণের ওপর রাষ্ট্র সংঘের বিশেষ অধিবেশনে যাতে সার্বিক অস্ত্র সম্বরণের লক্ষ্য অর্জন করা যায় ও পরমাণু অস্ত্রের অবসান ঘটিয়ে যাতে অহিংসে বিশ্বপ্রতিষ্ঠার প্রয়াস সফল হয় সেই উদ্দেশ্যে সর্বতোভাবে সহায় প্রয়াস নেওয়ার জন্যে বিশ্বের সমবায়ীদের কাছে শতবার্ষিকী সম্মেলন আবেদন জানিয়েছে।

সমস্ত সদস্য সংগঠনকে আরও অনুরোধ করেছে, তারা যেন সমবায় মৈত্রী সংঘের পূর্ববর্ণিত শান্তি উদ্যোগ সমূহ প্রত্যেকটি দেশে প্রচার করেন ও জনমত গঠনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার একটি অনুকূল আবহ গড়ে তোলা হয়।

(৫) সমবায় ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ বৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা (Gendar Equality in Cooperatives):

বিষয়টিতে সমবায় মৈত্রী সংঘ বিশ্বজুড়েই গুরুত্বারোপ করেছে। মহিলা সমবায়ী ও কর্মচারী এবং পুরুষ সমবায়ী ও কর্মচারীদের মধ্যে সুষম সম্পর্ক সমবায় সংস্থার মধ্যে প্রতিযোগী উদ্যম ও সঙ্গতির স্বার্থেও উভয়কেই নতুন করে শক্তি যোগাবে। আর তা গণতান্ত্রিক ও জনকেন্দ্রিক সংগঠন হিসাবে সমবায় সংস্থার ভাবমূর্তিকেও আরো উজ্জ্বল করে তুলবে। মৈত্রী সংঘের ইউরোপীয় পরিষদ প্রস্তাব দিয়েছে, সমবায় সংস্থাসমূহ নিজেরাই স্ব স্ব ক্ষেত্রে মহিলা-পুরুষের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসুক।

অবশ্য একটা পূর্বশর্ত থাকছেই। তা হল মহিলা ও পুরুষের মধ্যে বিভিন্নতা আছে আর আমরা সেই বিভিন্নতাকে সম্মান দিয়ে থাকি। সমবায় সংস্থার বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মিশ্রিত পরিচালন ব্যবস্থা সর্বস্তরের কর্মচারীদের মধ্যে নরনারীর সীমান্বিত পার্থক্য, মহিলা ও পুরুষের অস্তিত্বের পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য, সামর্থ্য আর সক্ষমতার প্রতি শ্রদ্ধা — এসবই সমবায় সংস্থার গঠনমূলক উন্নয়ন, উন্নত সৃজনশীলতা ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। নারী-পুরুষের মধ্যে এই সুষম ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্যে শতবার্ষিকী সম্মেলন সমবায় সংস্থা সমূহের কাছে অনুরোধ করেছে তারা যেন এ ব্যাপারে স্ব স্ব ক্ষেত্রে কর্মপরিকল্পনা তৈরি করে। তাতে সুস্পষ্টভাবে

সমস্যাগুলি স্থির করে বলা থাকবে কোন্ কাজ কোন সমবায়ের মধ্যে করতে হবে।

প্রস্তাবিত এই সুষম সম্পর্কের সুস্থিতি বজায় রাখার আর্থসামাজিক উপাদানগুলি হল মহিলা ও পুরুষের কর্মক্ষেত্রে সমান ভূমিকা নেওয়ার অধিকার, কর্মের সমান সুযোগ সুবিধা, সমকর্ম পরিস্থিতি ও শর্তাদি, একই কাজের একই মজুরি, একই প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি। এই লক্ষ্য অর্জনে কতটা অগ্রগতি হল সেই মর্মে সার্থকতা, ব্যর্থতা ও অন্তরায়ের দিকগুলি চিহ্নিত করার একটা তদারকি ব্যবস্থা অবশ্যই রাখতে হবে। মহিলা ও পুরুষের মধ্যে সমতা ও পরিপূরকের সম্পর্কস্তরেই সমবায়ের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত আছে।

(৬) কৌশলগত মৈত্রী (Strategic Alliance)।

প্রতিষ্ঠাকাল থেকে শতবর্ষ ধরে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘের বিস্তার ও উন্নয়নের মূলে প্রধানতম শক্তিই হল দেশে দেশে সমস্যা সমিতিগুলির মধ্যে কৌশলগত সহযোগিতার সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে ঐকান্তিক নিষ্ঠা। একে আরও প্রসারিত করতে হবে।

মৈত্রী সংঘ এখন তার কুড়িতমে শতবর্ষে প্রতিক্রম করে দ্বিশতবর্ষে পা রেখেছে। বিশ্বের প্রতিযোগিতামূলক এই শতাব্দীতে এখন অধিকতর প্রয়োজন হল সমস্যা সংগঠনগুলির মধ্যে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারণ ও উন্নয়নে মূলভিত্তিক সহযোগিতা ও সমবায় প্রতিষ্ঠা।

অন্যান্য সংগত কারণে আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ তার এই সময়োপযোগী ঘোষণা পত্র তৈরি করেছে এবং এগুলি মেনে চলা আমাদের প্রতিটি সমবায়ী, সমবায় কর্মী ও সমবায় সমিতিগুলির অবশ্য কর্তব্য।

শ্রীঅসীম রায় অনুদিত

"পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ও নিয়মাবলী"

আমাদের কাউন্টারে পাওয়া যাচ্ছে।

মূল্য ঃ ১০০.০০

প্রতিযোগিতামূলক অর্থনীতির আবর্তে

সমবায় আন্দোলনই

আজ প্রার্থিত,

ক্রান্তিকালে

উত্তরণের উপায়

দি উত্তরপাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

উত্তরপাড়া হুগলি

ফোন ঃ ৬৬৩-১৭৯৮

নেপালে সমবায় আন্দোলনের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ

জোলানাথ দত্ত

[ইন্টারন্যাশনাল কো-অপারেটিভ অ্যালায়েন্সের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে রচিত। "কো-অপারেটর" পত্রিকার সৌজন্যে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপিত।]

ভূমিকা ঃ

নেপাল তিব্বত ও ভারতের মধ্যবর্তী একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। নেপালের আয়তন প্রায় ১৪০৭৯৮ কাকিলোমিটার। প্রাচীন নে মুনির নাম থেকে নেপাল শব্দটি এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। আবার প্রাচীন জাতি নেওয়ারদের বাসস্থান হিসাবেও শব্দটি এসেছে বলে অনেকে মনে করেন। 'নেওয়ার' শব্দের অর্থ পবিত্র স্থানের অধিবাসী। এভারেস্ট শৃঙ্গ, তিব্বত ও নেপাল উভয় দেশের সীমানায় অবস্থিত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ ১২টি শৃঙ্গের ৭টিই নেপালে অবস্থিত। এর সবগুলিরই উচ্চতা ৭৬০০ মিটার। নেপালের শতকরা ৯০ ভাগ লোকের পেশা কৃষি। ধানই নেপালের প্রধান ফসল। শতকরা ৫৫ ভাগ জমিতে ধান চাষ হয়। এছাড়া কৃষি জমির ২০ ভাগে ভুট্টা, জোয়ার ও বাজরা এবং ১০ ভাগ জমিতে গমের চাষ হয়। আলু, তৈলবীজ, পাট ও তামাকের চাষও হয়। উত্তরের পার্বত্য উপত্যকাগুলিতে পাহাড়ী ঝরনার জলে চাষ হয়। মধ্যভাগের উপত্যকাতে জলসেচের সাহায্যে চাষ হয় : সেখানে গম, যব, ছোলা, জোয়ার, বাজরা, ডালশস্য, কুরু (এক ধরনের বার্লি), আলু, লঙ্কা, আখ, তরমুজ, পেঁয়াজ প্রভৃতি ফসল হয়। দক্ষিণের উষ্ণ অঞ্চলে চা, তুলা, কলা, বাদাম, ডেঁতুল, আম, জাম ও তামাক উৎপন্ন হয়। নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে আপেল, ডালিম, আখরোট ও কুল হয়। পোখরা উপত্যকায় প্রচুর ফল জন্মে। মৌমাছি পালন একটি প্রধান কুটির শিল্প। গৃহপালিত পশুর পালনও যথেষ্ট। কৃষিকাজ, ভারবহন ও অন্যান্যভাবে এর ব্যবহার করা হয়। মূল্যবান পশমও পাওয়া যায়। নেপালের এক তৃতীয়াংশে বনাঞ্চল। শাল, সেগুন, চীর, পাইন, দেবদারু প্রভৃতি বৃক্ষ পাওয়া যায়। বেরিলিয়াম, কয়লা, কোবাল্ট, তামা, ডলোমাইট, সীসা, চুনাপাথর, অভ্র, গন্ধক, দস্তা, সাদা বার্লি ও নদীগর্ভে বালিমিশ্রিত সোনা প্রধান খনিজ দ্রব্য। ৩৫টি কলেজ ও একটি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমানে নেপালে আছে। নেপালে বহু তীর্থস্থান, বৌদ্ধ বিহার ও অন্যান্য দর্শনীয় স্থান রয়েছে।

সমবায়ের প্রেক্ষাপট ঃ

নেপালের জনগণের পার্মা, বিকৃতি, মানবকৃতজ্ঞতা ও ঋণ ইত্যাদি প্রথাগত সমবায় সমিতি সম্বন্ধে জ্ঞান আছে যেহেতু এগুলি দেশের সামাজিক, সংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক কার্যধারার সাথে যুক্ত। এগুলির বেশিরভাগই প্রচলিত নৈতিকতা আদলের ভিত্তিতে গঠিত হয়েছে। পরে আধুনিকতার নীতিতে এই সমস্ত সমবায় সমিতিগুলি রূপান্তরিত হয়েছে। ১৯৫৬ সালে মহামান্য নেপাল রাজের আহ্বানে পারস্পরিক সহযোগিতা ও আত্ম-নির্ভরতার ভিত্তিতে সমবায় আন্দোলনের সূচনা হয়। উদ্দেশ্য হল যাতে সমাজের দুর্বলতর শ্রেণী সমবায়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করে সমবায়ের মাধ্যমে উন্নতি করতে পারে। সমবায় আন্দোলনের চরিত্র হবে কৃষির উৎপাদন বৃদ্ধিতে জলের ব্যবস্থা করা।

সমবায়ের উন্নতির জন্য চর্চা করা ঃ

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যান্য প্রকল্পের মত সমবায় উন্নয়ন কর্মসূচিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। প্রত্যেক ক্রমিক উন্নয়ন পরিকল্পনায় সমবায় উন্নয়ন কর্মসূচিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অতীতে সরকার তার নীতি হিসাবে সমবায় কর্মসূচিকে নিজের প্রত্যক্ষ অধীনে রেখেছিল যার ফলে সমবায় যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। সমবায়ের উদ্দেশ্য ঘোষণায়, সমবায় কর্মসূচির পরিধি, তার সংগঠন, শাসন, পরিচালনা, পুনর্গঠন ইত্যাদি বিষয়ে সরকারের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ছিল। তদুপরেও মানুষের মধ্যে এই ধরনের প্রক্রিয়া কার্যকর করেও সমবায় সম্পর্কে মত ও ধারণা ইতিবাচক করা যায়নি। সমবায় আন্দোলনে গতি সঞ্চার করার জন্য সময় সময় গৃহীত সমবায় কর্মসূচি, নির্বাচিত সমবায় প্রকল্প, কৃষি উন্নয়ন সমবায় প্রোগ্রাম, নয়া সমবায় কর্মওজ্ঞ ইত্যাদির প্রবর্তন করা হয়েছিল। যে নামেই বা যে লক্ষ্যেই কর্মসূচিগুলি গ্রহণ করা হউক না কেন, তা মানুষের আস্থা অর্জন করতে পারেনি। জাতীয় পর্যায়ের সব ধরনের ও সর্বস্তরে সমবায় সমিতি গঠনের শুরুতে যদিও দেওয়া হয়নি। পরবর্তী সময়ে এটা উন্নয়ন কর্মসূচির অঙ্গে পরিণত হয়। যাই হউক ২০ জুন ১৯৬৩ সালে এন-সি-এফ গঠিত হয়। এই এন সি এফ অবৈতনিক ও অন্যান্য যুক্ত সংগঠনের সমবায় সমিতিগুলির শীর্ষ সমবায় সংস্থা। এই শীর্ষ সমবায় সংস্থার উদ্দেশ্যগুলি হল :—

(ক) জনগণের চাহিদা, উদ্যোগ ও অংশগ্রহণ অনুসারে সমবায় নীতিকে সামনে রেখে নেপালের সমবায় আন্দোলনকে উন্নত ও উৎসাহিত করা।

(খ) জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতিকল্পে সমবায় সমিতি ও সমবায় ইউনিয়নের বাণিজ্যিক উন্নতিতে এবং আর্থ-সামাজিক কর্মসূচিতে সক্রিয় কার্যকরী সহায়তা প্রদান করা।

(গ) সমবায় সমিতিও সমবায় ইউনিয়নের অগ্রগতিতে সাহায্য করা।

(ঘ) সমবায় আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়া।

তৃতীয় পরিকল্পনার শেষ থেকে সপ্তম পরিকল্পনার শেষ পর্যন্ত (১৯৮৫-৮৬ থেকে ১৯৮৯-৯০) সময়কালে সমবায়ে কি গুণগত, কি পরিমাণগত, বিকাশে যথেষ্ট জোর দেওয়া হয়েছিল। বর্তমানে এন সি এফ-এর সদস্য যার মধ্যে দুইটি কেন্দ্রীয় সমবায় ইউনিয়ন আছে। এই শীর্ষ সমবায় সংস্থা নেপালের ১২০০ সংখ্যক প্রাথমিক সমবায় সমিতিকে প্রতিনিধিত্ব করে যার ১৫ লক্ষ পারিবারিক সদস্য আছে। দেশের জনসংখ্যার ৪৩ শতাংশ মানুষ মোটামুটিভাবে সমবায়ের আঙ্গিনায় সমবেত আছেন।

নেপালের সমবায় আন্দোলন ত্রিস্তর বিস্তৃত, যথা, প্রাথমিক মাধ্যমিক ও কেন্দ্রীয় স্তরের। এই ব্যবস্থায় দুই ধরনের সমবায় রয়েছে; (১) বহুমুখীন সমবায় সমিতির ধারা আর (২) একমুখীন বিষয়ের সমবায় সমিতির ধারা। দেশে গণতান্ত্রিক ধারা প্রবর্তনের প্রস্তাবনায় সকল স্তরের একই ধরনের সমবায় সমিতিগুলিকে জেলা সমবায় ইউনিয়ন এবং এন সি এফের ছত্রছায়ায় আনার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। জনগণের সরকারের হাতে গণতন্ত্র সুরক্ষা ও জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দায়িত্ব ন্যস্ত হয় যাতে বর্তমান অর্থনৈতিক প্রমাণক যুক্তির অর্থাৎ যাদের আছে ও যাদের তেমন কিছুই নেই - এই দুইয়ের ফারাক কমানো এবং এমন এক পরিমণ্ডল সৃষ্টিকরা যাতে সকল শ্রেণীর মানুষের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক ন্যায়ে সম্পন্ন হতে পারে। এই নির্বাচিত সরকারের প্রথম অগ্রগণ্যতা হলো বঞ্চিত শ্রেণী ও অবহেলিত গ্রামীণ মানুষের উন্নতি সাধন করা। অতীত অভিজ্ঞতার প্রেক্ষাপটে ১৯৯২ সালে সমবায় আইন সংশোধিত হয় এবং অষ্টম পরিকল্পনায় (১৯৯২-৯৩থেকে ১৯৯৬-৯৭) একে যুক্ত করা হয়। ৮ম পরিকল্পনার উদ্দেশ্য হল বঞ্চিত শ্রেণী ও অবহেলিত ও নিপীড়িত গ্রামীণ মানুষের সামাজিক ও আর্থিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়ায় সহায় সম্পদ বৃদ্ধি করা — এর জন্য বিভিন্ন স্তরে গণতান্ত্রিক সমবায় ব্যবস্থায় মানুষের উদ্যোগ ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে চাহিদাগত কাঠিক্ষত সহায়তা জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচি প্রদান করে। এরজন্য সমবায় উন্নয়ন নীতিগুলিকে বিশ্লেষণ করা। মূলনীতিগুলিকে চিহ্নিত করা : — যেমন,

(১) জনগণের স্বতঃপ্রণোদিত, স্বেচ্ছা-মূলক, স্বশাসিত সমবায় আন্দোলনে ব্যাপক অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করা;

(২) গণতান্ত্রিক ও আর্থ-সামাজিক সংগঠনের উন্নতিতে সহায়তা বৃদ্ধি করা :

(৩) সমবায় শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচারের মাধ্যমে জনগণের মধ্যে সমবায় চিন্তা ও ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্যক্ উপলব্ধি সৃষ্টি করতে হবে যাতে স্বাচ্ছন্দ্যকর অগ্রণী সমবায় আন্দোলন গড়ে উঠে :

(৪) স্থানীয় জনগণের মধ্যে বিশেষত গ্রামীণ ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সঞ্চয় সংগ্রহ করে একত্রিত করতে হবে; পাশাপাশি বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা মানুষের কুশলতাকে ঐক্যবদ্ধ করে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সামিল করতে হবে। এইভাবেই বেশি বেশি মানুষের কার্যকরী অংশগ্রহণ সম্ভবপর হবে। সম্মিলিত, শক্তি-শালী ও পরিকল্পিত প্রয়াসই সাফল্য সৃষ্টি করবে :

(৫) উক্ত সমবায় ব্যবস্থাপনায় মহিলাদের অংশগ্রহণের অগ্রগণ্যতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

সমবায়ের উপর অর্থনৈতিক নীতির প্রভাব :

নেপাল সরকার উদার অর্থনৈতিক নীতিগ্রহণ করেছে। এই ব্যবস্থায় ব্যক্তি মালিকানাধীন সেক্টরকে যে কোন সেক্টরে পুঁজি বিনিয়োগ করতে উৎসাহ দিচ্ছে যাতে প্রতি-যোগিতামূলকভাবে পণ্য সামগ্রী তথা পরিষেবা মূল্য প্রতিযোগিতার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। পণ্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির সমস্যা যাতে সরকারের হস্তক্ষেপ ছাড়াই সমাধান হতে পারে। প্রতিযোগিতামূলক উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজি বিনিয়োগ ব্যক্তিমালিক ও গোষ্ঠী মালিকদের উপর নির্ভর করা হয়েছে এবং আশা করা হচ্ছে যে এর ফলে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বাড়বে। দেখা যাচ্ছে যে উক্ত সরকারি নীতির ফলে সরকারি সম্পদ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী মালিকদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে উদার অর্থনৈতিক নীতির ঋণাত্মক প্রভাব সমবায় আন্দোলনের উপর পড়ছে।

এটা লক্ষ্য করা গেছে যে কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক (এ ডি বি) কৃষি সমবায়কে ঋণ দেওয়া কার্যত বন্ধ করে দিয়েছে এবং ঋণের জন্য অতিরিক্ত জামিনদার দিতে বলছে। এখন এটা সিদ্ধান্ত হয়েছে যে সমবায় ঋণের জন্য অতিরিক্ত জামিনদার দিতে হবে। বেশির ভাগ সমবায় সমিতির নিজস্ব কোন সম্পদ নেই, যেমন স্থাবর সম্পত্তি নেই ফলে তারা কৃষি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক থেকে কোনভাবেই ঋণ সংগ্রহ করতে পারে না। কৃষিজ উৎপন্ন সারের যোগান, ভোগ্যপণ্য, কৃষিজ উৎপাদনের প্রক্রিয়াকরণ, বিপণন, হস্তশিল্প উৎপাদিত সামগ্রী ইত্যাদি বিষয়ে তারা ঋণ থেকে বঞ্চিত হন।

সমবায়ের দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সি হল কৃষি উপকরণ কর্পোরেশন (এ আই সি) যা পরনির্ভরশীল সংগঠন। এই সংগঠনটি এমন একটি নীতি গ্রহণ করেছে যে এর ব্যবসা সমবায় সমিতি ও ব্যক্তিগত মালিক উভয়ের কাছেই উন্মুক্ত — সমবায়ের কোন বিশেষ সুবিধা নেই। সমবায়ের সঙ্গে এরা নগদে ব্যবসা ও তিন শতাংশ কমিশন দেয় সমবায়কে। ফলে সামাজিক সমবায়কে ব্যক্তিমালিকের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় যেতে হয়। দেখা গেছে ব্যক্তিমালিকরা লাভাংশ কম করে, কখনও কেনা দামে সার বিক্রি করে বাজার দখল করছে যাতে সমবায় সমিতি প্রতিযোগিতায় না পেরে সার ব্যবসা বন্ধ করে দেয় ; পরে একচেটিয়া ব্যবসা করে আগের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারে। সম্প্রতি কিছু ব্যবসায়ী সরাসরি বিদেশ থেকে সার আমদানী করে সমবায় সমিতির মাধ্যমে সার বিক্রি শুরু করেছে। তারা কিছু সুবিধা দিয়েছে ১৫ দিনের বাকি, বাড়ি বাড়ি বিলি করার খরচ এবং পাঁচ শতাংশ কমিশন।

সমবায়ের তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সি হলো নেপাল ফুড কর্পোরেশন (এন এফ সি) যাকে ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও বন্টনের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। যেহেতু সরকার খাদ্যশস্যের সংগ্রহ মূল্য ঘোষণা করে থাকেন তাই খাদ্যশস্যের সংগ্রহ মূল্য স্থিতিশীল রাখার দায়িত্বও সরকারের উপর বর্তায়। এন এফ সি সরকারের নীতি অনুসারে সমবায় সমিতি-গুলির মাধ্যম খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার কথা। এন এফ সি নানা অছিলায় এই কাজ সময়মত ও নিয়মিত করে না খুশিমত কখনও সমবায় সমিতির মাধ্যমে কেনে আবার নাও কেনে। বরঞ্চ ব্যক্তি মালিকের কাছ থেকে কিনতে ভালোবাসে। অন্যান্য এজেন্সিগুলি ব্যবসার ক্ষেত্রে বিশেষ করে ক্রেতা-ভোগ্যপণ্য সরবরাহে সমবায়গুলিকে কোন সুবিধা দেয় না।

সমবায় সমিতিগুলিকে শক্তিশালী করার শর্ত :

(ক) সরকারি মন্তব্য

সমবায় সমিতিগুলিকে নিজেদের অস্তিত্বের জন্য যথেষ্ট চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন

হতে হয়। বঞ্চিত শ্রেণীর ও গ্রামীণ দরিদ্র জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে নেপাল সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ। দরিদ্র মানুষের ওপরও জীবনধারার উন্নতিতে সরকার নির্বাক থাকতে পারে না: বঞ্চিত শ্রেণীর মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, খাদ্য, বাসস্থান ইত্যাদির বিষয়ে মানুষকে উৎসাহিত করার কর্তব্য সরকারের। কোন বিধা ও সংরক্ষণ ছাড়াই সমবায় সমিতিগুলিকে সহায়তা দেবার জন্য সরকারের এগিয়ে আসা উচিত। অন্যথায় প্রতিযোগিতায় বৃহৎ অঙ্কের পুঁজির ব্যক্তিমালিকদের কাছে সমবায় সমিতিগুলি টিকে থাকতে পারবে না তাদের সামান্য সীমাবদ্ধ সহায় সম্বল নিয়ে।

(খ) সমবায় মূল্যবোধ

সমবায় সমিতি সামাজিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। সমবায়কে এই মূল্যবোধ সাধারণত মেনে চলতে হয়। ১৯৮৮ সালে স্টকহোমে আই সি এ কংগ্রেসে যে সমস্ত সমবায় মূল্যবোধ অনুমোদিত হয়েছে সেগুলি হল :—

(ক) গণতন্ত্র (মুক্ত ইচ্ছার ভিত্তিতে সচেতন সিদ্ধান্ত)

(খ) অংশগ্রহণ (সেবার মূলধনে, পরিচালনায়, আমানত সংগ্রহে, ব্যবসায়ে)

(গ) সততা (ব্যবসায়ে, ব্যক্তিগত পরিচালনা সমেত সামগ্রিক পরিচালন ব্যবস্থায়)

(ঘ) পরিষেবা (সদস্যদের জন্য ও সমাজের জন্য)

(গ) সঞ্চয় সংগ্রহ

যেহেতু সমবায় সমিতিগুলিকে তাদের নিজস্ব ব্যবসার জন্য প্রায়শই গুরুতর আর্থিক সমস্যার মধ্যে পড়তে হয় তাই অর্থের যোগানের জন্য বহুমুখী কার্যক্রম নিতে হয়। সমবায় সমিতির সদস্যরা তাদের প্রয়োজনে সমিতির কাছ থেকে অর্থ ঋণ সময়মত না পেলে হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। এইজন্য নিয়মিত পর্যায়ক্রমে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের পরিকল্পনা থাকা দরকার। একাজের ভিত্তিভূমি রচনার জন্য অধিক প্রচার ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঘ) সমবায় সমিতির শক্তিবৃদ্ধি

সমবায় সমিতি হল গোষ্ঠীগত সংগঠন। এটা বোঝা দরকার যে তুলনামূলক শক্তি না থাকলে সমবায় সংগঠন বাঁচতে পারে না। আই সি এর এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন্যাল অফিসের রিজিওন্যাল ডাইরেক্টর ডঃ আর সি বিবেদী জাকার্তাতে সমবায় মন্ত্রীদের সম্মেলনের প্রেক্ষাপটে নিম্নলিখিত মতামত ব্যক্ত করেছিলেন যা সমবায় সমিতির শক্তি বৃদ্ধিতে খুবই প্রাসঙ্গিক হবে :-

(১) ভালো উৎপাদক হতে হবে (উৎকৃষ্ট পণ্য সামগ্রী, স্বাস্থ্য সম্মত উৎপাদন, উৎপাদন খরচ নিম্নস্তরে রাখার জন্য অপ্রয়োজনীয় খরচ বাতিল ইত্যাদি)

(২) ভালো বিক্রেতা হতে হবে (উৎকৃষ্ট পণ্য সামগ্রী সরবরাহ, স্বাস্থ্য সম্মতভাবে মোড়কে রাখতে হবে, অত্যধিক মুনাফা করা চলবে না, ভুয়ো বিজ্ঞাপন না দেওয়া, ক্রেতাদের বিক্রয়ে উৎসাহ দেবার জন্য উপহার প্রদান)

(৩) ভালো পরিষেবার ব্যবস্থা করা (প্রয়োজন মূল্যায়ন করা, সময়মত পণ্য সরবরাহের জন্য পণ্যসামগ্রী সংগ্রহ করা, সকলের জন্য সমান পরিষেবার ব্যবস্থা করা)

(৪) ভালো নিয়োগকর্তা হওয়া (বস্তুগত কর্মনিয়োগ ব্যবস্থা চালু রাখা, সুস্থ ব্যক্তিগত নীতি নির্ধারণ করা, কর্মক্ষেত্রের পরিবেশের সন্তুষ্টি বিধান করা, কাজের সন্তুষ্টি থাকা, সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ব্যবস্থাপনায় শ্রমিকের অংশগ্রহণ)

তুলনামূলক শক্তি বৃদ্ধির জন্য এই সমস্ত মৌলিক বিষয়গুলিকে বিবেচনা করে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা দরকার :—

— শক্ত পরিচালকমণ্ডলী (কার্যকরী কাঠামোগত/ক্ষমতার মধ্যেকার প্রশাসকদের সম্পর্ক মসৃণ হওয়া বাঞ্ছনীয়)

— অখণ্ড কার্যপ্রণালী (সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে সমন্বয়)

— প্রতিষ্ঠানের আয়তন (অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব, মূলধনের গঠন)

— আধুনিকীকরণ (গবেষণা, প্রযুক্তির উদ্ভাবন)

— কস্ট বেনিফিট বিশ্লেষণ (তত্ত্বাবধান)

— মানবসম্পদ (নিষ্ঠা, শিক্ষিত সদস্যগণ, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ নেতৃত্ব, কর্মসন্তুষ্টি, শিল্পে শান্তি, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি)

— সরকারি নীতিসমূহ (উন্নয়নমূলক, আর্থিক ইত্যাদি)

— যথোপযুক্ত পরিকল্পনা (চাহিদা, মূল্যায়ন, সম্পদের প্রাপ্যতা, তথ্য সংগ্রহ এবং সমীক্ষা ইত্যাদি)

উপসংহার

নয়া অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সমবায়কে মসৃণভাবে চালিত করতে হলে সমবায় সম্পর্কে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও নীতি গ্রহণ করতে হবে। যেহেতু সমিতি স্বশাসিত সংস্থা তাই সরকারের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীলতা সঠিক নয়, যথাসম্ভব পরিহার করা দরকার। এটা সব সময়ে খেয়ালে রাখা দরকার যে সদস্যদের তরফে সমবায় পরিচালকমণ্ডলীই অভিভাবক। সদস্যদের স্বার্থরক্ষার্থে পরিচালকমণ্ডলীকে সদা প্রস্তুত ও সতর্ক থাকতে হবে। সদস্যদের দেয় অর্থের ব্যবহার সম্বন্ধে যথোপযুক্তভাবে করতে হবে। অধিক কর্মচারী নিয়োগ পরিহার করতে হবে। জাঁকজমক আসবাবপত্রের খরচ না করাই শ্রেয়, আপ্যায়নে বা অনুৎপাদক সভা ও অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ খরচ কম করতে হবে। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন যে পরিচালকমণ্ডলীকে দক্ষ, কার্যকরী এবং সচেতন ও গতিশীল হতে হবে। যেহেতু দরিদ্র ও গ্রামীণ জনগণের আর্থ সামাজিক উন্নতির জন্য সরকার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ তাই দেশে সমবায় সমিতির অগ্রগমনে দৃঢ় পদক্ষেপ প্রয়োজন, সরকার এ ব্যাপারে গঠনমূলক ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনে আগ্রহী এবং সমবায় সমিতির সদস্যদের উন্নতি ও কল্যাণে সহায়ক ভূমিকা নিতে চায়।

সেই গ্রাম আজও আছে
গ্রামীণ সংস্কৃতি মেখে। যে
পাখী না থাক
হাহা পাখা আছে,
শৌর পাখন আছে
আছে শিঙে।
আর আছে তাঁত শিল্পের ঐতিহ্য
আছে **তন্তুজ**

বাংলার তাঁতের কাপড়

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট হ্যাণ্ডলুম উইভার্স কো-অপাঃ সোসাইটি লিঃ
তন্তুজ ভবন
ব্লক ডি ডি নং ১৮/৪, সেক্টর - ১,
বিধাননগর, কলিকাতা - ৬৪

তন্তুজ

ব্যাঙ্কসমূহে ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা

সুধীরকুমার ব্যানার্জি

অডিট বা নিরীক্ষা বলতে আমরা বুঝি কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের হিসাব পরীক্ষা করা। সাধারণত কোন সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান নির্ধারিত আর্থিক বছর শেষ হওয়ার অব্যবহিত বৎসরান্তের জমা খরচের হিসাব, লাভ-ক্ষতির হিসাব (প্রফিট এণ্ড লস্ এ্যাকাউন্ট) এবং উদ্বর্ত পত্র (ব্যালান্স-শিট) প্রস্তুত করে। এই হিসাবপত্রের বিবরণ হিসাব শাস্ত্রের (এ্যাকাউন্ট্যান্সি) নিয়ত-নীতি অনুসরণ করে প্রস্তুত হয়েছে কিনা সেটা পরীক্ষা করে দেখার পদ্ধতিকে নিরীক্ষা বা অডিট বলে।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং শিল্পে বর্তমানে প্রচলিত যে নিরীক্ষা ব্যবস্থাগুলি আছে সেগুলি হোল ঃ ১) সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (স্ট্যাটুটরি অডিট) — ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন অ্যাক্ট ১৯৪৯-এর শর্ত অনুযায়ী ব্যাঙ্কের আর্থিক হিসাবপত্রের বিবরণ ভিত্তি করে বছর শেষে একজন কর্মরত (প্র্যাকটিসিং) চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টকে দিয়ে এই সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা করানো হয়।

২) ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিরীক্ষা (আর বি আই অডিট) - বিশেষত ব্যাঙ্কের বড় বড় ঋণ, বিধিবদ্ধ রিটার্ন দাখিল করা এবং বিবি অনুযায়ী-প্রকাশিতব্য তথ্যসংক্রান্ত বিষয়-গুলিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ডিপার্টমেন্ট অব ব্যাঙ্কিং অপারেশন এণ্ড ডেভালপমেন্ট সংক্ষেপে -ডি বি ও ডি এই নিরীক্ষার কাজ করে।

৩) 'ফেরা' সংক্রান্ত নিরীক্ষা — বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আইন সংক্ষেপে ফেরা (ফরেন এক্সচেঞ্জ রেগুলেশন এ্যাক্ট) লঙ্ঘন সংক্রান্ত নিরীক্ষা, যা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মুদ্রা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ বিভাগ সংক্ষেপে ই সি ডি (এক্সচেঞ্জ কন্ট্রোল ডিপার্টমেন্ট) করে থাকে।

৪) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা (ইন্টারনাল অডিট) — ব্যাঙ্কিং পদ্ধতি সমূহের সঠিক প্রয়োগ, দলিলপত্রের যথাযথ (এন্ডর্সিকিউশন) ঋণ নিয়ন্ত্রণ এবং পাওনা আদায়ের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে এই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার কাজ ব্যাঙ্কেরই নিজস্ব পরিদর্শন বিভাগ করে থাকে।

৫) সরকারের হয়ে ব্যাঙ্ক যে সমস্ত লেন-দেনগুলি করে সে সম্পর্কেও নিরীক্ষার ব্যবস্থা আছে যা এ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল অফিস সংক্ষেপে 'এ জি' অফিস করে থাকে।

উল্লিখিত সব নিরীক্ষা ব্যবস্থাই রাষ্ট্রায়ত্ত ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি সম্পর্কিত এবং এগুলি ব্যাঙ্কের হিসাবরক্ষণ চালানোর ও কিছু কিছু বিধিনিষেধ মেনে চলার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তবে এদের মধ্যে ব্যাঙ্কের পক্ষে সবচেয়ে কার্যকর এবং বাস্তবধর্মী নিরীক্ষা হোল অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা যা নীচের স্তরের প্রায়োগিক ত্রুটি চিহ্নিত করে এবং পরিষেবার বিনিময়ে ব্যাঙ্কের পাওনা আদায়কে দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠা করে এবং ত্রুটি বিচ্যুতিগুলির জন্য ব্যক্তি বিশেষের দায়দায়িত্ব নির্ধারণে সহায়ক হয়। সেখানে সংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা (স্ট্যাটুটরি অডিট) ব্যাঙ্কের উদ্বর্ত পত্রকে (ব্যালান্স শিট) প্রয়োজনীয় তথ্যগুলির যথাযথ পূর্ণপ্রকাশের ওপর নির্ভর করে সংশোধিত (সার্টিফাই) করে। আর বি আই নিরীক্ষা তারই দ্বারা আরোপ করা শর্ত অনুযায়ী বড় অঙ্কের ঋণদান, বিধিবদ্ধ রিটার্ন ও ফেরা আইন লঙ্ঘন সংক্রান্ত নিয়মনীতি মেনে চলার বিষয়গুলির সঙ্গে সম্পর্কিত। আর সরকারি হিসাব নিরীক্ষা অত্যন্ত অনিয়মিতভাবে করা হয় এবং পেনশন দেওয়াও সরকারি খাতে টাকা জমা সংক্রান্ত বিষয়গুলিতেই সীমাবদ্ধ থাকে।

ব্যাঙ্কিং শিল্পে এই নিরীক্ষা প্রথাগতভাবেই করা হয়ে থাকে আর তা অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বাদে বাইরের সংস্থাকে দিয়েই করানো হয়। আর তার উদ্দেশ্য হল ব্যাঙ্কের কাজকর্মের সমস্ত পরিধিতেই সক্রিয় পালনের বিষয়টি মূল্যায়ন করা। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের সার্বিক, সুষ্ঠু পরিচালনার ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার (ম্যানেজ-মেন্ট) কার্যধারার বাস্তব মূল্যায়নের বিষয়টি অনুচ্চারিত থেকে গেছে। ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা (ম্যানেজমেন্ট অডিট) একটি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ বিকাশের ক্ষেত্রে তার ব্যবস্থাপনার সাফল্যের মূল্যায়ন করে। এই মূল্যায়ন ব্যাঙ্কের সার্বিক বিকাশের ছন্দে মধ্যে মধ্যেই একটা বিশেষ সময়ের ব্যবধানে করা উচিৎ। তাতে প্রয়োজনীয় সংশোধনমূলক ব্যবস্থা সঠিক সময়ে নেওয়া যায়।

ব্যাঙ্কগুলিকে মাঝে মধ্যেই কিছু যৌথ প্রতিষ্ঠানিক উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট সময় সীমার মধ্যে হাসিল করতে হয়। আর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে যথোপযুক্ত-ভাবে সক্রিয় থাকতে হয়। ব্যবস্থাপনা - নিরীক্ষার প্রয়োজন হল ব্যবস্থাপনার কার্য-কারিতা ও সাধিত উন্নয়নের গতি ও প্রকৃতির মূল্যায়ন করা। এই নিরীক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যই হল প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য সাধনের বিষয়ে ব্যবস্থাপনার স্বচ্ছলতা, দুর্বলতা, সুযোগ ও সীমাবদ্ধতার (সেথাট) বিশ্লেষণ ও আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা গ্রহণ।

ভারতের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সহ রাষ্ট্রায়ত্ত ও বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি এখনো ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তেমন উদ্যোগী হয়ে ওঠেনি। ১৯৮২ সালে ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক তাদের কিছু শাখায়, পরীক্ষামূলকভাবে, ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষার প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু বেশিদিন চালানো সম্ভব হয়নি। তার কারণ, বেশিরভাগ ভারতীয় ব্যাঙ্ক, উন্নয়নের ব্যাপারে রক্ষণশীল ও ঐতিহ্যের অনুসারী। স্বাভাবিক নিয়মেই ভারতীয় স্টেট ব্যাঙ্ক তার বাইরে নয়। তাই তাদের পরীক্ষামূলক ব্যবস্থার সফলতা আসেনি। তবে সাম্প্রতিক উদারীকরণ বিনিয়ন্ত্রণের পদক্ষেপগুলি ব্যাঙ্কগুলিকে তাদের পরিষেবার ক্ষেত্রে ও কাজের ক্ষেত্রে সম্প্রসারণে আগ্রহী করে তুলেছে। যেহেতু এখন বাণিজ্যিক সাফল্যের মাপকাঠিতেই বিচার হবে রাষ্ট্রায়ত্ত এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলিকে টিকিয়ে রাখার যৌক্তিকতা, সেহেতু আকাঙ্ক্ষা পূরণে সক্ষম হওয়ার জন্য আগেভাগে তাদের

কৌশল নিরূপণ করতে হবে। নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতার আহ্বান (চ্যালেঞ্জ) এবং সুযোগ গ্রহণের আগেই ব্যাঙ্কগুলিকে আত্মসমীক্ষা করে সন্তুষ্ট হতে হবে যে তাদের এ কাজের জন্য যথেষ্ট পরিচালন দক্ষতা আছে। আর এই প্রেক্ষিতেই ব্যবস্থাপনা-নিরীক্ষা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এখনই ব্যাঙ্কগুলির তরফ থেকে যে যে বিষয়গুলির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা দরকার সেগুলি হোল :-

১) ব্যবস্থাপনার নীতি ও পদ্ধতিগুলি মানব সম্পদ (হিউম্যান রিসোর্স) এবং অন্যান্য সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা।

২) সম্পদ সর্বাধিক সুবিধাজনকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে কিনা।

৩) প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্ষমতা ও দায়িত্বের মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা হয়েছে কিনা।

৪) ব্যবস্থাপনার পদ্ধতি ও কাজের মধ্যে দুর্বলতার ও ঘাটতির দিকগুলি গুরুত্বসহ নিরসনের ব্যবস্থা হচ্ছে কিনা।

৫) যে সব পরিস্থিতি ও এলাকার ক্ষেত্রে উন্নতি ঘটানো সম্ভব সেগুলিকে চিহ্নিত করা হচ্ছে কিনা, এবং

৬) পরিবর্তনকে আগে থেকে বোঝার এবং সেই সঙ্গে নতুন চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করার মত গুণগতমান ব্যবস্থাপনার কতটা আছে সে সম্পর্কে মূল্যায়ন করা।

একটি উৎপাদনকারী সংস্থার ব্যবস্থাপনার সক্ষমতা পরিমাপ করা সহজ কারণ তার বিচার, লক্ষ্য (টার্গেট) অর্জনের পরিমাণগত দিকের মূল্যায়নের ওপরেই কেবল নির্ভরশীল। কিন্তু ব্যাঙ্ক যেহেতু একটি পরিষেবা-শিল্প, তাই এইক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা বেশ কঠিন কাজ, কারণ এক্ষেত্রে ফলাফল বিচার করতে হবে কেবলমাত্র পরিমাণগতভাবেই নয়, গুণগতভাবেও। এ বিষয়ে একটা কর্ম ও তার ফল বিশ্লেষক আদর্শ (কজ্ এণ্ড এফেক্ট এ্যানালাইসিস মডেল) খাড়া করতে পারলে বিষয়টির একটি সঠিক ভিত্তি এবং দিক স্থির করা সম্ভব। নিচের বিশ্লেষণ থেকে এর একটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে :

ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষার উপরোক্ত বিষয় বিবেচনা করে ঘাটতির এলাকা এবং সহজে অতিক্রান্ত হতে পারে এমন সম্ভাবনাকে চিহ্নিত করে, নিরাকরণের সম্ভাব্য উপায় নির্দেশ করা প্রয়োজন। সম্ভাব্য উপায় নির্দেশিত হবে বাস্তব বিচারবোধের ওপর এবং ত্রুটি -বিচ্যুতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত টানতে হবে পরিদর্শন ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে। নিরীক্ষকদের হতে হবে কল্পনাশক্তি ও বিশ্লেষণী ক্ষমতাসম্পন্ন। তাদের প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ব্যবস্থাপনার সার্বিক কার্যধারা বিচার করার ক্ষমতা রাখতে হবে। এর জন্য নিরীক্ষা দলটিকে অবশ্যই ব্যাঙ্কের কর্মীবাহিনীর বাইরের লোক দিয়ে গঠন করতে হবে। তবেই বিষয়টি সম্পর্কে যথার্থ পেশাদারী এবং উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা যেতে পারে।

ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে ব্যবস্থাপনার নিরীক্ষা প্রয়োগ করলে কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্য সাধিত হতে পারে সে বিষয়ে একটু আলোচনা করা যাক —

১) সাংগঠনিক কাঠামো : আমরা জানি, একটি বাড়ির স্থায়িত্ব নির্ভর করে বাড়িটির ভিত কতটা মজবুত তার ওপর। ঠিক তেমনি যে কোন পরিষেবা শিল্পে, তার সাংগঠনিক কাঠামোকে দাঁড় করাতে হয় শক্ত ভিতের ওপর। এই ভিত বা ভিত্তিটা কি? সেটা হোল সংগঠন-রীতির সুস্পষ্ট নির্লিপ্তিকরণ। যেখানে, পরিষেবা শিল্পের কর্মচারিদের দায়িত্ব পালনের বাধ্যবাধকতা, কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের পরিধি, এবং কার্যভার অর্পণের কর্তৃত্ব সহ প্রশাসনিক স্তর-বিন্যাস সম্পর্কে সুনির্লিপ্তভাবে বলা থাকবে। পরিচ্ছন্ন সাংগঠনিক কাঠামোতে প্রতিষ্ঠানের কার্যধারা ও ব্যবস্থা অত্যন্ত দৃঢ় হয় এবং ভুল ত্রুটির ফাঁক ফোকরও কম থাকে। ব্যাঙ্ক কর্মকর্তাদের এবিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে ১৯৯২ এর শেয়ার কেলেঙ্কারি, ব্যাঙ্কগুলির সাম্প্রতিক সাংগঠনরীতির ব্যর্থতার (সিস্টেম ফেইলিওর) কথাই প্রমাণ করে নিয়েছে। এবং এই ব্যর্থতারই পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলো শেয়ার দালালেরা। ভারতে ব্যাঙ্কিং শিল্পের ব্যবস্থাপনার যে স্তরবিন্যাস চালু আছে সেটা হোল — (১) হেড অফিস (মুখ্য কার্যালয়) (২) জোনাল/সার্কেল অফিস (আঞ্চলিক কার্যালয়) (৩) রিজিওনাল/ডিভিশনাল (প্রাদেশিক/বিভাগীয় কার্যালয়) এবং (৪) ব্রাঞ্চ অফিস (শাখা কার্যালয়)। গত কয়েক বছরে প্রতিটি স্তরেই কাজকর্ম অত্যন্ত দ্রুতহারে বেড়েছে। তাই কাজকর্মের বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মচারিদের দায়-দায়িত্ব ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের বিষয়টিও গুরুত্বসহ ভাবা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। আবার সেইমতো ব্যবস্থা নিলেও নিচুস্তরের কর্মীদের মধ্যে অর্পিত দায়িত্ব পালনে কিন্তু এখনো যথেষ্ট অনীহা রয়েছে। যেহেতু তারা এতদিন কেন্দ্রীভূত ব্যবস্থার কাজকর্ম করতে অভ্যস্ত ছিলেন সেহেতু তারা কেউই এখন বাড়তি দায়িত্ব নিয়ে কাজকর্ম করতে চাইছেন না। তাই স্বাভাবিক নিয়মেই কাজকর্মের পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় বিলম্ব ঘটছে।

কর্ম	ফল
১। বিলম্বিত গ্রাহক পরিষেবা ও গ্রাহকদের প্রশ্নের উত্তর দিতে বিলম্ব, লেনদেনের অসুবিধাজনক সময় ইত্যাদি।	১। গ্রাহক অসন্তোষ — অভিযোগ বৃদ্ধি, ব্যাঙ্কের ভাবমূর্তির অবক্ষয়।
২। ব্যবস্থাপনার উদাসীন - বিরূপ ও উগ্র আচরণ।	২। কর্মীদের মধ্যে অশান্তি, অসহযোগিতা এবং কাজে মন্থরতা ও শৈথিল্য।
৩। কর্তৃত্ব ও দায়িত্বের যথাযথ প্রশাসনিক স্তর বিন্যাস ও প্রত্যর্পণের অসম্পূর্ণতা।	৩। কার্যপ্রণালীতে প্রতিবন্ধকতা, বিলম্বিত সমাধান ও সিদ্ধান্তে হীনতা।
৪। কর্ম ও কর্মীর যথাযথ সংস্থাপন ও প্রশিক্ষণের অভাব।	৪। কর্মীদের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ও শৃঙ্খলার অভাব। হতোদ্যম কর্মীবাহিনী।

এই ধরনের সমস্যা সমাধানের জন্য ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষকদের নীচুতলার নির্বাহী (এক্সিকিউটিভ)/প্রবন্ধক (ম্যানেজার) দের ওপর অর্পিত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের কতটা তারা ব্যবহার করতে পারছেন এবং কতটুকু ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব তাদের প্রত্যর্পণ করলে তা প্রয়োগে তারা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করবেন সে বিষয়ে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করতে হবে। পাশাপাশি বিলম্বিত সমাধান ও সিদ্ধান্তহীনতা ও যোগাযোগের দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলিকেও চিহ্নিত করে তা কতটা নির্মূল করা যায় সে সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট পরামর্শ দিতে হবে।

২) **নীতি নির্ধারণ :** সঠিক সিদ্ধান্ত ও দ্রুত নিষ্পত্তির তৎপরতা যে কোন বাণিজ্যিক সংস্থার লাভের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত। নীতি নির্ধারণ বলতে বিভিন্ন পর্যায়ে কর্মরত কর্মীদের ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডের সাথে সংশ্লিষ্ট স্তরের প্রধানদের কাজের সমন্বয়কে বোঝায়। যে কোন ক্ষেত্রে উন্নত ও দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য প্রত্যেক সংস্থাই উপযুক্ত ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে সংস্থাপিত করতে চায়, কিন্তু সব সময়ে সেটা সম্ভব হয় না। ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষায়, বিবেচনা করতে হবে প্রতিটি স্তরের কর্মচারীদের নির্বাহ-যোগ্যতার মান। বিশেষত স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে যেমন পার্সোনেল ডিপার্টমেন্ট (কর্মচারী সম্পর্কীয় বিভাগ), ক্রেডিট এ্যাপ্রেসাল (ঋণ পরিশোধের সামর্থ মূল্যায়ন) এবং গ্রাহক রিলেসান (জনসংযোগ) ইত্যাদি। যেহেতু সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের বিষয়টি বর্তমান কার্যভার অর্পণের পর্যায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত, তাই যেখানে পূর্বে ছিল ওপরওয়ালার ব্যাপক তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ, অন্যভাবে বলা যায় ক্ষমতা অধিকার ছিলো কুক্ষিগত, সেখানে লক্ষ্য রাখতে হবে ক্ষমতা প্রত্যার্পণের বিষয়টি সংশ্লিষ্ট ব্যাঙ্কের ক্ষেত্রে কতটা কেন্দ্রীভূত এবং কতটা বিকেন্দ্রীভূত হওয়া বাঞ্ছনীয় গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে, গ্রাহকদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত করতে প্রত্যর্পিত ক্ষমতা ও অধিকার প্রয়োগের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং কর্মক্ষমতা সংশ্লিষ্ট কর্মচারিদের কতটা আছে সে বিষয়েও নিরীক্ষকদের নজর দিতে হবে। এমনও দেখা গেছে কর্মক্ষম নির্বাহী/প্রবন্ধকেরা অনেক সময়ে কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা থাকা স্বত্বেও যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করতে পারছেন না। কিন্তু অবাস্তবিক, অনভিপ্রেত, অপ্রাসঙ্গিকতা তাদের উন্নত-কর্মক্ষমতাকে পঙ্গু করে দেয় ফলে তারা হতোদ্যম হয়ে পড়েন। নিরীক্ষক যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও রূপায়ণের ক্ষমতা মূল্যায়ন করবেন,তখন নিশ্চিত হতে হবে যে, কার্যক্ষেত্রে যে ব্যর্থতা দেখা যায় তা বাস্তবিকই ব্যক্তিগত অক্ষমতার জন্য না সাংগঠনিক দুর্বলতার জন্য। তাই আধিকারিকদের যোগ্যতা নির্ধারণের জন্য প্রয়োজন যথার্থ পেশাদারী এবং বিজ্ঞানভিত্তিক মূল্যায়ন পদ্ধতি।

৩) **মানব-সম্পদ উন্নয়ন :** ব্যাঙ্কিং কার্যধারার বেশির ভাগটাই মানববর্মী। ব্যাঙ্কের সার্বিক উন্নতিসাধনে বিভিন্ন স্তরের কর্মরত কর্মচারিদের অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই কাজের অবদানকে অনুভব করতে হলে তাদের কাজের পরিবেশ ও মানসিকতার স্তরকে সর্বদা উন্নত পর্যায়ে ধরে রাখতে হবে। উন্নয়নের স্তরকে আরো কতটা উন্নীত করা যায় সেটা বিবেচনা করে দেখার দায়িত্ব ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষকের। নিরীক্ষকদের এ বিষয়ে বিশেষ তৎপর হতে হবে যাতে বেতনভোগী ব্যাঙ্ক কর্মীদের কাছ থেকে তাদের সর্বোৎকৃষ্ট কাজ ও অবদান আদায় করা যায়। এরজন্য নিয়োগ পদ্ধতি থেকে শুরু করে প্রশিক্ষণ, বেতন ,পদমর্যাদা বাড়ানোসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা প্রভৃতি বিষয় ছাড়াও কাজের পরিবেশ বজায় রাখার ওপরও নজর দিয়ে সেই অনুযায়ী পরিকাঠামো গঠনের বিষয়টিকেও নিরীক্ষার বিবেচনার মধ্যে রাখতে হবে। এছাড়াও বদলিনীতি (ট্রান্সফার-পলিসি), পেশাগত জ্ঞানের ওপর বিশেষ গুরুত্ব, দৃষ্টান্তমূলক কাজের যোগ্যতার জন্য উৎসাহভাতা প্রদান সহ যোগ্য ব্যক্তিকে সঠিক স্থানে সংস্থাপণ করা ইত্যাদি বিষয়কেও নিরীক্ষার পরিধির মধ্যে বিবেচনা করতে হবে।

৪) **আর্থিক স্বয়ম্ভরতা :** নয়া অর্থনীতির আঙিনায়, ব্যাঙ্কিং শিল্পে, 'লাভজনক' অবস্থানকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, এই কারণেই ব্যবস্থাপনা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা আজ আবশ্যিকভাবে উপলব্ধির মধ্যে এসেছে। যে কোন আর্থিক সংস্থার কাছে, লাভ এবং উৎপাদনশীলতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাই ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সুস্বাস্থ্যের জন্য ব্যবস্থাপনা-নিরীক্ষা অত্যন্ত জরুরি। যে কোন আর্থিক সংস্থার উৎকর্ষ তার কর্ম বন্টন (Job allocation) এবং কার্য-সম্পাদনের (অপারেশন) দক্ষতার বিচারে স্থির হয়। বন্টনের দক্ষতা বলতে বোঝায় বিভিন্ন চাহিদার মধ্যে থেকে সঠিক নির্বাচনের মাধ্যমে বন্টন, আর ব্যাঙ্ক ব্যবস্থায় কার্যসম্পাদনের দক্ষতা মাপা হয় ঋণ এবং আমানতের মধ্যে সুদের হারের পার্থক্য দিয়ে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলিকে সামাজিক দায়িত্ব পালনের জন্য অগ্রাধিকার ক্ষেত্রে ঋণ দিতে হয়, সরকার ঘোষিত বিভিন্ন কর্মসূচিতেও (এন আর ওয়াই, আই আর ডি পি, সেরুপ, সেপাপ ইত্যাদি) সুবিধাজনক সুদে ঋণ দিতে হয়। ফলে লাভের পরিমাণ হ্রাস পায়। নিরীক্ষার সময়ে নিশ্চিত হতে হবে কোন স্তর পর্যন্ত ব্যাঙ্কের লাভ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং কৃষিক্ষেত্রসহ অলাভজনক পরিষেবার ক্ষেত্রে এই ক্ষয় কতটা ভরতুকির মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব। এই স্পর্শকাতর এবং গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ক্ষেত্রটির কথা বিবেচনা করে, লাভজনক ক্ষেত্রগুলিকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নির্ধারণ করা ব্যবস্থাপনার একটি উল্লেখযোগ্য কাজ। এই বিষয়ের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত রয়েছে চলতি বাজার-কৌশল যা ব্যাঙ্কের লাভবৃদ্ধির ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা — প্রতিবেদন ও সময়কাল : নিরীক্ষা প্রতিবেদনে অবশ্যই বাস্তবধর্মী, বিশ্লেষণাত্মক এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য উপযুক্ত উদ্দীপক ব্যবস্থাদি গ্রহণের কথা বলা থাকবে। ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানের সঠিক নিয়ন্ত্রণের জন্য, প্রতিষ্ঠানের দুর্বলতার স্পষ্ট উল্লেখ প্রতিবেদনে থাকবে। প্রতিবেদনে নিছক সমস্যার কথা উল্লেখ করাই এই নিরীক্ষার উদ্দেশ্য নয়। এই নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে সংস্থার স্বার্থরক্ষার জন্য যা যা করণীয় প্রতিবেদনে তারও পরিষ্কার উল্লেখ থাকবে। ব্যাঙ্ক পরিচালনার ক্ষেত্রে যেহেতু বিভিন্ন ব্যাঙ্কের দৃষ্টিভঙ্গী ও অবস্থান স্বতন্ত্র, সেহেতু ব্যাঙ্কে ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে নিরীক্ষার সময়কাল এবং প্রতিবেদন পেশের একটি আদর্শ নিয়ম গঠন করা প্রয়োজন। কোন প্রতিষ্ঠানের প্রচলিত পদ্ধতিকে রাতারাতি

পরিবর্তন করা সম্ভব নয় এবং তা বিজ্ঞান-সম্মতও নয়। তাই কার্যকরী ব্যবস্থাপনা-নিরীক্ষার স্বার্থে, ব্যাঙ্কিং প্রতিষ্ঠানে দুই অথবা তিন বছর অন্তর এই নিরীক্ষা সম্পাদনের কথা ভাবা যেতে পারে।

ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষার দুর্বলতা ঃ- ব্যবস্থাপনা-নিরীক্ষাকে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার ত্রুটিগুলির ক্ষেত্রে এক সর্বরোগহর বটিকা হিসেবে বিবেচনা করা ঠিক নয়। অন্তর এটা কোন আলাদীনের আশ্চর্য প্রদীপও নয় যার সামনে ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সমস্যাগুলিকে মেলে ধরলে সব মুস্কিলের আসান হবে। এই নিরীক্ষা পদ্ধতিতে ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপকগণ বড়জোর জানতে পারবেন কোন কোন ক্ষেত্রে পরিচালনগত ত্রুটি রয়েছে, কোথায় কোথায় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে গ্রাহক পরিষেবার ক্ষেত্রে আরো দ্রুত সফলতা আসবে। এই নিরীক্ষা পদ্ধতির প্রধান দুটি দুর্বলতা হোল প্রথমত, এখনো পর্যন্ত ব্যবস্থাপনাগত কার্যধারার দক্ষতা মূল্যায়নের নির্দিষ্ট কোন মাপকাঠি অবিষ্কৃত হয়নি। তাই মূল্যায়ন পদ্ধতির প্রয়োগ এই মুহূর্তে সব ব্যাঙ্কে একই রকম করাও সম্ভব নয়। কারণ বিভিন্ন ব্যাঙ্কের কাজের পরিবেশও ভিন্ন ধরনের। দ্বিতীয়ত, উপযুক্ত নিরীক্ষকের অভাব। ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষার সঙ্গে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষার মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তাই ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষার ক্ষেত্রে নিরীক্ষকদের অবশ্যই সংশ্লিষ্ট বিষয়ে উচ্চমাপের ধারণাশক্তি এবং বিশ্লেষণী ক্ষমতা থাকবে। পাশাপাশি তাদের ব্যাঙ্কিং কার্যধারা সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞান সম্পন্ন হতে হবে। ব্যবস্থাপনার কার্যধারা মূল্যায়নে পেশাগতভাবে সক্ষম ব্যাঙ্কিং জ্ঞানসম্পন্ন, বিচক্ষণ, বুদ্ধিদীপ্ত এবং কল্পনাশক্তিসম্পন্ন নিরীক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে এই দুর্বলতা কাটিয়ে তোলা যেতে পারে।

গত কয়েক বছরে ব্যাঙ্কিং শিল্পে যে দ্রুত পরিবর্তন এসেছে তার সাক্ষ্য বহন করেছে বর্তমান ব্যাঙ্কিং কার্যধারায়। এখন ভারতের ব্যাঙ্কগুলি ক্রমবর্ধমান প্রতিযোগিতার মধ্যে রয়েছে। বর্তমানে কেবলমাত্র সংখ্যা ও কলেবরে বৃহৎ ব্যাঙ্কগুলিই যে নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা করবে তাই নয়, নতুন ধারণ প্রতিযোগী আসবে আধুনিক প্রযুক্তি নিয়ে, যাদের অতীত দিনের সঞ্চিত সমস্যাগুলি থাকবে না। তারা নামি-দামি বৌথ সংস্থা, উচ্চমূল্যের ব্যবসা, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি সর্বাধিক লাভজনক ক্ষেত্রগুলিকে অধিকার করতে চাইবে।

প্রতিযোগিতা বৃদ্ধির আবহাওয়ায় গ্রাহকেরা পছন্দ করার যথার্থ ক্ষেত্র পাবে। ব্যাঙ্কগুলিও গ্রাহকদের অনেক বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য হবে। ব্যাঙ্কের অস্তিত্ব যে গ্রাহকদের উপরে নির্ভরশীল এই উপলব্ধি পরিচালন ব্যবস্থার একটা বিরাট পরিবর্তনকে অপরিহার্য করে তুলবে। নিয়মকানুনে শিথিলতা সহ ব্যাঙ্কিং ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য ব্যাঙ্কগুলিকে আরও স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনার সুযোগ দিতে হবে। তাতে ব্যাঙ্কগুলি পরিবেশগত পরিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে লাভের পরিধি বাড়ানোর দিকে পা বাড়াবে সাথে সাথে শ্রীবৃদ্ধির স্বার্থে ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে যদি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারে, তাহলে একবিংশ শতাব্দীতে ব্যাঙ্কিং শিল্পসহ জাতীয় অর্থনীতিও উপকৃত হবে।

ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষার পরিক্রমায় পশ্চিম-বঙ্গের সহকারী সমবায় ব্যাঙ্কসমূহ বর্তমানে প্রচলিত নিরীক্ষা ব্যবস্থা কেমন সে সম্পর্কেও একটু আলোচনা করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গীয় সমবায় আইন ১৯৮৩-র ৯০ ধারা অনুযায়ী প্রতিটি সমবায় ব্যাঙ্কের হিসাবপত্র পরীক্ষা করার জন্য প্রত্যেক সমবায় বছরে (১ এপ্রিল শুরু, ৩১ মার্চ শেষ) নিরীক্ষা অধিকর্তা তার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণা-ধীনের অফিসারদের মধ্য থেকে বা নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত অডিটরদের তালিকা থেকে অডিট অফিসার স্থির করবেন। নিরীক্ষকদের এই তালিকায় অন্যান্যদের মধ্যে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট ছাড়াও ১৯৪৯ সালের কস্ট্ অ্যান্ড ওয়ার্কস্ অ্যাকাউন্টস্ আইন অনুসারে গঠিত ইনস্টিটিউট অব কস্ট এ্যান্ড ওয়ার্কস্ অ্যাকাউন্ট্যান্ট অব ইন্ডিয়ার সদস্যগণ থাকবেন।

সমবায় আইন অনুযায়ী নিরীক্ষা বলতে বোঝাবে বাৎসরিক নিরীক্ষা (অ্যানুয়াল অডিট), চলমান নিরীক্ষা (রানিং অডিট) এবং পুনর্নিরীক্ষা (রি-অডিট)। অর্থাৎ প্রতিটি সমবায় বছর ভিত্তিক নিরীক্ষাকে বলা হয় বাৎসরিক নিরীক্ষা। একটি সমবায় বছরের মধ্যে নিরীক্ষা অধিকর্তা কর্তৃক নির্দিষ্ট মাসিক বা ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রের নিরীক্ষাকে বলা হয় চলমান নিরীক্ষা, এবং ব্যাঙ্কের হিসাবপত্রের পূর্বকৃত নিরীক্ষার গুণ বা মান নির্দিষ্ট করার উদ্দেশ্যে পুনর্বার নিরীক্ষাকে বলা হয় পুনর্নিরীক্ষা। এই নিরীক্ষার মধ্যে থাকে অনাদায়ী ঋণ থাকলে তার পরীক্ষা, নগদ তহবিল (লিকুইড ক্যাশ) ও প্রতিভূতিসমূহের (সিকিউরিটি) সত্যাখ্যান এবং সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পরিসম্পৎ (অ্যাসেট) ও দায়িত্ব-সমূহের (লাইয়াবিলিটিস) মূল্যায়ন ও নিয়মাবলীতে নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়সহ ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ব্যাঙ্কিং রেগুলেশন এ্যাক্ট ১৯৪৯ এর সমবায়সমূহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধি শর্তগুলি। সমবায় ব্যাংকের ক্ষেত্রে এই নিরীক্ষাকেই বলা হয় স্ট্যাটুটরি অডিট (সাংবিধিবদ্ধ নিরীক্ষা)।

ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের শহরাঞ্চলীয় ব্যাঙ্ক বিভাগ (আর্বান ব্যাঙ্ক ডিপার্টমেন্ট, সংক্ষেপে ইউবিডি) প্রতি দুই বছর অন্তর সমবায় ব্যাঙ্ক পরিদর্শনের মাধ্যমে বিধিবদ্ধ রিটার্ন দাখিল করা, বিভিন্ন রিজার্ভব্যাংকের জারি করা নির্দেশিকাগুলি সঠিকভাবে পালন করা, পূর্বকৃত নিরীক্ষার কাজ করে থাকে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের এই দ্বি-বার্ষিক পরিদর্শনে, রাজ্যের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি কয়েক বছর আগে পর্যন্ত অত্যন্ত উপকৃত হোত। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পরিদর্শকদের কাছ থেকে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি আগে প্রকৃতই বন্ধু, দার্শনিক এবং পথ প্রদর্শকের মত আচরণ পেত। তারা ব্যাংকের দুর্বলতার দিকগুলি সংশোধন করে নিতে যেমন সচেষ্ট থাকতেন, প্রতিষ্ঠানের উন্নতির জন্যও তেমনি নানাধরনের পরামর্শদানে ব্যাঙ্কের পর্ষদকে সমৃদ্ধ করতেন। সাম্প্রতিক কালের বিভিন্ন পরিদর্শনের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তার পূর্ব অবস্থান থেকে অনেকটা সরে এসেছে। ব্যাঙ্কিং কার্যধারার খুঁটিনাটি সমস্যাকে প্রতিবেদনে বড় করে দেখানো হয়েছে। গ্রাহক পরিষেবার দুর্বলতার দিক উল্লেখ করে সমালোচনা করা হচ্ছে। বিভিন্ন সময়ে জারি করা রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকার লক্ষ্যে গুরুত্ব সহকারে

দেখা হয় তাহা নির্দেশিকাগুলি পালন করার মতো পরিবেশ বা পরিকাঠামো সমিতি ব্যাঙ্কের আছে কিনা, না থাকলে কি ভাবে তা করা উচিৎ সে সম্পর্কে প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকে না।

অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত বা বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মতই কিছু শহরে সমবায় ব্যাঙ্কগুলি নিজস্ব পরিদর্শন বিভাগ অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষার কাজ করে থাকে। যে কয়েকটি সমবায় ব্যাঙ্ক আর্থিক দিক থেকে সুদৃঢ় তাদের মধ্যেই এই অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ।

শহরে সমবায় ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা সম্পর্কে সমবায় আইনে স্পষ্ট করে কিছু না বলা থাকলেও আইনের ১০ ধারার (১এ) উপধারায় স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, জনস্বার্থে রাজ্য সরকারের যদি মনে হয় কোন বিশেষ সমবায় সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমবায়সমূহের ব্যবস্থাপনায় সুদৃঢ় ব্যবসায়িক নীতি বা প্রচা বাণিজ্যিক প্রয়োগবিধি নিশ্চিত করার জন্য ব্যক্তিভিত্তিক নিরীক্ষা (ফ্রস্ট অডিট) বা সম্পাদন ভিত্তিতে নিরীক্ষা (পারফরম্যান্স অডিট) বা দুই-ই করা দরকার তাহলে সমবায় বছর শেষ হওয়ার কমপক্ষে একমাস আগে সংশ্লিষ্ট সমিতি বা শ্রেণীভুক্ত সমিতিসমূহের ক্ষেত্রে নির্দেশ উল্লিখিতভাবে ফ্রস্ট অডিট বা পারফরম্যান্স অডিট বা দুইপ্রকার অডিটই করার আদেশ রাজ্য সরকার দিতে পারেন।

সমবায় আইনের উপরোক্ত ধারার সম্পাদনভিত্তিক নিরীক্ষা সম্পর্কে যে গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে তা পশ্চিমবঙ্গের সমবায় ব্যাঙ্কগুলি সর্বাংশে কার্যকরিত হলে সমবায় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সংঘটিত হবে। সমবায় ব্যাঙ্কগুলিও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব মুখ্য নির্বাহীর (চিফ-এক্সিকিউটিভ) উপর ন্যস্ত থাকে ব্যবসায়িক স্বার্থেই প্রয়োজন সমবায় ব্যাঙ্কগুলির পর্ষদ অভ্যন্তর পরিচালন সূত্র নির্ধারণ করে সুদূরপ্রসারী নির্দেশনামের মধ্যে তাঁদের কার্যকর্ম সীমাবদ্ধ রেখে যদি দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার হস্তক্ষেপ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখে তাহলে তা হবে শোভন ও সঙ্গত। পেশাদারী ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের দ্বারা উপযুক্তভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ ও কর্মঠ বেতনভুক্ত কর্মচারিদের মধ্যে পদানুসারে দৈনন্দিন ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ন্যস্ত করলে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কার্যকর্মের ধারা গঠনমূলকভাবে উন্নত হবে। পেশাদারী ব্যবস্থাপনায় প্রতিষ্ঠিত হলে তার ভুল-ত্রুটি সংশোধন কার্যকর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বহাল রাখার ব্যাপারে বোর্ড (পর্ষদ) গতিশীল ভূমিকা নিতে পারে। তাই সমবায় আইনের ২৭ ধারায় ব্যবস্থাপক কমিটিকে (ম্যানেজিং কমিটি) পরিচালন বা নির্দেশক পর্ষদ (বোর্ড অব ডাইরেক্টরস) হিসাবে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যদি পরিচালন বা নির্দেশক পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকে তাহলে সমবায় ব্যাঙ্কগুলির কার্যকর্ম যেভাবে আভ্যন্তরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাটাই অবহেলা হয়ে পড়ে। তখন ক্ষমতার অপব্যবহার রোধ করা ও কায়েমী স্বার্থ বিলোপ সাধনের জন্য নিবন্ধককে সমবায় সংগঠনের স্বার্থরক্ষায় অনেক হস্তক্ষেপ করতে হয়। সাম্প্রতিক উদাহরণ ও বিনিয়ন্ত্রণের প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থে আশা করা, যাতে প্রকৃত শহরে সমবায় ব্যাঙ্কের ব্যবস্থাপকমণ্ডল . রক্ষণশীল ঐতিহ্যের অনুসারী না হয়ে বর্তমান পরিবর্তনের আবহাওয়ায় নিজেদের মানিয়ে নেবেন। ব্যবস্থাপনা নিরীক্ষা প্রবর্তনের জন্য প্রথমিক পর্যায় ব্যাঙ্কের কার্যবাহিনীর বাইরে লোক নিয়ে নিরীক্ষকমণ্ডল গঠন করবেন যাতে বিষয়টি সম্পর্কে যথার্থ পেশাদারী এবং উন্নয়নমূলক দৃষ্টিভঙ্গী আশা করা, যাবে। পরে অবশ্য ব্যাঙ্কের স্বার্থে কর্মীদের মধ্যে থেকে নিজস্ব কর্মীবাহিনী (কোর-টাস্ক-গ্রুপ) গড়ে তোলা দরকার যাতে কিছু সময় অতিরিক্ত হওয়ার পর, এই কাজের ভার তাদের উপর দেওয়া যেতে পারে যখন এই নিরীক্ষাপদ্ধতি ব্যবস্থাপনার কাজের একটা নিবিড় অঙ্গ হয়ে পড়বে।

কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা

কেন্দ্রিয় গ্রামীণ ও কৃষিমন্ত্রী ডঃ জগন্নাথ মিশ্র সম্প্রতি বলেছেন কেন্দ্র নীতিগতভাবে শীঘ্রই কৃষিকে শিল্পের মর্যাদা দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

ডঃ মিশ্র বলেন, এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে মন্ত্রকের এই অধিবেশনেই প্রস্তাবটি কার্যকর করার উদ্যোগ নেওয়া হবে তাছাড়া একটি মডেল কো অপারেটিভ বিলও আনা হবে। উদ্দেশ্য, সরকারি নিয়ন্ত্রণের বাইরে সমবায়গুলি পরিচালনার ভিত্তিতে যাতে আরো গণতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করে উন্নয়ন ঘটাতে পারে। বর্তমানে চলতি ১৯৯৪ সালের মধ্যে স্টেট কো-অপারেটিভ সোসাইটিজ অ্যাক্ট পরিবর্তনের জন্যও বিল আনা হবে। এরও উদ্দেশ্য সমবায়ের কাজকর্মে আরো উন্নতি ঘটানো।

প্রসঙ্গত ডঃ মিশ্র আরো বলেন, কেন্দ্র প্রয়োজন হলে সংবিধানের সংশোধনী এনে সমবায় পরিচালনায় স্বশাসন ও গণতন্ত্রীকরণের পথ পরিষ্কার করবে। (সৌজন্যে বিজনেস লাইন ২১-২-৯৩)

ক্ষুদ্র চাষিদের সেবায় জেলার বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক

নদীয়া ডিস্ট্রিক্ট সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

হেড অফিস

কৃষ্ণনগর ■ নদীয়া

জেলার বিভিন্ন অংশে ১৫ টি শাখা আছে

কৃষিতে লগ্নি	ঃ	৯৯০.০০ লক্ষ টাকা
আমানত	ঃ	২৭৮৬.৪২ লক্ষ টাকা
শেয়ার	ঃ	২৩০.৮৫ লক্ষ টাকা
গ্রামীণ শিল্পে লগ্নি	ঃ	৪৪৪.৬৯ লক্ষ টাকা

নূতন হারে আকর্ষণীয় সুদ, অন্যান্য ব্যাঙ্ক-এর তুলনায় ১/২ শতাংশ বেশি
সেফ ডিপোজিট লকারের সুবিধা আছে।

● আপনার টাকা ভারত সরকারের আমানত বিমা প্রকল্পের অধীন ●

(কেন্দ্রীয় সরকারের পুনঃগঠিত সমবায় উন্নয়ন প্রকল্পের (আই সি ডি পি) মাধ্যমে
জেলার সমবায় সমিতির ও তাদের সদস্যদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রতী এই ব্যাঙ্ক)

গ্রামোন্নয়নে কৃষি শিল্প উদ্যোগ

অসিতবরণ নাথ

লেকচারার, ইকমার্ড, কলকাতা

গ্রামের সার্বিক উন্নয়নের কথা ভাবতে গেলে শুধুমাত্র কৃষিকাজকেই গুরুত্ব দিলে চলবে না। কৃষিকাজের গুরুত্বের পাশাপাশি কৃষি শিল্প উদ্যোগ নিয়েও সমান গুরুত্ব আরোপ করা দরকার। আমাদের বাঁচার মূল উৎস চিরদিনই গ্রাম বা গ্রামভিত্তিক। আর গ্রামের কথা বলতে গেলে যা মনের মধ্যে চট্ করে আসে, তা কৃষি। মানুষ বাঁচার তাগিদে কৃষিকে হলকর্ষণ করে যে ফসল উৎপাদন করে সে কাজটাই কৃষিকাজ, যা ভারতের সত্তর ভাগ গ্রামাঞ্চলে গ্রামবাসী নিজেরাই করে থাকেন।

স্বাধীনোত্তর সময়ে ক্রমশ জনবহুলতার চাপে শহর ব্যাপকভাবে গ্রামকে গ্রাস করতে উদ্যত হয়েছে এবং নানা আর্থসামাজিক প্রয়োজনে এবং শিল্প মনস্কতার ফলশ্রুতিতে কৃষি কাজের পাশাপাশি গড়ে উঠছে নানা কৃষি-ভিত্তিক শিল্প ও শিল্প উদ্যোগ যার প্রয়োজন ও অবদান কোনোটাই অস্বীকার করার উপায় নেই।

কৃষি শিল্প উদ্যোগ নানা ধরনের হতে পারে। আমাদের গ্রামাঞ্চলে সবচেয়ে প্রাধান্যমূলক কাজ হল কৃষিকাজ, যা মূলত ধানের চাষ। তারপর পাট, আখ, গম, সরষে ইত্যাদি। এছাড়া বিবিধ ফল-মূলের চাষ তো রয়েছেই। আনারস, আম, পেয়ারা, লিচু, কাজুবাদাম। চায়ের চাষ ও চা-বাগানও বৃহত্তর কৃষিরই অঙ্গ। এই সমস্ত ধরনের কৃষি-কাজ জড়িয়েই নতুন নতুন কৃষি-শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলা সম্ভব। কেননা, নিয়ত বর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার চাপেই হোক বা অন্যকোন কারণেই হোক আমাদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য তলায় এসে ঠেকেছে। সেই সঙ্গে বেকার শ্রমিক, কৃষি শ্রমিক কিংবা শ্রমবিহীন তরুণ - তরুণীর সংখ্যা প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে। আমাদের বাঁধাধরা শিল্প বা সরকারি, বেসরকারি প্রস্তুত এদের শ্রম-প্রদানে অপারগ। আর, আরেকটি কারণ, ক্ষতি অবশ্য উল্লেখ করা যায়, আমাদের যে হারে কৃষিতে উৎপাদন হয়, সেই হারে তার প্রক্রিয়াকরণ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থাও থাকা দরকার, সেইজন্যও কৃষি শিল্প উদ্যোগের প্রয়োজন। বেশি সময় দেখা গেছে, ফল-মূল, কাঁচা সবজি, পান প্রভৃতি সংরক্ষণের অভাবে নষ্ট হয়ে যায়। চাষিরা অভাবজনিত কারণে প্রতি অল্প মূল্যে সেগুলো বিক্রি করে দিতে বাধ্য হন। কিন্তু যদি কোন স্টোরেজ বা সংরক্ষণ কেন্দ্র থাকে, তাহলে অন্তত সেগুলো সেভাবে নষ্ট হয় না। উপরন্তু, ব্যবহারের অধিক সামগ্রী সংরক্ষণ করে সেগুলো তারা অনায়াসে দেশি-বিদেশি বাজারে অধিকমূল্যে বিক্রি করতে পারবেন, যাতে তাদের আর্থিক সচ্ছলতা ও উন্নয়ন সুটোই হতে পারে।

কৃষি শিল্প উদ্যোগ ধান, গম ইত্যাদি থেকেই শুরু করা যেতে পারে। যেমন, ধান ও গমকে কেন্দ্র করে ধান-কল কিংবা গম-ভাঙা কল, তারপর সরষে কেন্দ্রিক ঘানি বা সরষে-তেলের মিল, পাটকে কেন্দ্র করে জুট মিল বা মিনি জুট মিল, আখকে কেন্দ্র করে চিনি-কল বা সুগারকেন ক্রাশিং। ফল-মূল যেমন, আম আনারসকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন কৃষি প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, পানকে কেন্দ্র করে পান সংরক্ষণ ইত্যাদি কেন্দ্র বা শিল্প উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।

এবার একটি টেক্‌নিক্যাল ব্যাপারে আলোচনা করা দরকার। তাহল প্রত্যেক শিল্প-উদ্যোগ নিতে গেলেই দুটো জিনিস ভেবে রাখা দরকার। ব্যাকিং-এর পরিভাষায় যাকে বলা হয়, Backward linkage এবং Forward Linkage . মোদ্দা কথায়, যে ধরনের শিল্প-উদ্যোগ গড়ে তোলা হবে, প্রথমে দেখে নিতে হবে :- (ক) কাঁচা মাল সংগ্রহ সম্ভবপর কিনা, (খ) যোগাযোগ ব্যবস্থা কিরূপ আছে (গ) বৈদ্যুতিকরণ হয়েছে কিনা (ঘ) টেক্‌নিক্যাল সাহায্য পাওয়া যাবে কিনা এবং (ঙ) দক্ষিত শ্রমদানকারী আছেন কিনা; পরবর্তীকালে, প্রকল্প-উত্তর সময়ে দেখতে হবে :- বাজারজাত করার সমস্যা হবে কিনা, (খ) গ্রামীণ বিপণন কেন্দ্র ইত্যাদি এলাকা রয়েছে কি না এবং (গ) উদ্বৃত্ত দ্রব্য সুষ্ঠুভাবে বাজারজাত করা যাবে কি না প্রভৃতি।

কৃষি শিল্প-উদ্যোগে যাবার আগে অবশ্যই বড় যে প্রশ্ন প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে তা হল অর্থ। যে কোন শিল্প-উদ্যোগ, তা ছোট হোক চাই বৃহৎ হোক, অর্থ বা মূলধন হচ্ছে আসল সমস্যা। তবে আরেকটি কথা বলে রাখি যে, সমস্যা যেমন রয়েছে — তেমনি তার সমাধানও অবশ্যই আছে। বিগত ত্রিশ বছরেরও বেশি সময় পশ্চিমবঙ্গে সমবায় ভূমি উন্নয়ন ব্যাঙ্ক, যা হাল-আমলের Co-Operative Agriculture & Rural Development Bank নামে খ্যাত মূলধন সমস্যার সমাধানে তারা কিন্তু বিশেষভাবে অগ্রণী ভূমিকায় রয়েছেন। সমস্ত রাজ্যে তাদের দুটি শাখা (দার্জিলিং ও পুরুলিয়া) এবং চব্বিশটি প্রাইমারি এ আর ডি বি ছড়িয়ে আছে যা এই সমস্যা সমাধানে সহায়ক হবে। নাবার্ড, ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর এগ্রিকালচার এণ্ড রুরাল ডেভালাপমেন্ট এই ব্যাপারে এ আর ডি বি গুলোকে রি-ফিনান্স করে থাকেন।

এবার কতকগুলো প্রশ্নোত্তর দিয়ে বিষয়টিকে খোলসা করার চেষ্টা করছি।

প্রথম প্রশ্ন. ব্যাঙ্ক থেকে মূলধন ঋণ হিসেবে করা পেতে পারেন? **উত্তর.** কৃষি এ কৃষিবিদের কাছে নিযুক্ত কিংবা এ বিষয়ে পূর্ব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন যে কোন ব্যক্তি এই ঋণ পাবার যোগ্যতা রাখেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন. ঋণের পরিমাণ কত হতে পারে? **উত্তর:** এসব ক্ষেত্রে বাঁধা ধরা কোন পরিমাণ নেই। পরিকল্পনার প্রয়োজন অনুযায়ী, ঋণের পরিমাণ নির্ধারিত হয়। তবে যে পরিকল্পনা বা স্কিম তৈরি করা হবে, তা যেন অবশ্যই অনুমোদিত হয়, বিস্তারিত হয়, সঠিক এবং বাস্তবানুগ হয়।

তৃতীয় প্রশ্ন : এসব ক্ষেত্রে সুদের হার কি

হতে পারে?

উত্তর : ঋণের হার ঋণের পরিমাণ অনুসারে নির্ধারিত হয়। তবে রাজ্যের এ আর ডি বি জাতীয় প্রতিষ্ঠান মোটামুটি শতকরা বারো থেকে সাড়ে বোল টাকা হারে সুদ নিয়ে থাকেন। সুদের হার অবশ্যই ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশ অনুসারে পরিবর্তন সাপেক্ষ। আর এই সুদ সবসময়ই সরল সুদ, অর্থাৎ সুদের ওপর আর কোন সুদ চাপানো হয় না।

চতুর্থ প্রশ্ন : এই ধরনের ঋণ পেতে গেলে সাধারণত কি করতে হবে?

উত্তর : এই ধরনের ঋণ নিতে গেলে সাধারণত যা করতে হবে, তা হল ক্ষুদ্র ও গ্রামীণ কৃষি উদ্যোগের সঙ্গে যুক্ত এবং এ বিষয়ে পূর্ব-অভিজ্ঞতা রয়েছে, এরূপ ব্যক্তিকে ব্যাঙ্কের নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত করতে হবে। দরখাস্তকারীর নিজের নামে কৃষি জমি, বা কিছু জমি থাকা আবশ্যক, যদি তিনি এ আর ডি বি থেকে লোন নিতে চান, কেননা সেই জমি প্রয়োজন হলে বন্ধক হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। দরখাস্তের সঙ্গে জমির সমস্ত কাগজ, যেমন পরচা ও দলিল, খাজনার রসিদ ইত্যাদি, ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। যে প্রকল্পে ঋণ প্রয়োজন, সেই প্রকল্পটি জেলাকৃষি অধিকর্তা কিংবা জেলা শিল্প কেন্দ্র অনুমোদন করিয়ে দরখাস্তের সঙ্গে জমা দিতে হবে। এছাড়া দরখাস্তের সঙ্গে দরখাস্তকারীর পাসপোর্ট আকারের ছবিও জমা দিতে হবে।

পঞ্চম প্রশ্ন : প্রকল্পের জন্য ঋণের ব্যবস্থা করতে গেলে কি রকম খরচা হবে?

উত্তর : খরচ সামান্যই হয়। দরখাস্ত ফরমের দাম, নির্দিষ্টহারে স্ট্যাম্প খরচ, পরিদর্শন খরচ, ইত্যাদির জন্য যা দরকার। সব মিলিয়ে খরচা সামান্যই হয়ে থাকে। তবে তিনি যদি Co-operative Agriculture & Rural Development Bank থেকে ঋণ পেতে চান, তবে তাকে অবশ্য সমবায় আইনানুসারে সামান্য কিছু মূল্যের শেয়ার বা অংশীদারী কিনতে হতে পারে। আইন অনুসারে ঋণ শোধ হয়ে গেলে এই শেয়ারের টাকা তিনি ফেরৎ নিতে পারবেন। তাছাড়া ঋণ স্বাকাকালীন সময়ে শেয়ার থাকলে, ব্যাঙ্কের লাভ হলে, আনুপাতিক হারে তিনি কিছু লভ্যাংশও পেতে পারবেন।

শেষ প্রশ্ন : এই সব বিষয়ে জেলা শিল্পকেন্দ্র কিরকম সহায়তা করে?

উত্তর : যে কোন ধরনের শিল্প স্থাপন করতে গেলে, প্রাথমিক অনুসন্ধান, কাগজপত্রের ইত্যাদি সাহায্য ও সহযোগিতা এরা করতে পারেন। যেমন, প্রকল্প রচনা করার জন্য কারিগরী সহায়তা, কাচামাল সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা, শিল্প স্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রেশন, আর্থিক সহায়তা ও যে যে ক্ষেত্রে সম্ভব তাতে অনুদান প্রদান এবং সর্বোপরি যাবতীয় সহায়তা ও নির্দেশ।

কিছুদিন আগে খবরে প্রকাশ হয়েছিল যে, বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অফ কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ মাদারহে কি কি শিল্প গড়ে উঠতে পারে—তার দিকে নজর দেবার জন্য জেলা প্রশাসকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ৫০ টি শিল্পের এক তালিকা পাঠিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সেখানে বেকার সমস্যা কি ধরনের, ভৌগোলিক অবস্থা, জেলায় কটি শুধ-সমিতি সংস্থা আছে, সবকিছু বিস্তারিত দিয়ে পাঠিয়েছিল।

মনে রাখতে হবে, যে কোন কৃষি বা শিল্প উদ্যোগ গড়ে তুলতে গেলে, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, সড়ক যোগাযোগ অর্থাৎ কম্যুনিকেশন এই কয়েকটি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, যে কোন নকশাল বা শহর অঞ্চলে ভাল মিল, চালকি, ছুট প্রসেসিং, সাই কেল রিপেয়ারিং, মেকানিক্যাল ফেব্রিকেশন ওয়ার্কশপ এবং পাটজাতীয় ক্ষুদ্র শিল্প যেমন, মিনি জুট মিল গড়ে তোলা সম্ভব।

আরেকটি জিনিস এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য তা হল, বিপণনের সুবিধার জন্য জেলায় জেলায় গ্রামীণ বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোলা খুবই প্রয়োজনীয়। কিছু দিন পূর্বে মেদিনীপুরের কেশিয়াড়ি ও বেলদা পঞ্চায়েতের উদ্যোগে গ্রামীণ বিপণন কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে। সরকারি অনুদান ছাড়াই গণ-উদ্যোগে তৈরি হচ্ছে, এই বাজার। এটা নিশ্চয়ই একটা সুখবর সন্দেহ নেই।

সমৃদ্ধ জেলা নদীয়া। সেখানে এ আর ডি বি পরিচালিত বিভিন্ন শিল্প উদ্যোগ গ্রামাঞ্চলে প্রভূতভাবে নেয়া হচ্ছে ও হয়েছে। আমাদের কলকাতায় কাছেই চুয়াল্লিশ লক্ষ অধিবাসী নিয়ে সমৃদ্ধ জেলা হুগলি। জেলার বাহান্ন শতাংশের কর্মসংস্থান হল কৃষিকাজ। এর ছটি ব্লকে আরামবাগ, হরিপাল, সিংগুর, ধনেখালি, পাণ্ডুয়া ও জাঙ্গিপাড়া অঞ্চলে রাজ্য সরকারের সহায়তায় এন সি ডি সি এবং কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্পে চার কোটি পঁয়ষট্টি লক্ষ টাকার প্রকল্প রূপায়ণ করেছেন।

এগুলো সবই আশাপ্রদ সংবাদ। যে কোন কৃষি ও শিল্প উদ্যোগের রূপায়ণ আমাদের সকলের কাছেই আশীর্বাদ স্বরূপ। আমাদের গভীরভাবে স্বনির্ভর প্রকল্প মাথায় রেখে প্রকল্পের উদ্যোগ ও আয়োজন করে যেতে হবে। কেন না, কাচামাল সমৃদ্ধ পশ্চিমবঙ্গে কৃষি শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলা একান্তই দরকার এবং এর উজ্জ্বল সম্ভাবনা যে অবশ্যই রয়েছে, যে বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

রাজ্য সমবায় ইউনিয়নে হলিডে হোম উদ্বোধন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন কর্মচারী কল্যাণ সমবায় সমিতি পরিচালিত দীঘার হলিডে হোমের শুভ উদ্বোধন আগামী ১ বৈশাখ, ১৪০০। ইউনিয়নের ৪, গঙ্গাধরবাবু লেনের (৫ম তল) প্রধান কার্যালয় অত্র সমিতির সম্পাদকের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

মশলার রাণি এলাচ

ডঃ দুলালচন্দ্র সেন (অধ্যাপক)
পশ্চিমবঙ্গ প্রাণী ও মৎস্য বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়

আজ প্রায় সমস্ত পৃথিবী জুড়ে এলাচের বিচরণ। তবে ৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ককিকে সুবাসিত করতে আরবব্যবসায়ীরাই সম্ভবত একে প্রথম ব্যবহার করেন। এলাচকে প্রধানত সুগন্ধী হিসাবেই বিভিন্ন খাদ্যবস্তু এবং পানীয়তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এটি মুখের দুর্গন্ধও দূর করতে দক্ষিণভাবে সাহায্য করে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এলাচ উৎপাদন হয়ে থাকে। যেমন ভারত, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, গোয়াটেমালা, ডমনিকেনিয়া প্রভৃতি। তবে এলাচের সিংহভাগই উৎপাদন করে থাকে আমাদের এই ভারতবর্ষ।

এলাচ বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। এদের মধ্যে প্রধান তিনটি গুল্মজাতির নাম হল আমোমাম, এ্যামোমাম এবং ইলিটারিয়া। এরা সবাই Zingiberaceae ফ্যামিলির অন্তর্ভুক্ত। এলাচের বৈজ্ঞানিক নাম *Elettaria cardamomum Maton*। সাধারণত আমরা দুই প্রকারের এলাচ দেখে থাকি। একটি ছোট এবং অন্যটি বড়। ছোট এলাচের ব্যবহারই অবশ্য সবচেয়ে বেশি। এলাচের রঙ সামান্য হলদেটে হয়ে থাকে। ক্যাপসুল আকারের দেখতে এই ফলের মধ্যে থাকে গাঢ় কাল রঙের ১৫ থেকে ২০ টি বিচি। এই বিচিগুলির মধ্যেই অন্তর্নিহিত থাকে এলাচের পুষ্টি এবং ঔষধিক গুণ।

এলাচের সুগন্ধ : এলাচ থেকে আমরা যে এক ধরনের সুগন্ধ পাই সেটি এলাচের বিচির মধ্যে অবস্থিত উদ্বায়ী তেলের জন্যই হয়ে থাকে। এই তেলের বিভিন্ন উপাদান যেমন সিনিয়লস, অলফা-পাইনিনি, সাবিনিনি, টারপিনাইল আসিটেট, বোরনিয়ল প্রভৃতি যৌগগুলিই প্রধানত এলাচের ওই মনোরম সুবাস ছড়াতে সাহায্য করে।

পুষ্টিগুণের কথা বলতে গেলে, এলাচে থাকে প্রচুর পরিমাণে প্রোটিন, ফাইবার, মিনারেলস, কার্বোহাইড্রেটস এবং কোলিন। এদের পরিমাণ প্রতি ১০০ গ্রামে যথাক্রমে ১৮.২ গ্রাম, ২০.১ গ্রাম, ৫.৪ গ্রাম, ৭২.১ গ্রাম এবং ১৫৫০ মিলিগ্রাম। এই বিশাল পরিমাণ কার্বোহাইড্রেটসের উৎপত্তির জন্য এলাচ খেলে এনার্জিও বেশি মেলে। প্রতি ১০০ গ্রাম এলাচ থেকে ২২৯ কিলো ক্যালরি এনার্জি পাওয়া যায়। এলাচে ফ্যাটের পরিমাণও একেবারে কম নয়। এতে ২২ শতাংশ ফ্যাট বর্তমান। আছে ফ, ক্যালসিয়াম, এবং ফসফরাসের পরিমাণও এলাচে বেশ ভাল। প্রতি ১০০ গ্রামে এদের পরিমাণ যথাক্রমে ৩ মিলিগ্রাম, ১৩০ মিলিগ্রাম এবং ১৯০ মিলিগ্রাম। এ ছাড়া অল্প মাত্রায় থায়ামিন, রাইবোফ্লেভিন এবং নায়াসিনও এলাচে বিদ্যমান। এলাচে ভাইটামিন অনুপস্থিত। তা হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এলাচের মধ্যে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে পুষ্টিকর সব উপাদান। কিন্তু ঘটনা হচ্ছে এলাচ যতই পুষ্টিকর হোক না কেন, মশলাপাতি তো আর বেশি খাওয়া যাবে না।

এলাচের ঔষধিক গুণও কম নয়। আয়ুর্বেদিক মতে বিভিন্ন রোগ উপশমে একে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন :

পাকস্থলী অপরিষ্কারে : পাকস্থলী হচ্ছে অথচ ঠিকমতন পরিষ্কার হচ্ছে না, সেই সঙ্গে পেটে একটু ব্যথাও করে, এক্ষেত্রে ওই পাকস্থলী পরিষ্কারের জন্য দুটি বড় এলাচ খোসাসুদ্ধ নিয়ে, জলে ভাল করে বেটে ছাঁকতে হবে। তারপর এক গ্লাস সামান্য গরম জলে এলাচ বাটা ছাঁকা জল মিশিয়ে খেলে, পাকস্থলী অল্প সময়ের মধ্যেই হয়ে যাবে।

হাঁপানিতে : এই রোগে শ্বাস কষ্ট থাকবেই। বিশেষ করে একটু বেশি হাঁটলেই এই উপসর্গ আরও বেড়ে যায়। এই রকম অবস্থা হলে, দুটি ছোট এলাচ এবং দুটি বড় এলাচ নিয়ে, এক সঙ্গে ভাল করে বাটুন। এবার একগ্লাস জলের মধ্যে ওই এলাচ বাটা ভালভাবে গুলে, ছেঁকে নিয়ে খান, এতে শ্বাস কষ্ট অনেকটা কমবে।

বমিতে : পেটে কিমি অথবা অম্বলের জন্য যদি বমি হতে থাকে, সে ক্ষেত্রে দুটি বড় এলাচ ভালভাবে বেটে, চাতা জলে গুলে ছেঁকে, সেই জল অল্প সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ালে বমি বন্ধ হবে।

হজমের গোলমাল : বয়স হয়ে গেলে প্রত্যেকেরই হজম শক্তি কিছুটা হ্রাস পায়। অথচ নানা রকমের খাবার খেতেও মন চায়। এই অবস্থায় কিছুদিন যদি খালি পেটে দুটি বড় বা ছোট এলাচ নিয়ে ভাল করে বেটে, জলে গুলে ছেঁকে, ওই জল খেতে পারেন, তা হলে বদহজমের ওই অসুবিধা দূর হবে।

পেটের গ্যাসে : খাবার খেতে নিয়ম করে এবং পরিমিত পরিমাণে খাচ্ছেন, কিন্তু পেটে গ্যাস হওয়া কিছুতেই কমছে না, সেই সঙ্গে ঢেকুরও অপরিষ্কার হচ্ছে। এই অসুবিধা দূর করতে হলে, দুটি বড় এলাচ খোসা সমেত বেটে, জলে গুলে, ছেঁকে খেতে পারলে উপকার পাবেন।

গুরুনো কাশিতে : ছোট এলাচ দুটি নিয়ে ভালভাবে এলাচদানা গুঁড়ো করতে হবে যাতে করে গুঁড়ো বার হয়। এইবার ওই এলাচ ভালভাবে গুঁড়ো করে, সামান্য মধু অথবা ঘি মিশিয়ে দিনের মধ্যে কয়েকবার চেটে খেতে পারলে, ওই কাশি কমবে।

মাথা ব্যথায় : মাথার যন্ত্রণা হতে থাকলে একটু এলাচের গুঁড়ো নাকে নিলে অথবা করে টানতে পারলে, কয়েকবার হাঁচি হয়ে মাথা ব্যথা কমবে।

এ ছাড়াও এলাচ দাঁত ও মাড়ি সবল করতে, পাকস্থলী সুস্থ রাখতে, কফ, রক্ত, পিত্তের দোষ কমাতে, ভাঁবানুনাশে এবং বিভিন্ন রোগ সারাতেও কাজে লেগে।

এলাচ নিয়ে একটি সতর্কতা : এলাচের এত সব গুণ থাকা সত্ত্বেও গর্ভবতী মহিলাদের কিন্তু এলাচ বেশি খাওয়া ঠিক নয়। এতে গর্ভপাতের সম্ভাবনা থেকে যায়।

কবিরাজি পদ্ধতির ন্যায় হাকিমি পদ্ধতিতেও দেহের বিভিন্ন অসুবিধা দূর করতে এলাচকে কাজে লাগানো হয়েছে। যেমন :

পেট ফাঁপা ও ঢেকুর ওঠায় : পুদিনা, ছোট এলাচ এবং মৌরি, প্রত্যেকটি এক গ্রাম করে নিয়ে ১২০ মিলিলিটার জলে ভাল করে সিদ্ধ করতে হবে। এই ধার ওই জল ছেঁকে নিয়ে এক থেকে দুবার খেলে উপকার পাবেন।

হিক্কায় : এক্ষেত্রে বড় বা ছোট এলাচের খোসা ৬ গ্রাম নিয়ে ২৫ মিলিলিটার জলে ভালভাবে সিদ্ধ করে ছেঁকে নিয়ে, সেই জল ভাল করে, দিনে তিনবার করে খেলে হিক্কা কমবে।

এলাচের এই সব গুণাবলীর কথা স্মরণে রেখেই বোধহয় একে "মশলার রাণি" বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

হুগলি ডিস্ট্রিক্ট
সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিমিটেড

নেতাজি সুভাষ রোড, চুঁচুড়া, হুগলি - ৭১২ ১০১
(দূরালাপন : ৮০-২৪০৮/৮০-২৯৪৯)

১৯১৯ এবং ১৯২১ সালে জন্ম নিয়েছিল দুই কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক — হুগলি ও আরামবাগ। দুই প্রবীণের মহামিলনে তিন দশক আগে (২৯-০৪-১৯৬৬) আবির্ভাব এই ব্যাঙ্কের। তারপরের ইতিহাস সংগ্রাম ও সাফল্যের।

তারিখ	সদস্য সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা	সদরসহ শাখা সংখ্যা	অংশগত মূলধন	আমানত	ঋণ/অগ্রিম দাদন	লিট লাভ / ক্ষতি
				লক্ষ টাকার অঙ্কে			
৩০-৬-৬৪	৪৫৯	৬৮	৪	৫.৬৮	১৬.৫০	৬৩.৪৮	(-) ০.৪৯
৩০-৬-৮৬	৮৪৫	১০০	১০	১০৮.৯১	১২০৫.৪২	৪৫৫.৯৫	(-) ২০.৩০
৩১-৩-৯৫	১০৪০	১০৮	১২	২০৮.৩৯	৩১৩৫.৯২	২৫৯১.৪৮	(-) ৮৬.৯১

এই ব্যাঙ্ক আরামবাগ, পাণ্ডুয়া, তারকেশ্বর, খানাকুল, চুঁচুড়া, জাঙ্গীপাড়া, ধনেখালি, খামারগাছি, পুরশুড়া, কামারপুকুর এবং হরিপাল শাখার মাধ্যমে স্বল্প ও মধ্য মেয়াদি কৃষি ঋণ, তাঁত সমবায় ঋণ, ভোগ ঋণ, উৎপাদনমুখী (স্বনিযুক্তি) ঋণ, কর্মী সমবায় ঋণ ও দুর্বলতর শ্রেণীর জন্য গৃহ নির্মাণ ঋণ দাদন করে থাকে। স্বর্ণালঙ্কার ঋণ শীঘ্রই চালু হচ্ছে। এছাড়া এন সি ডি সি এবং রাজ্য সরকারের সহযোগিতায় জেলার ছটি ব্লকের গ্রামীণ সমবায়গুলোর উন্নয়নের লক্ষ্যে সুসংহত সমবায় বিকাশ প্রকল্প রূপায়ণ করছে হুগলি জেলার এই বৃহত্তম কৃষি ব্যাঙ্ক।

মণীন্দ্রনাথ জানা
সহ-সভাপতি

মৃণালকান্তি ঘোষ
সভাপতি

সমবায় সমাচার

কলকাতায় ক্রেতা সমবায় বিষয়ক সেমিনার

আয়োজক: কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়ন।

সহযোগিতায় : কলিকাতা পাইকারি ক্রেতা সমবায় সোসাইটি লিমিটেড।

রবিবার,৪ ঠা ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ , সকাল ১০ টায়

জগবন্ধু ইনস্টিটিউশন- ২৫ কার্ণ রোড, কলিকাতা- ১৯তে এই সেমিনার উদ্বোধন করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি সুনীল ঘোষ। কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের শুধু ক্রেতা সমবায় নিয়ে একদিনের সেমিনার করার উদ্যোগকে প্রশংসা করেন। সমবায় আন্দোলন ক্রেতা সমবায় আন্দোলন দিয়েই শুরু হয়েছিল এবং রচডেল পাইওনিয়ার সোসাইটি স্থাপন ও আজও তার উপস্থিতি সমবায় আন্দোলনের সার্থকতাকেই চিহ্নিত করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যুগ্ম-সমবায় নিবন্ধক (ক্রেতা) মনস রায় ক্রেতা সমবায় ব্যবস্থার বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরেন এবং পরিকল্পনা করে কার্যকরী মূলধনকে বেশি বেশি করে ব্যবসায়ে পর্যায়ক্রমে খাটানোর পরামর্শ দেন। এন সি সি এফের তরফ থেকে সিনিয়র কনসালটেন্ট কল্যান দাশগুপ্ত পরিসংখ্যান দিয়ে ক্রেতা সমবায় ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। ভারতীয় সমবায় কংগ্রেসের আলোচনার জন্য ক্রেতা সমবায়ের আলোচনা পত্র প্রস্তুতিতে উদ্যোগ গ্রহণ করার কথা বলেন। পশ্চিমবঙ্গে ২৮১৫ টি প্রাথমিক, ২৯ টি পাইকারি ও ১ টি রাজ্যস্তরের শীর্ষ ক্রেতা সমবায় সমিতি আছে যার মোট মূলধন ৯.৩০ কোটি টাকা এবং বার্ষিক বিক্রয়ের পরিমাণ ২৬০ কোটি টাকা মত। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সুনাত ব্যানার্জি বলেন, বর্তমান বাজার অর্থনীতিতে সমবায় সমিতিগুলিকে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে নচেত ক্রেতা সমবায় সমিতিগুলোর ভবিষ্যৎ খুবই সঙ্গীন। নর্থ সুবার্বন হোলসেল সোসাইটির দীনেন্দ্রজন রায়, ব্যারাকপুর হোলসেল সোসাইটির চিত্তরঞ্জন সরকার, ইকুইটেবল মার্কেটিং এ্যাসোসিয়েশনের তন্ময় বোস এবং সরশুনা ক্রেতা সমবায় সমিতির পুলক সেনরায় বক্তব্য রাখেন। দ্বিতীয় অধিবেশনে কলিকাতা জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক শ্যামাপদ ঘোষ কলিকাতা জেলার প্রাথমিক ক্রেতা সমবায় সমিতির প্রতিনিধিদের কাছে আলোচনার বিবেচ্য পত্র পেশ করেন। ৩১ টি সমিতি প্রতিনিধি সহ ৮৭ জন সমবায়ী সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন যার মধ্যে নয় জন মহিলা প্রতিনিধি ছিলেন। সেমিনার পরিচালনা করেন ভোলানাথ দত্ত ও শ্রীমতি শুভ্র মজুমদারকে নিয়ে গঠিত সভাপতিমণ্ডলী। তৃতীয় অধিবেশনে সমবায় সম্পর্কিত রচনা ও বিতর্ক প্রতিযোগিতার কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়।

ভোলানাথ দত্ত

পুষ্টি ও স্বাস্থ্যে সমবায়

১৭ জানুয়ারি ভারতীয় জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন এবং নরদন কেন্দ্রীয় সমবায় শিক্ষা প্রকল্পের উদ্যোগে ইংরেজ বাজার ব্লকের মিলকি গ্রামে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সক্রিয় সহযোগিতায় 'পুষ্টি ও স্বাস্থ্য' সম্পর্কে এক আলোচনা শিবির অনুষ্ঠিত হয়। স্ব-সেবা গোষ্ঠিভুক্ত মহিলা সদস্যরা এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন। এই স্বাস্থ্য শিবিরের উদ্বোধন করেন ইংরেজবাজার ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শংকর চক্রবর্তী। সভায় সভাপতিত্ব করেন সুরেশচন্দ্র কর্মকার। সভার সূচনাতেই জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের প্রকল্প আধিকারিক অরুনকুমার প্রামাণিক শিবিরে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। বিশেষ করে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকদের সহযোগিতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং আর্থ-সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন এবং জাতীয় সমবায় ইউনিয়নের ও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের যৌথ প্রচেষ্টায় সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের নিয়োগে যে স্ব-সেবা গোষ্ঠী (S H G) গুলি তৈরি হয়েছে তার কাজকর্ম সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলারা কি ভাবে স্ব-সেবা গোষ্ঠি গঠনের মধ্যে জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে তা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেন। সমাজ গঠনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সমাজের এই পিছিয়ে পড়া বিশাল সংখ্যক মহিলাদের যে সক্রিয় ভূমিকা রয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন। এই সমস্ত পিছিয়ে পড়া মহিলাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আসতে না পারলে, তাদের আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে না পারলে অর্থনৈতিক দিক থেকে তাদের স্বাবলম্বী করতে না পারলে উন্নত সমাজ গঠন, শক্তিশালী রাষ্ট্র তৈরির কথা আমাদের কাছে যে স্বপ্নই থেকে যাবে তা বিস্তারিত আলোচনা করেন এবং বলেন যে স্ব-সেবা গোষ্ঠির মাধ্যমেই আমরা ধীরে ধীরে তাদের স্বাবলম্বী ও স্বনির্ভর করে গড়ে তুলতে পারবো।

এর পর ডি পি ই পি, এন ও তার ভাষণে মায়েদের স্বাস্থ্য সচেতনতা ও শিশুদের পুষ্টি নিয়ে এক মনোজ্ঞ আলোচনা করেন এবং সমাজ গঠনে মায়েদের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন। এছাড়া মায়েদের পি এইচ এর টীকাকরণের উপযোগিতা ব্যাখ্যা করেন। চন্দন সেনগুপ্ত, জেলা স্বাস্থ্য সুপার ভাইরাস তার ভাষণে এইডস রোগের কারণ ব্যাখ্যা করেন এবং তা প্রতিকারের উপায় সম্বন্ধেও বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি স্ব-সেবা গোষ্ঠিগুলির কাজকর্মের খুবই উৎসাহ বোধ করেন। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুব্রতকুমার দাস ও পরিশেষে সভাপতি সুরেশ কর্মকার এই স্ব-সেবা গোষ্ঠি গঠনের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে কিভাবে আরও বেশি বেশি স্ব-সেবা গোষ্ঠি গঠনের মাধ্যমে সমাজের পিছিয়ে পড়া মহিলাদের স্ব-নির্ভরতা আনা যায় তা বিস্তারিত আলোচনা করেন।

এই আলোচনা শিবিরে প্রায় শতাধিক মহিলারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় স্কুল শিক্ষক, পাশাপাশি চারটি কৃষি সমবায় সমিতির ম্যানেজার ও সদস্যরা এবং সর্বোপরি জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিনিধি শেলী মৈত্র। তিনি সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে তাদের তথ্য ও সম্প্রচারের মাধ্যমে প্রচার করার আশ্বাস দেন। সবশেষে স্বাস্থ্য দপ্তরের আংশিক সহযোগিতায় মহিলা ও শিশুদের সামনা পুষ্টিকর খাবার বিতরণ করেন। স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকগণ এই শিবিরের সাফল্য দেখে খুবই উৎসাহিত হন। ভবিষ্যতে জাতীয় সমবায় ইউনিয়ন এরকম কোন স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করলে তারা সর্বতোভাবে সাহায্য করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন।

মুক্তি পালিত

বাঁকুড়ায় রাউৎখন্ড সমিতিতে দৈনিক জমা প্রকল্পের উদ্বোধন

জানুয়ারি ৫ তারিখে বাঁকুড়া জেলার জয়পুর ব্লকস্থিত রাউৎখন্ড এস কে ইউ তাদের দৈনিক জমা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় প্রধান অতিথি বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি অজিত গাঙ্গুলি বলেন মাত্র এক বৎসর আগে এই সমিতি ব্যাঙ্ক চালু করেছে। অল্পবিধাতে বিভিন্ন কাজে সমিতি কাজ করতে পারবে। আমাদের ব্যাঙ্কের প্রভূত উন্নতি হয়েছে। গোটা জেলার জন্য সমবায়ের একটা গ্রান হয়েছে যা জেলার গ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

ব্যাঙ্কের অনাতম পরিচালক সামিল জমাদার বলেন গোটা ব্লকের মাত্র ২/৩ বছরে ২ কোটি টাকা আমানত সংগৃহীত হয়েছে। আগে এই এলাকায় বহুরকম চিট ফান্ড ছিল। বহু লোকের কষ্ট টাকা লুটে নিয়ে ওই সংস্থাগুলো বেপাত্তা হয়েছে। এদের প্রতিরোধের বিকল্প হিসাবেই এই কর্মসূচি। এখন চাষিরা সমিতির মাধ্যমে যাতে হিসাবে আলু রাখতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে।

বিশিষ্ট সমবায়ী অনিলবরণ বিশ্বাস প্রকল্পের উপকারিতা বর্ণনা করে জানান হেতিয়া ও ময়নাপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি আলুর বড় চালু করেছে। নীহারেন্দু মল্লিক জানান টাকা এলাকাতেই খাটবে। সভায় গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান টুসুবালা বিশ্বাস, সমিতির সম্পাদক শিবরাম ঘোষ ও ম্যানেজার অমিতকুমার বিশ্বাস বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সভাপতি অলোক বেরা।

বিষ্ণুপুর উইভার্স সোসাইটির সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব

সুদীর্ঘ ৫০ বৎসরের বন্ধুর পথ পেরিয়ে বিষ্ণুপুর কো অপারেটিভ উইভার্স সোসাইটি দুই দিন ব্যাপী সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসব উদ্‌যাপন করলেন গত ৯ ও ১০ই ডিসেম্বর '১৫ বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণরায়ে "অক্ষরধাম নগরে।"

ভুবনে নতুন মন্ত্রে প্রতিদিন বিকাল ৪টায় এ উপলক্ষে পতাকা উত্তোলন, শোভাযাত্রা, সেমিনার, শিল্পী সম্মেলন, গুণীজন সম্বর্ধনা, পুরস্কার বিতরনী, প্রতিযোগিতা, প্রদর্শনী, সঙ্গীতানুষ্ঠান, নাটক প্রভৃতি অনুষ্ঠানসূচির মাধ্যমে উৎসব উদ্‌যাপিত হয়।

সন্তোষ ভট্টাচার্য

মালদহে সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটির সম্মেলন

সমবায় শিক্ষা তহবিল কমিটির ব্যবস্থাপনায় গত ২৯ জানুয়ারি মালদহে জেলা পরিষদের সভাকক্ষে উত্তরবঙ্গের সমবায়ের বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নিয়ে এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল, এই সম্মেলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সমবায় শিক্ষা তহবিলের প্রদেয় যাতে ঠিকমত আদায় হয় তার ব্যবস্থা করা। সভায় সভাপতিত্ব করেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি তথা সমবায় শিক্ষা কমিটির সভাপতি সুবোধ ঘোষ, রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক তথা সমবায় শিক্ষা তহবিলের সম্পাদক মৃণাল ব্যানার্জি, সমবায় শিক্ষা তহবিল আধিকারিক পরিতোষ দত্ত ও বক্তব্য সমবায় ইউনিয়নের সমবায় শিক্ষা অধিকারিক তথা সমবায় সমিতিসমূহের উপাধিনায়ক প্রবীরকুমার পান্ডা। শ্রী ঘোষ বলেন ১৯৯৪-৯৫ সালের এই সময়ের তুলনায় ১৯৯৫-৯৬ সালের এই সময়ে লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ঘাটতি হয়েছে। আগামী মার্চের মধ্যে যাতে এই লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করা যায় তার জন্য উপস্থিত সবাইকে অনুরোধ করেন। সমবায় শিক্ষা তহবিলের আদায়কৃত অর্থ সমবায় আন্দোলনকে কিভাবে এগিয়ে নিতে সাহায্য করছে তার বিস্তৃত ব্যাখ্যা করেন। শ্রী ব্যানার্জি বলেন এই অর্থ আদায় করে তার সঠিক ব্যবহার সমবায় আন্দোলনকে গতিশীল রাখতে সাহায্য করেছে। বর্তমান আর্থিক বছরের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা যাতে পূরণ হয় তার জন্য সবাইকে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানান। শ্রী পান্ডা বলেন সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য সমবায় তহবিলের একটা বড় অংশ খরচ করা হয় যাতে করে রাজ্যের প্রতিটি সমবায় সমিতির সদস্য কর্মচারী সমবায় শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠে নির্দিষ্ট সমিতিগুলোকে লাভজনক অবস্থায় পৌঁছে দিতে পারে। এ ছাড়াও রাজ্যের প্রতিটি জেলায় জেলা সমবায় ইউনিয়নের মাধ্যমে নানা রকম সমবায় আলোচনা চক্র ও কর্মশালার মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলো যাতে অধিক লাভবান হতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রী দত্ত বর্তমান আর্থিক বছরে ৩১ ডিসেম্বর অবধি মোট কত টাকা আদায় হয়েছে তার হিসাব দেন। তিনি বলেন তুলনামূলকভাবে দক্ষিণবঙ্গের চেয়ে উত্তরবঙ্গ সমবায় শিক্ষা তহবিলের অর্থ আদায় অনেকটাই কম হয়েছে। এই সম্মেলনে উত্তরবঙ্গের ৬টি জেলা থেকে সমবায় দপ্তর ও সমবায় নিবন্ধন দপ্তরের আধিকারিকবৃন্দ সহ অন্যান্য সমবায় প্রতিষ্ঠানের মোট ৪৩ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

একই দিনে স্থানীয় সার্কিট হাউসে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ও সমবায় শিক্ষা আধিকারিক (উত্তরবঙ্গ)এর উপস্থিতে শিক্ষা নির্দেশক ও সহ শিক্ষা আধিকারিক কে নিয়ে এক বৈঠক বসেন। সেখানে বিভিন্ন জেলাতে সমবায় শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। সমবায় শিক্ষা তহবিলের প্রদেয় অর্থ আদায়ের উপরেও তাঁরা জোর দেন।

উত্তম ভৌমিক

মেদিনীপুর ১-এ সঞ্চয় প্রকল্পের উদ্বোধন

চন্দ্রকোনা রোড মেদিনীপুর ১নং ব্লকের অন্তর্গত গড়বেতা ৩নং ব্লকের অধীন রসকুণ্ডু সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতির আমানত সঞ্চয় প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল ১৫ ডিসেম্বর। প্রকল্পটির উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক সুশান্ত ঘোষ। প্রধান অতিথি হিসাবে গড়বেতা ৩ নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপনকুমার বারিক এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে গড়বেতা ৩ নং ব্লকের সমবায় পরিদর্শক অসিতকুমার ঘোষ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও গড়বেতা ৩ নং ব্লকের কৃষি সেচ ও সমবায় স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ শিশির পানও উপস্থিত ছিলেন। সমবায়ের মাধ্যমে সঞ্চয় ও তাহার ব্যবহার সমিতির মূলধনকে শক্তশালী করা, অন্যান্য ব্যবসায়িক প্রসার ইত্যাদি সুযোগ-সুবিধার বিষয়গুলি বিস্তারিত আলোচিত হয়। বিধায়কের উপস্থিতিতে ৪৬টি সঞ্চয় আমানত হিসাব খোলা হয় এবং মোট টাকা জমা পড়ে ৯২,৩১৬ টাকা। প্রায় দুইশত সদস্যের উপস্থিতিতে এই অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে অনুষ্ঠিত হয়।

এই ব্লকের আর একটি অগ্রণী সমিতি কড়সা সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি ২৫ ডিসেম্বর দৈনিক জমা প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করে। উদ্বোধন করেন এলাকা সমবায় পরিদর্শক অসিতকুমার ঘোষ। সমিতির প্রায় ২৫০ জন সদস্য প্রাকৃতিক দুর্যোগ উপেক্ষা করেও সভায় উপস্থিত ছিলেন। ৪৬ জন সদস্য দৈনিক সঞ্চয় প্রকল্পে যোগদান করেন। তার মধ্যে মহিলার সংখ্যা ১৩ জন এবং মোট জমা পাওয়া যায় ৬০২.০০ টাকা। মাসিক পৌষপুনিক জমা প্রকল্পে অংশ নেন ৩১ জন। তার মধ্যে মহিলা ৫ জন এবং জমা পাওয়া যায় ২৫৮০ টাকা। এছাড়াও ১২ জন সদস্য ৩ মাসের জন্য স্থায়ী আমানত জমা দেন ৪৬,০০০ টাকা। সভায় বক্তাগণ বিভিন্ন সঞ্চয় আমানতের সুবিধাদির বিষয় বিশ্লেষণ করেন এবং প্রাথমিক কৃষি ঋণদান সমিতিগুলির বর্ধিত বিস্তৃত কর্মধারার বিষয় ব্যাখ্যা করেন। সমিতির কার্যকরী মূলধন জোরদার করার ক্ষেত্রে সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতা আহ্বান করা হয়।

সভার কার্য পরিচালিত হয় জনাতম প্রবীণ সদস্য সুচারুরঞ্জন পলারী-র সভাপতিত্বে এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন গড়বেতা ৩ নং ব্লকের সমবায় পরিদর্শক।

অনুষ্ঠানটি বিশেষ উৎসাহ ও আন্তরিকতার সহিত উদযাপিত হয় এবং সকলকেই পানপাত্র, মাটিকিটে নিয়ে দেওয়া হয়।

অসিতকুমার ঘোষ

বর্ধমানে পরিচালকমণ্ডলীর ক্লাস

বাস্তা সমবায় ইউনিয়নের কর্মসূচি অনুযায়ী বর্ধমান বেল্ট - ২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে পূর্বস্থলী - ২ নং ব্লকের অধীনস্থ এবং ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত প্রাথমিক সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতিগুলির বোর্ড অফ ডাইরেক্টর্স এবং ম্যানেজারদের নিয়ে গত ১২ থেকে ১৪ ডিসেম্বর তিন দিন ব্যাপী একটি সমবায় শিক্ষা শিবির পাঁলা গ্রাম পঞ্চায়েতের অফিসগৃহে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ২১ জন ডিরেক্টর্স এবং ১৪ জন ম্যানেজার এই শিক্ষণ শিবিরে অংশ গ্রহণ করেন।

শিক্ষা শিবিরটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বর্ধমান বেল্ট - ২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত দত্ত। শিক্ষণ শিবিরের বিভিন্ন দিনে অতিথি বক্তা হিসাবে বক্তব্য রাখেন সমবায় উন্নয়ন অধিকারিকদ্বয় নিমাই চাটার্জি এবং দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী, স্থানীয় ব্লকের অডিটরদের শ্যামল বিশ্বাস এবং বিশ্বনাথ রায়, ব্যাঙ্কের সুপারভাইজার মহঃ আলাউদ্দিন খান।

শিক্ষা শিবিরের শেষ দিনে বক্তব্য রাখেন বেল্টের সহ-নিয়ামক বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং কটোয়া কালনা সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক রেবতীরঞ্জন বিশ্বাস (উপনিয়ামক)। ভট্টাচার্য ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনার গুরুত্ব ও পরিকল্পনা রূপায়ণে পরিচালকমণ্ডলীর ভূমিকা কি হওয়া উচিত — এ সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেন। শিক্ষণ শিবিরটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেন সমবায় শিক্ষা নির্দেশক প্রবীরকুমার দাস।

বিতর্ক প্রতিযোগিতা

প্রতি বছরের মত এ বছরও সমবায় শিক্ষা তহবিলের আর্থিক সহায়তায় এবং বর্ধমান বেল্ট-২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় অত্র ইউনিয়নের নিজস্ব সভা কক্ষে জেলাস্তরের বিভিন্ন স্কুলের নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে ২৮ ডিসেম্বর একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল মান্নান এবং প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন উপনিয়ামক এবং কাটোয়া কালনা সমবায় কৃষি ও গ্রামীণ উন্নয়ন ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক রেবতীরঞ্জন বিশ্বাস।

সভার মতে "সমবায় শিক্ষা, পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত" — এ বিষয়ে পক্ষে ও বিপক্ষে মোট ১৪ জন ছাত্রছাত্রী অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিদের মধ্যে কাঁকুরাম সরস্বতী বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেণীর ছাত্র অংশুমান সে (পক্ষে), দেবী দুর্গাময়ী চৌধুরাণী উচ্চতর বালিকা বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্রী কল্পী মহান্ত (বিপক্ষে) ও প্রবীণ ইউনিয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণীর ছাত্র রবীন্দ্রনাথ দত্ত (বিপক্ষে) যথাক্রমে প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করে।

বিচারকগণ ছিলেন কাটোয়া কলেজের অধ্যাপকদ্বয় অরুণকুমার ধানার্জি ও ডঃ দিলীপ সাহা এবং এই ইউনিয়নের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক ধীরাজ কর। বিতর্ক শেষে বিচারকগণ বিষয়বস্তুর উপর দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি রেবতীরঞ্জন বিশ্বাস বিজয়ী প্রতিযোগিদের পুরস্কার প্রদান করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে সমবায়কে ছাত্রছাত্রী তথা যুব সমাজের মধ্যে প্রসারিত করার আহ্বান জানান এবং এ বিষয়ে জেলা সমবায় ইউনিয়নের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করেন।

নতুন হাটে সমবায় কর্মশালা

বর্ধমান ২ জেলা সমবায় ইউনিয়নের উদ্যোগে মঙ্গলকোট পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে উক্ত ব্লকের প্রাথমিক কৃষি সমবায়

সমিতিগুলির ম্যানেজার ও ডিরেক্টরগণের উপস্থিতিতে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে একদিনের একটি ব্লক ভিত্তিক সমবায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ৫৬ জন প্রতিনিধি ছাড়াও এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ উক্ত কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন। সভাপতির আসন অলংকৃত করেন জেলা সমবায় ইউনিয়নের সভাপতি আব্দুল মান্নান। উদ্বোধক স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি আব্দুর রহিস এলাকার উন্নয়নে সমবায়ের ভূমিকার উল্লেখ করে বলেন মানুষের কল্যাণের স্বার্থে সমবায়কে আরও বেশি করে কাজ করতে হবে। ইউনিয়নের সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত রক্ষিত সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে ব্যবসার প্রসার ঘটিয়ে জনস্বার্থে সমিতিগুলিকে স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক নিমাইচন্দ্র চাটার্জী ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনার উদ্দেশ্য এবং তার রূপরেখা বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। এলাকার সমীক্ষা এবং পেশাগতভাবে প্রতিটি মানুষের জন্য পরিকল্পনার বিশেষ উল্লেখ করে মূল পরিকল্পনাটি তিনি সুচারুভাবে উপস্থাপিত করেন।

সমবায় উন্নয়ন আধিকারিক দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরী সেলফ হেল্প গ্রুপ গঠন ও পরিচালনা এবং এর মাধ্যমে গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করেন। মূলধন পরিকল্পনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি মিনি ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন এবং এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। নির্বাহী আধিকারিক বীরাজ কর বন্ধকি ঋণ দানের নিয়মাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইউনিয়নের ডিরেক্টর মাহবী দাস এবং স্থানীয় পরিদর্শক সুশীল রায়।

সভাপতি আব্দুল মান্নান তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে পরিকল্পনার স্বার্থক রূপদান করতে সঠিক নেতৃত্ব গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

প্রবীর দাস

দক্ষিণ দিনাজপুরে সমবায় কর্মশালা

১৩-১৪ জানুয়ারি দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার গঙ্গারামপুর মহকুমার অন্তর্গত বাণিজ্যিক উন্নয়ন প্রকল্পে আওতাভুক্ত প্রাথমিক কৃষি উন্নয়ন সমবায়গুলোকে নিয়ে কুশমন্ডি ব্লকে দু'দিনের প্রাণবন্ত আবাসিক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

এই মহকুমার প্রাথমিক সমবায় সমিতির পক্ষ থেকে ১৪০ জন প্রতিনিধি কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছেন।

এখনকার সর্বস্তরের মানুষের প্রাণঢালা অংশগ্রহণে অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে অনবদ্য।

কর্মশালার আয়োজক ছিলেন পশ্চিম দিনাজপুর জেলা সমবায় ইউনিয়ন এবং পরিকল্পনায় ছিলেন নিমাইচন্দ্র চক্রবর্তী, সহকারি নিবন্ধক, দক্ষিণ দিনাজপুর ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ।

কর্মশালা পরিচালনায় ছিলেন কুশমন্ডি এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটি লিঃ দক্ষিণ দিনাজপুর। এদের সহযোগিতা করে বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ, বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্ক লিঃ, ও প্রাথমিক সমবায় সমিতিসমূহ, গঙ্গারামপুর মহকুমা। অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন নর্মদা রায়, বিধায়ক, কুশমন্ডি। প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত ছিলেন নারায়ণ বিশ্বাস, সভাধিপতি, জেলা পরিষদ দক্ষিণ দিনাজপুর। তথা পরিবেশন করেন মনোজকুমার রায়, সমবায় পরিদর্শক কুশমন্ডি ও বংশীহারি।

সমাজ ও সাধারণ মানুষের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার সাথে তাল মিলিয়ে সমবায় আন্দোলন আজ নতুন চেহারা নিয়েছে।

প্রথাগত কৃষি ঋণ দান ছাড়া বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক কর্মকান্ডের সাথে সমবায় সমিতিগুলো যুক্ত। তাই প্রয়োজন পেশাগত — দক্ষতা বৃদ্ধি ও সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা।

তাই কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। এই দুই দিনের আবাসিক কর্মশালা পরিচালনায়ছিল কুশমন্ডি এগ্রিকালচারাল কো-অপারেটিভ মার্কেটিং সোসাইটির নেতৃত্বে কুশমন্ডির আপামর জনসাধারণ বিনম্র চিত্তে গ্রহণ করেছেন।

১৩ ও ১৪এ দুটো দিনকে যথার্থভাবে সমবায় দিন বলা চলে। প্রগাঢ় কুয়াশা ও তীব্র হিমেল হাওয়াকে উপেক্ষা করে মানুষ সমবেত হয়েছেন সাত্তরদা সমবায় পতাকাতলে এঁদের বিশ্বাস নতুন সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে উঠবে সমবায়ের বীজমন্ত্রে।

১৪ তারিখের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা এঁদের বিশ্বাসের মূর্ত প্রকাশ। হাজারের কণ্ঠে ধ্বনিত ও প্রতিধ্বনিত হয়েছে "সমবায় গড়বো — গ্রাম উন্নয়ন করবো।"

মনোজকুমার রায়

জলপাইগুড়িতে বি ডি পি কর্মশালা

জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় ৬ ফেব্রুয়ারি ময়নাগুড়ি ব্লকের কয়েকটি বাছাই করা কৃষি সমবায় ও ঋণদান সমিতির ম্যানেজার ও সম্পাদকের মধ্যে একদিনের একটি ব্যবসা উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক কর্মশালা ময়নাগুড়ি বিজলী সংঘ ক্লাবঘরে অনুষ্ঠিত হয়। ময়নাগুড়ি ব্লক সমবায় পরিদর্শক সমীরকুমার সরকার পতাকা উত্তোলন করে এই কর্মশালার উদ্বোধন করে বলেন রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের যৌথ প্রচেষ্টায় কৃষি সমবায় সমিতিগুলির মধ্যে ব্যবসাভিত্তিক পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের চেষ্টা সর্বত্র করা হচ্ছে। এই জেলাতেও বিভিন্ন ব্লকে করা হচ্ছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যারা এর আওতায় আসছেন সেসব সমিতির বেশির ভাগ পরিচালন সদস্য ও কর্মীরা এই পরিকল্পনাকে তেমন করে গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সমিতিগুলিকে নিজ পায়ে দাঁড়াতে হলে মূল্যায়ন করে ব্যবসা পদ্ধতিকে উন্নত করে সমিতিগুলিকে বাঁচাতে হবে। তাহলে সমবায় আন্দোলনও সার্থক হবে এবং কর্মচারিদেরও আর্থিক উন্নয়ন ঘটবে। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তা ছিলেন জলপাইগুড়ি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক নির্মলকুমার রায়, ফিল্ড অফিসার এম এস সিদ্দিকী এবং বি ডি পি কো-অর্ডিনেটর অসীম সরকার। মোট ৩০ জন অংশগ্রহণ করেছিলেন। কর্মশালা পরিচালনা করেন জেলা সমবায় শিক্ষা নির্দেশক সমীর বসুঠাকুর।

সমবায় মূলক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা

জলপাইগুড়ি জেলা সমবায় ইউনিয়নের ব্যবস্থাপনায় বসে দেখ পঙ্কতিতে জেলার স্কুল স্তরের নবম ও দশম মানের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সমবায়মূলক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা গত ২১ ডিসেম্বর আজাদ হিন্দ পাঠাগার ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। মোট ৭ টি স্কুলের ২৯ জন ছাত্রছাত্রী এতে অংশগ্রহণ করে। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অর্জন করেন যথাক্রমে দেশ-বন্ধুনগর হাইস্কুলের ছাত্র তুষার দাস (দশম), রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী নন্দিনী বসু (নবম), বেগম করজুন্নেসা হাইস্কুলের ছাত্রী নিবেদিতা বিশ্বাস ও অনিতা শর্মা (যুগ্মভাবে, উভয়ই দশম শ্রেণী)। প্রথম স্থানাধিকারী ছাত্র রাজ্যস্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য মনোনীত হয়েছে।

শমীর বসুঠাকুর

বাঁকুড়ার আরো দুটি ব্লকের কৃষি উন্নয়ন সমিতিতে ব্যাঙ্কিং শাখা উদ্বোধন

বি ডি পি কর্মসূচি রূপায়ণের প্রধান স্তম্ভ সমিতির নিজস্ব ব্যাঙ্কিং বিভাগ থাকা। যেটি প্রথম কাজ। বাঁকুড়া জেলায় এ পর্যন্ত ৪৬টি সমিতি এই কাজ শেষ করেছেন। বাকী সমিতি-গুলোও তৈরী হচ্ছেন।

গত ৮ ও ৯ ফেব্রুয়ারী যথাক্রমে পঞ্চম্যা (বড়জোড়া ব্লক) ও মাকিরডাঙ্গা (সোনামুখী ব্লক) ব্যাঙ্কিং শাখা উদ্বোধন করলেন। মহা সমারোহে। দুটি জায়গাতেই স্থানীয় মানুষের মধ্যে পাশ বই খোলার বিরাট আগ্রহ লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চম্যা সমবায় সমিতির প্রকল্প উদ্বোধন করেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি জ্ঞান শংকর মিত্র। এছাড়া অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন প্রধান অতিথি বাঁকুড়া জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের সভাপতি অজিত কুমার গাঙ্গুলী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন উক্ত ব্যাঙ্কের পরিচালক তরুণ রায়; পঞ্চম্যা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অজিত ব্যানার্জী প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সমিতির ও বড়জোড়া পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিপ্লব তারণ দাস।

মাকিরডাঙ্গা এস কে ইউ এসের ব্যাঙ্কিং বিভাগ উদ্বোধন করেন সি সি বি-র সভাপতি। এ উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, গ্রামীণ উদ্বৃত্ত সংগ্রহ করে তার একটা অংশ স্থানীয় ও অপর অংশ জেলা ও রাজ্যের উন্নয়নে বিনিয়োগ করাই লক্ষ্য। সমবায় ব্যাঙ্ক আজ রাজ্যের ব্যাঙ্ক হয়ে গেছে। রাজ্যের বহু উন্নয়নমূলক কাজে আজ প্রধান ভরসা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক। বড়জোড়া সমবায় সিনিং মিল এক কোটি টাকা পেল। এও সমবায়ের টাকা। শুধু আজ আর কৃষিকাজ নয়, স্থানীয় বহুমুখী প্রয়োজন মেটাবে এই ব্যাঙ্ক। সমিতির গ্রামীণ মানুষের পক্ষে টিকে থাকার যে চ্যালেঞ্জ আজ হাজির তারমোকাবিলা করবে এই ব্যাঙ্ক। তার পরিকল্পনাও তৈরি হয়েছে। নাবার্ডের নিয়ম কানুনের ফলে যে অসুবিধা সৃষ্টি হচ্ছে সেসব বাড়িয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে। সেচ ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যাঙ্ক কাজ চালাচ্ছে। চাষীর ধান, আলু ও অন্যান্য ফসলের অভাবী বিক্রি বন্ধে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থা নিচ্ছে। এছাড়া অকৃষি অংশেও ব্যাঙ্ক বিনিয়োগ করবে। এই ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে সুদ বেশি পাওয়া যাবে। আজ যে শুভ সূচনা হলো তাকে কাজে লাগাতে হবে।

সমিতির সম্পাদক হিমাংশু শেখর চক্রবর্তী বলেন কৃষিকাজে হাতিয়ার হিসাবে এই ব্যাঙ্ক কাজ করবে এলাকার নানারকম প্রচার চলছে এর ভবিষ্যত নিয়ে। এটা সমবায়ের বিরুদ্ধেই প্রচার। এটা টিট্ ফাণ্ড নয়। টিট্ ফাণ্ড এলাকায় সাধন করে না। আমরা আগামী বার প্রায় ১০ লক্ষ টাকা দাদন করবো।

এ আর সি এস পৌরাণ কইদাস বলেন এটা নিয়ে ৪১টা সমিতি ব্যাঙ্ক চালু করলেন। যার মধ্যে সোনামুখী থানায় ৩টা। তিনি বলেন ৭টি গ্রাম নিয়ে সমিতির বিরাট এলাকা। কিন্তু সদস্য মাত্র ৫৭১ জন। অতএব সদস্য বাড়তে হবে। এখন থেকে বোর্ডের দায়িত্ব বেড়ে গেল। পরিকল্পনা করে টাকা বিনিয়োগ করতে হবে।

লোকসভার সদস্য সুধেন্দু খাঁ বলেন মহাজন চাষীকে শাঁখের করাতের মতো দুদিক দিয়ে কাটে। আর এই ব্যাঙ্ক দুদিক দিয়ে চাষীর বন্ধুর মতো কাজ করবে। আদিম সমাজেও সমবায় ছিল যদিও কোন নামকরণ ছিল না। সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক ষষ্ঠী চরণ মণ্ডল সমস্ত রকম রাজনীতির উর্দ্ধে উঠে সকলকে কাজ করতে বলেন। এছাড়া আর যাঁরা বক্তব্য রাখেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান বংশীধর ঘোষ, স্থানীয় প্রধান শিক্ষক হরিহর পাল প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন সমিতির সহ-সভাপতি কৃষ্ণনাথ মণ্ডল। সমিতির সম্পাদক উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন।

সন্তোষ ভট্টাচার্য

সমবায় সমিতি আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

হুগলি জেলার তারকেশ্বর থানার অন্তর্গত বিষ্ণুবাটী গয়েশপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি -র উদ্যোগে এবং পরিচালনায় গত ২৮শে জানুয়ারি '৯৬ প্রথম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানটি বিপুল উৎসাহ এবং উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে শেষ হল। বয়স ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতার ৮ বৎসর থেকে বৎসর বয়স পর্যন্ত সমিতির সভ্য ও সভ্যাগণ এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা অংশ গ্রহণ করেন বিষ্ণুবাটী ওয়ারলেস ক্যাম্পের মাঠে ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি দেখতে অনেক দর্শক সমাগম হয়

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন হুগলি জেলা কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাঙ্কের তারকেশ্বর শাখার এ্যাকাউন্টেন্ট শংকর প্রসাদ মণ্ডল। তিনি তাঁর ভাষণে "আমি জেলার অনেক জায়গায় ঘুরেছি। কিন্তু কোনও সমবায় সমিতিতে খেলাধুলার বিষয়ে এভাবে এগিয়ে আসতে দেখিনি। আমি অভিভূত। আজ এখানে না এলে আমাকে আপসোস করতে হতো।"

মাঠে পতাকা উত্তোলন করেন সম্পাদক শচীনন্দন সামন্ত। তিনি উদ্বোধনী ভাষণে বলেন "দেশের খেলাধুলার মান উন্নয়নে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে এগিয়ে আসতে হবে। সামাজিক অবক্ষয় রোধেও এই উদ্যোগ সহায়ক হবে।

PERCEPTION...

The average villager depends on the weather
and the money lender for his existence.

REALITY...

Times have changed. The village scene has changed.
And the villager is now much more master of his own destiny.
Because today, farmers' co-operatives funded by NCDC through the state governments have put up fertilizer plants, sugar mills, oilseed processing units, spinning mills – even poultry hatcheries and fisheries – offering growth potential and employment to the villagers.

From planning, promoting, guiding and supporting co-operative activities, to setting up plants, to marketing and distribution of the produce, NCDC is involved in practically every sphere of village life.
Of course, good weather will always be important in village life.

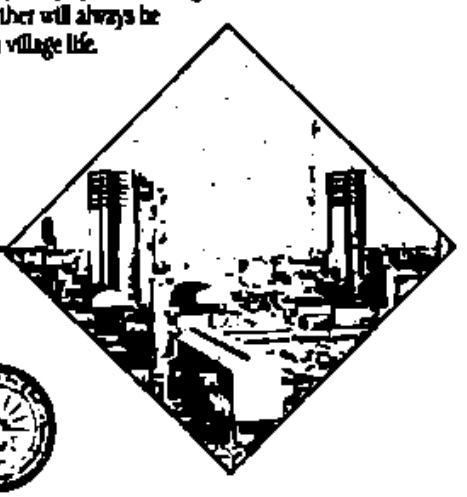

National Co-operative Development Corporation

4, Siri Institutional Area, Hauz Khas, New Delhi-110 016

NCDC. The Co-operative story.

সমাপ্তি ভাষণে বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ রঞ্জিত কুমার বলেন "আমরা ভাবতে পারিনি আমাদের এই অনুষ্ঠান মানুষের মনে এমন উৎসাহের জোয়ার বইয়ে দেবে। প্রতিটি ইভেন্টে যেভাবে প্রতিযোগিরা অংশ গ্রহণ করলেন বিশেষ করে মহিলা প্রতিযোগিদের যোগদান এবং দর্শক হিসাবে পুরুষ দর্শকদের পাশাপাশি মহিলা দর্শকদের উপস্থিতি আমাদের উদ্যোগকে সার্থক করে তুলেছে"। আগামী বৎসর এই প্রতিযোগিতা যাতে আরও চাঁকজমকপূর্ণ হয় তার জন্য তিনি সকলের কাছে আবেদন জানান।

সমস্ত ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ, রঞ্জিত কুমার মাইতি, সুকুমার ঘোষ, পরেশচন্দ্র খামরুই, সুশান্ত খামরুই, কার্তিক চন্দ্র মাজী ও তারক চন্দ্র দাঁ।

সমবায় সমিতির প্রাক্তন ম্যানেজার দিলীপ কুমার কোলে বর্তমান ম্যানেজার লক্ষ্মী-নারায়ণ মণ্ডল এবং কর্মী শ্যামল কুমার মণ্ডল অনুষ্ঠানকে সর্বাঙ্গ সুন্দর করে তোলার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেন।

ক্রীড়া অনুষ্ঠানে সকল প্রতিবেশীদের পুরস্কার ও প্রশংসাপত্র দেওয়া হয়।

শচীনন্দন সামন্ত

পাট ভিত্তিক 'সফট লাগেজ' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

ভারত সরকারের বস্ত্রমন্ত্রক এবং ইউ এন ডি পি -র পৃষ্ঠপোষকতায় আই জে টি ও এন সি জে ডি-র সম্মিলিত সহযোগিতায় জুট ভিত্তিক সফট্ লাগেজ তৈরির এক প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয় ১৮-১-৯৬ থেকে ২৪-২-৯৬ পর্যন্ত। এই প্রশিক্ষণে যোগদান করেছিলেন মোট ১২ জন। এর মধ্যে ২টি সমবায় সমিতি থেকে ২ জন, ৪টি বেসরকারি সংস্থা থেকে ৮ জন, ব্যক্তি উদ্যোগী ২ জন ছিলেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে ১ জন পুরুষ ও ১১ জন মহিলা ছিলেন।

প্রশিক্ষণের সময় অল্প হলেও শিক্ষার্থীদের ধারণা শক্তি ভাল থাকায় এই সময়ে তাঁরা ১৩ রকমের পাট জাত জিনিস তৈরি করতে শিখেছেন। এর মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করছি (১) জুট শপিং ব্যাগ তিন রকম, (২) ফোল্ডিও ব্যাগ-দুই রকম, (৩) লেডিস ব্যাগ - দুই রকম, (৪) জুতো রাখার ভাঁজ, (৫) চাবির রিং (৬) শেভিং ব্যাগ, (৭) মিটস ব্যাগ, (৮) স্যুটকেস, (৯) হাতে তৈরি স্যুটকেস হ্যান্ডেল।

শিক্ষার্থীরা স্ক্রীণ প্রিন্টিং এর কাজও শেখেন। এই প্রশিক্ষণের মূল উদ্দেশ্য হাতে কলমে কাজ শিখে উক্ত বিষয়গুলিতে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন ও ব্যবসার মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়া।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য এই প্রশিক্ষণে সুযোগ পেতে চারজনকে সহযোগিতা করেছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রচার ও প্রকাশনা শাখা।

প্রশিক্ষণ শেষে শিক্ষার্থীদের মনে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন জেগেছে-শিক্ষাতো ভাল দেওয়া হওয়া গেলেও সফল ব্যবসা করা যাবে তো? ব্যবসার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, তৈরি মালের বাজার পাওয়া যাবে তো?

অবশ্য এ ব্যাপারে ভারত সরকারের জুট কমিশনার শ্রী বিমল পাণ্ডে আই এ এস সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দেন। শিক্ষান্তে আই জে টি তে আয়োজিত ২৪-২-৯৬ তারিখের এক ছোট অনুষ্ঠানে শ্রী পাণ্ডে ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এন সি জে ডি-র পক্ষে শ্রী পি কে পাল, আই জে টি -র পক্ষে অধ্যক্ষ মহাশয়, প্রজেক্ট অফিসার ই এস চক্রবর্তী, অধ্যাপক শ্রী ডি কে সিনহা এবং আরো অনেকে। আমরা অনেকেই বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কথায় আকৃষ্ট হই। কবির কথায় মনে হয়, "আমাদের যাত্রা হলো শুরু, এখন ওগো কর্ণধার .....।"

- সুনু মুখার্জী

সমবায় মেডিক্যাল কলেজের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের সম্মতি

কেরালা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্কের উদ্বৃত্ত তহবিল কান্নুর সমবায় মেডিক্যাল কলেজে বিনিয়োগের ছাড়পত্র পাওয়া গেল রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কাছ থেকে।

এতে দেশের সমবায় ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এই উদ্যোগের জন্য কেরালা রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক তার উদ্বৃত্ত তহবিলের পাঁচ শতাংশ বিনিয়োগ করতে পারবে। কান্নুর মেডিক্যাল কলেজ সম্পূর্ণ হলে এটা হবে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম সমবায় কলেজ। সর্বাধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্পন্ন এই মেডিক্যাল কলেজের জন্য খরচ হয়েছে ১৬২ কোটি টাকা।

আই সি এ নিউজ বুলেটিন

আই এল-এর সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট ইউ এস আওয়াস্থী

ইফকোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর ইউ এস আওয়াস্থী ইন্টারন্যাশনাল কন্ফ্যাডিলাইজার্স ইণ্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশন (আই এল এ) এর ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। পারিসে অবস্থিত এই আন্তর্জাতিক সংস্থার দু বছরের জন্য তিনি নির্বাচিত হন। এই সংস্থায় ৭৮টি দেশের ৪৫০টিরও বেশি কোম্পানির সদস্যপদ আছে।

আই সি এ নিউজ বুলেটিন

"Coperatives in their various forms are becoming an indispensable factor in the economic and social development of all countries, promoting the fullest possible participation in the development process of all population groups, including women, youth, disabled persons and the elderly"-

United Nations general Assembly Resolution-1994.

"পৃথিবীর সব দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন সাধনে সমবায় তার বিভিন্ন সংগঠনের দ্বারা একটি অপরিহার্য মাধ্যম হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে। মহিলা, যুব, প্রতিবন্ধী ও প্রৌঢ় সম্প্রদায়ের মানুষ সহ সমস্ত জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সম্ভাব্য সামগ্রিক অংশগ্রহণকে সমবায় আন্দোলন প্রসারতা দিয়ে এসেছে।"

রাষ্ট্র সঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ১৯৯৪ সালে গৃহীত সিদ্ধান্ত।

দি ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ফিসারমেনস্ কো-অপারেটিভ ফেডারেশন লিঃ

(পশ্চিমবঙ্গ মৎস্যজীবী সমবায় আন্দোলনের শীর্ষ সংস্থা)

পি ১৬১/১, ডি আই পি রোড (৫ম তল), কলিকাতা - ৭০০ ০৫৪
দূরভাষ : ৩৪-৪৯০১/৩৪-৩৬১৪

সমিতির অধীনস্থ মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির সংখ্যা
(ক) প্রাথমিক সমিতির সংখ্যা : ৮৭০ (খ) কেন্দ্রীয় সমিতির সংখ্যা : ১৮

ফেডারেশনের উদ্দেশ্য : সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে রাজ্য মৎস্যজীবীদের সার্বিক উন্নয়ন।
বর্তমান কার্যকলাপ : অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বিজ্ঞানভিত্তিক মৎস্যচাষে উৎসাহ প্রদান ● মৎস্যের সুষ্ঠু প্রজনন লালন-পালন ● মৎস্য শিকার ও অন্যান্য আনুষ্ঠানিক কাজের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরবরাহ ● মৎস্য শিকার সামগ্রীর আধুনিকীকরণ এবং যান্ত্রিকীকরণে সাহায্য প্রদান ● বিশেষ আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা ও দুর্ঘটনাজনিত জীবন বিমা প্রকল্প ● সামুদ্রিক মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতিগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য মেদিনীপুর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ন্যাশনাল কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (এন সি ডি সি) প্রকল্প চালু।

ভবিষ্যৎ কর্মসূচি : উপরোক্ত কার্যকলাপের সাথে সাথে হাওড়া ও হুগলি জেলায় এন সি ডি সি প্রকল্পের সবিস্তার সম্প্রসারণ
● কলিকাতা এবং পার্শ্ববর্তী এলাকায় জনসাধারণের সেবায় খুচরা মৎস্য বিক্রয় প্রকল্প।

হাঁা, কেনকিস বলতে বোঝায় মৎস্যচাষ ও মৎস্যজীবীদের
সার্বিক উন্নয়নে ব্রতী একটিএকনিষ্ঠ শীর্ষ সংস্থা।

The State Bank of India Staff Association Co-operative Bank Limited

11, Abdul Hamid Street, Calcutta - 700 069
Phone : 248-9413, 248-2621

Membership Over 28,000

Area of Operation : Membership spread over the Branches of State Bank of India in the States of West Bengal, undivided Assam, Orissa, Bihar, U.P., H.P., Delhi, Punjab, Jammu & Kashmir, Hariyana & Rajasthan.

Working Capital : Over Rupees Ten (10) Crores

Deposit Scheme :

- Recurring Deposit Scheme as per list.
- Nomination Under Section 45 ZA of the Banking Regulation Act, 1949 and Rule 2 (1) of the Banking Companies (Nomination) Rules 1985 in respect of Bank Deposits.
- Minor Accounts allowed as per Banking Rules.
- Premature encashments as per Banking Rules

Rates of Interest for various Deposit Scheme as per RBI Guid lines as applicable to the Co-operative Banks.

Attractive Recurring Deposit Scheme & Reinvestment Scheme.
OUR MEMBERS ARE OUR CUSTOMERS : OUR CUSTOMERS ARE OUR MASTERS.

রাজ্যের ক্রেতা সমবায় ঃ

পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৭৮১টি ক্রেতা সমবায় সমিতি আছে। এর মধ্যে প্রাথমিক ক্রেতা সমবায়ের সংখ্যা ৭৫০। এই সমবায় সমিতিগুলি থেকে ১৯৯৪-৯৫ সালে ৫৯০ কোটি টাকা মূল্যের ভোগ্যপণ্য বন্টন করা হয়েছে। বিধানসভায় এ তথ্য জানান সমবায় মন্ত্রী সরলদেব।

রাজ্যের ১৪টি ব্লকে ইন্দিরা মহিলা যোজনা

অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিক দিয়ে মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে ইন্দিরা মহিলা যোজনা শুরু হচ্ছে রাজ্যের ১৪ টি ব্লকে। রাজ্যের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের সচিবের দায়িত্বে প্রকল্প রূপায়ণের জন্য রাজ্য পর্যায়ে ১৩ জনের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বাঁকুড়ার রানীবাঁধ, খাতরা (১), খাতরা, সোনামুখী, শালতোরা, ইন্দপুর গলাজল ঘাঁটি এবং পুরুলিয়ার মানবাজার (১) ও (২), বলরামপুর, পুঞ্চা, কাশীপুর, হুড়া, সন্তুরি — মোট ১৪ টি ব্লকে এই প্রকল্পে কাজ হবে।

শোক সংবাদ

গত ১৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৯৬), রবিবার সন্ধ্যা বেলা, আমাদের সহকর্মী ও সহমর্মী গণেশচন্দ্র মিত্র পি জি হাসপাতাল থেকে আকস্মিকভাবেই আমাদের ছেড়ে চিরকালের জন্যে চলে গেলেন। প্রয়াত মিত্রের অমর আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের প্রধান ও নগর কার্যালয় এবং তাঁর শেষ কর্মস্থল উত্তরপাড়া সমবায় শিক্ষণকেন্দ্র ১৯ ফেব্রুয়ারী বেলা ২টোর পর বন্ধ হয়ে যায়। প্রধান কার্যালয় ও শিক্ষণ কেন্দ্রের সব শোকসন্তপ্ত কর্মী পৃথকভাবে মিলিত হয়ে প্রয়াত মিত্রের বিদেহী আত্মার সদগতি কামনা করে এক মিনিট নীরবতা পালন করেন। আর গৃহীত শোক প্রস্তাবে বেদনাবিদ্ধ পরিবারের রেখে যাওয়া সবস্যদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়।

প্রয়াত গণেশ মিত্রের জন্ম ১৯৪৪ সালের ১২ জুলাই। ১৯৬৪ সাল থেকে রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের এক সৎ ও অনুগত কর্মী হিসাবে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে এসেছেন। তাঁর সদাহাস্য মুখ ও কাজের একাগ্রতা রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের সকল স্তরের কর্মীদের অভিভূত করেছে। ১৯৭৫ সাল থেকে তিনি প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়তেন। তাঁর অসুস্থতা অফিসের কাজেও প্রায়ই অনুপস্থিতি ঘটাতো। ছুটি না থাকায় কোন কোন মাসে বেতনও কাটা হতো। সে জন্য কর্তৃপক্ষ গত ১৯৮৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী প্রধান কার্যালয় থেকে তাঁকে উত্তরপাড়া সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রে বদলি করেন। বদলির আদেশ পাওয়া মাত্রই পাওনা ছুটির সুবিধা না নিয়ে ৫ ফেব্রুয়ারী উত্তরপাড়া সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রে যোগদান করেন। প্রথমদিকে কয়েক বছর তিনি বলদির হরিপাল থানার জেজুরের নিজের বাড়ি হতে দৈনিক উত্তরপাড়া যাতায়াত করতেন। তাই কিছুদিনের মধ্যে অবশ্য শরীর ভেঙে পড়লো। অনুপস্থিতির হার বাড়তে থাকলো। এই অবস্থায় শিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মীবৃন্দের অনুরোধে ১৯৯৩ সালের জুন মাসে তদানীন্তন অধ্যক্ষ তাঁর আবাসনের উপযুক্ত একটি ঘর বরাদ্দ করলে তিনি সেখানেই বসবাস করতে থাকেন।

উত্তরপাড়া সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রে থাকাকালীন মিত্র তাঁর আন্তরিক ব্যবহারে সকলেরই মন জয় করেন। কর্তৃপক্ষ যখনই যে কাজের দায়িত্ব দিয়েছেন তা তিনি হাসিমুখেই পালন করেছেন। শরীর অসুস্থ হয়ে পড়লেও তাঁর কর্মনিষ্ঠা সবসময়ই তাঁর মনকে কাজের মধ্যেই টেনে নিয়ে গেছে। শিক্ষণ কেন্দ্রের সহকর্মীদের কাছে তিনি ছিলেন সংবেদনশীল "গণেশদা" আর ছোটরাও তাঁর মধ্যে খুঁজে পেয়েছিল এক স্নেহশীল "দাদুকে"। মৃত্যুর তিনদিন আগে যখন তাঁর শরীর বেশ খারাপ, তখনও ক্লান্ত পা দুটিকে টেনে টেনে সকাল আটটা থেকে রাত্রি সাড়ে আটটা পর্যন্ত শিক্ষণ কেন্দ্রের কাজ করে গেলেন। অবক্ষয়গ্রস্তিত কর্ম-সংস্কৃতির এই আবহে তাঁর দায়িত্ব পালনের ব্রত কেলে যাওয়া সহকর্মীদের মনে উদ্বুদ্ধ করে। আর্থিক অবস্থা খুব ভাল না হলেও—লেখাপড়া খুব বেশি দূর শিখতে না পারলেও একজন মানুষ যে প্রকৃত অর্থে সম্পূর্ণ মার্জিত ও পরিশীলিত ভদ্রলোক হতে পারেন সহকর্মীরা সেটাই তাঁর শোকসভায় বারবার উল্লেখ করেছেন। আর অশ্রুসজল চোখে তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সাথে সাথে অকৃতদার মিত্রের নিকট ও দূরের আত্মীয় ও বন্ধুদের উদ্দেশ্যে তাঁরা রেখেছেন আন্তরিক সমবেদনা।

(উত্তরপাড়া সমবায় শিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মীবৃন্দের সৌজন্যে)

SENIOR EXECUTIVES' DILEMMA

The chief executives like managing directors, general managers, secretaries and principals who head different types of organisations often come under critical scrutiny of their subordinates particularly at the lower levels. Apart from the administrative aspects, their personal habits also are commented upon by the staff. The tragedy is that in whatever way they function and whatever style they adopt in their administration, behaviour, manners and procedure, they will invite criticism or sarcastic remarks by the subordinate staff. In other words, the chief executive of an organisation cannot set any standard in his functioning and behaviour also habits and practices, which may satisfy all the employees and which can escape critical remarks from them. Therefore, he is placed in a dilemma always to choose between two alternatives because either of them may attract uncharitable reaction. The dilemma of the chief executives on various matters is given below in a lighter view :

If he is late for work in the morning, he never bothers about the organisation ;
If he gets to the office on time, he has problems in the house ;
If the office is running, smoothly, he is a dictator :
If the office is in a mess, he is a poor administrator.

চিঠিপত্র বিভাগ

সমবায় ও হ্যামিল্টন

ভাণ্ডার পত্রিকার ডিসেম্বর '৯৫ সংখ্যাটি পড়লাম। হিমাংশু হালদার (সাংবাদিক) লিখিত "সমবায় ও হ্যামিল্টন" লেখাটি পড়ে বিশেষ আনন্দ পেয়েছি। সম্পাদকমন্ডলীকে এজন্য জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। প্রায় এক যুগ ধরে সমবায়ের সঙ্গে জড়িত থাকলেও অবিভক্ত বাংলার সমবায় আন্দোলনের একজন অন্যতম পথিকৃৎ হ্যামিল্টন সম্বন্ধে কোন পূর্ণাঙ্গ আলোচনা কোথাও পড়িনি। এমন কি তাঁর জীবন ও কার্যাবলী সম্পর্কে কোন বই আছে কিনা জানিনা।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন যদি এ ব্যাপারে একটি বই প্রকাশ করার গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করেন তো বহুদিনের একটি সত্যিকারের অভাব পূরণ হয়।

ধন্যবাদান্তে
বাসুদেব চ্যাটার্জী
কলিকাতা

সম্পাদকের উত্তর

মাননীয় পত্রলেখক হ্যামিল্টন সমবায় ও ভাণ্ডার সম্পর্কে যে আগ্রহী তা জেনে খুশি হলাম। তাঁর উদ্দেশ্যে জানাই ভাণ্ডার পত্রিকার নিম্নবর্ণিত বিভিন্ন সংখ্যায় এবং অসীম রায়-এর লেখা "সমবায় ও পরিকল্পিত উন্নয়ন" (সবগুলিই রাজ্য সমবায় ইউনিয়ন থেকে প্রকাশিত) বইটিতে হ্যামিল্টনের সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

১। ভাণ্ডার, সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	:	সমবায় আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ ডেনিয়াল হ্যামিল্টন — অমিয় মজুমদার।
২। ভাণ্ডার, ডিসেম্বর, ১৯৭৫	:	স্যার ডেনিয়াল হ্যামিল্টন — ফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।
৩। ভাণ্ডার, ডিসেম্বর, ১৯৭৫	:	হ্যামিল্টন ভারতের আওয়েন — পি-ই-ডিরডস।
৪। ভাণ্ডার, জানুয়ারী, ১৯৭৬	:	ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন :গোসাবা।
৫। ভাণ্ডার, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৭	:	একই বৃত্তে ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন — নিখিলরঞ্জন চক্রবর্তী।
৬। ভাণ্ডার, জুন, ১৯৭৮	:	ভারতের বৎসরে কোটি টাকা ক্ষতি — স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন।
৭। ভাণ্ডার, মে, ১৯৭৯	:	রবীন্দ্রনাথ সুন্দরবনে (হ্যামিল্টন সমীপে) অমিয় মজুমদার।
৮। ভাণ্ডার, নভেম্বর, ১৯৭৯	:	পশ্চিমবঙ্গে সমবায় আন্দোলনের ইতিহাস : ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন ও গোসাবা — জয়দেব ব্যানার্জি।
৯। ভাণ্ডার, জানুয়ারী, ১৯৮০	:	সমবায় সংবাদ : এক মহান বিদেশি সমবায়ীর স্মরণ সভা : স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন।
১০। ভাণ্ডার, মে, ১৯৮০	:	বাংলার সমবায় আন্দোলন ঃ রবীন্দ্রনাথ ও হ্যামিল্টন — পার্থসারথি সেনগুপ্ত।
১১। ভাণ্ডার, ডিসেম্বর, ১৯৮১	:	প্রসঙ্গ : ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন — অমিয় মজুমদার।
১২। ভাণ্ডার, মার্চ, ১৯৮৩	:	ড্যানিয়েল হ্যামিল্টন সম্পর্কে কিছু প্রশ্নের উত্তর — অমিয় মজুমদার
এবং		
	:	সমবায় ও পরিকল্পিত উন্নয়ন — অসীম রায়।

West Bengal State Co-operative Union

Calendar of Courses for the Year 1995-96

Name of the Centre	Sl No	Name of the courses	Duration	Period			Intake Capacity	Remarks
				From		To		
C. T. C. UTTARPARA	1	PMRY Beneficiaries training course	20 Working days (4 Weeks)	4.3.96		29.3.96	50	In collaboration with D. I. C. Hooghly
	2	S. T. Course for Officers & Employees of Urban Coop. Bank and Credit Soty.	1 Week	11.3.96	-	15.3.96	30	In collaboration with different Urban Coop. Bank and Coop. Credit Societies
	3	Training for DWCRA Group Leaders	6 Days	18.3.96		24.3.96	30	In collaboration with D. R. D. A. Hooghly
	4	Weavers Leadership Development Course	1 Week	11.3.96		15.3.96	30	In collaboration with Coop. Education Board
	5	Second Diploma Course in Coop Management	16 Weeks	8.4.96		26.7.96	55	Institutional candidates and Departmental Auditors
C. T. C. BARSUL	1	Leadership Dev. Course	1 Week	11.3.96	-	15.3.96	30	In collaboration with Nadia Dist. C. C. Bank Ltd.
	2	Leadership Dev. Course for Primary Marine Coop. Fishermen Society	10 Days	18.3.96		6.4.96	30	In collaboration with BENFISH
	3	2nd Diploma Course in Coop management (Basic Course)	16 Weeks	15.4.96		2.8.96	40	Institutional Candidates
C. T. C. JHARGRAM	1	2nd Diploma Course in Coop Management (Basic Course)	16 Weeks	22.1.96		10.5.96	40	Institutional Candidates
C. T. C. KALIMPONG	1	Course on H. D. P.	1 Week	4.3.96	-	8.3.96	25	Chairmen & Managers of PACS
	2	Leadership Development Course (Industrial)	1 Week	18.3.96	-	22.3.96	25	Non-official Leaders of Indl. Coop. Societies
	3	2nd Diploma Course in Coop Management (Basic Course)	16 Weeks	8.4.96	-	26.7.96	25	Institutional Candidates
C. T. C. ILAMBAZAR	1	1st Diploma Course in Coop Management (Basic Course)	16 Weeks	8.1.96	-	26.4.96	40	Institutional Candidates
C. T. C.	1	1st Diploma Course in Coop management (Basic Course)	16 Weeks	28.2.96	-	14.6.96	40	Institutional candidates

CONFED W B

WEST BENGAL STATE CONSUMERS' CO-OPERATIVE FEDERATION LTD.

P-1, Hide lane, 3rd floor, Akbar Mansion, Calcutta-700 073

a name to reckon with for proper distribution of essential consumer goods, like Janata Cloth, Controlled Cloth, General Textiles, Amul Food Products, Patrali concessional exercise book, levy free sugar, Mustard Oil produced in Co-operative Oil Mills in the State, pulses etc. through 29 Wholesale Consumers' Co-operative Societies.

Smt. Chhaya Ghosh
Chairperson
Board of Administrators
(Phone : 27-7012/13 & 26-8942)

দি সিউড়ি ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক লিঃ

বীরভূম জেলায় শহরবাসীর সেবায় নিয়োজিত

ফোন নং : সিউড়ি ৫২৭, স্থাপিত : ১৯২৮ সাল

আমাদের বৈশিষ্ট্য

১। বীরভূম জেলার অন্যান্য ব্যাঙ্ক অপেক্ষা সকল প্রকার আমানতের উপর বেশি সুদ দেওয়া হয়।
২। ব্যবসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, কন্যার বিবাহ, শিল্প, খুব কুটিরশিল্প বিশেষ ঋণ, মৎস্য চাষ ও ছোট গাড়ি ঋণ, স্বনির্ভরশীল ব্যবসা, ডেয়ারি, পোলট্রি ইত্যাদি বহুপ্রকার ঋণ পাওয়ার সুবিধা আছে।
৩। এই ব্যাঙ্ক ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ও সমস্ত আমানত বিমাকরণ করা সুরক্ষিত।
৪। সেভ্ ডিপোজিট লকার পাওয়া যায়।
৫। দৈনিক অর্থপ্রত্যর্পণের বিশেষ সুবিধা আছে।
৬। রামপুরহাট, বোলপুর, সাঁইথিয়া ও দুবরাজপুর মিউনিসিপ্যালিটি এলাকায় ব্যবসায়ী ব্যক্তিগণ বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণ পাইবার যোগ্য।

ফোন নং : ২২৪৪

বর্ধমান থানা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল মার্কেটিং সোসাইটি লিমিটেড

৫৫, জি টি রোড, বর্ধমান

এই সমিতি এলাকার কৃষক ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিয়োজিত

আমাদের লক্ষ্য :

১। সমবায় আন্দোলনের প্রসার।
২। ন্যায্যমূল্যে সঠিক মানের কৃষি উপকরণ সরবরাহ করা।
৩। ন্যায্যমূল্যে নিয়ন্ত্রিত ও অনিয়ন্ত্রিত বস্ত্র ও অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যাদি সরবরাহ করা।

STATEMENT SHOWING RANGE-WISE PROGRAMME AND PROGRESS OF B. D. P. IN WEST BENGAL

SL. No.	Range/ District	Total No. of PACS Since Computerised	YEAR-WISE PERSPECTIVE SELECTION OF SOCS							
			1991-92	1992-93	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	Total Upto 8th Plan	Total for 9th Plan
1.	North 24 Pags.	481	21	66	73	81	45	50	336	145
2.	South 24 Pags.	493	20	12	23	45	68	70	238	255
3.	Howrah	213	16	24	22	33	—	—	95	118
4.	Nadia	364	19	51	57	55	43	44	269	95
5.	Murshidabad	495	18	20	38	44	56	70	246	249
6.	Hooghly	368	22	28	28	39	42	47	206	160
7.	Burdwan-I	191	10	55	20	20	20	22	147	44
8.	Burdwan-II	236	28	30	31	33	23	23	168	68
9.	Burdwan-III	82	7	8	13	12	12	8	60	22
10.	Birbhum	351	39	42	41	48	48	53	271	80
11.	Bankura	416	0	40	43	43	40	41	207	209
12.	Purulia	173	0	16	36	35	25	23	135	38
13.	Midnapur-I	732	21	82	87	86	83	88	447	285
14.	Midnapur-II	424	17	53	67	66	53	46	302	122
15.	Midnapur-III	541	24	61	71	70	47	45	318	223
16.	Malda	301	0	10	20	28	34	36	128	173
17.	Uttar Dinajpur	288	12	11	27	26	25	25	126	162
18.	Dakshin Dinajpur	240	30	6	18	18	18	18	108	132
19.	Jalpaiguri	189	12	26	27	26	21	20	132	57
20.	Coochbehar	233	18	32	35	32	—	—	117	116
21.	Darjeeling	97	0	14	12	12	8	9	55	42
		6906	334	687	789	852	711	738	4111	2795

৮ই মার্চ : মহিলারা এগিয়ে চলুন

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক মহিলা দিবস মায়েরা লড়াই করে যে অধিকার অর্জন করেন তা রক্ষা করা, আরো সামাজিক সুবিধা আদায় করার পাশাপাশি শিশুদের নিরাপত্তার কথা অতি-সম্প্রতিভাবে এসে পড়ে। সম্প্রতি 'স্টেট অব দি চিলড্রেন রিপোর্ট' প্রকাশ করেছেন ইউনিসেফ। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে রাজ্যপাল কে ভি রঘুনাথ রেড্ডি বিশ্বের শিশুদের নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন।

ইউনিসেফের রিপোর্ট উদ্ধৃত করে রাজ্যপাল বলেন, বিশ্বের এক-চতুর্থাংশ মানুষ তিন-চতুর্থাংশ মানুষকে নিয়ন্ত্রণ করছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের অবসানের পরও এই অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি। উদ্বেগের সাথে রাজ্যপাল বলেন, শিশু-শ্রমিক, পথ শিশুদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য তিনি ইউনিসেফের ভূমিকার প্রশংসা করেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি

SRIDHARPUR CO-OPERATIVE BANK

Regd. No.-204 of 20.04.1918

Vill. & P. O. : HAT - SRIDHARPUR
Dist. : BURDWAN, PIN-713 146
Phone No. : STAG. 70256

One of the best Primary Co-operative Societies in South-East Asia.

	Branches	*Phone No.*
1.	Memari	Mem.-430 &282
2.	Shankarpur	Mem.-533
3.	Radhakantapur	Mem.-376; Stag - 70368
4.	Bohar	Stag - 70246
5.	Madhyamgram	Stag-70388
6.	Matiswer	.....
7.	Burdwan.	Burd.--62245

* * *

S.T.D. Code No. of Memari-034491 and Burdwan-0342

Cold-Storage : *SHANKARPUR.*
Capacity : *2 Lakh Mnds.*

Business of : *Banking ; Fertilizer; Seed ; Oil Cake ; Coal ; Cloth ; Grocery ; Pesticides ; Pisciculture ; Agriculture ; Dharmagola ; Ware-Housing.*

Pledging of : *Bronze utensils , Potato Bonds.*

Service : *21 Mini Deep Tube Wells for Small & Marginal Farmers.*

Chandra Sekhar Mukherjee
Chairman

Buddhadev Mukhopadhyay
Secretary

GOVERNMENT OF WEST BENGAL

NOTIFICATION

No. 1999-L — 13th October, 1995. — The following Act of the West Bengal legislature, having been assented to by the Governor, is hereby published for general information :—

West Bengal Act XX of 1995

THE WEST BENGAL CO-OPERATIVE SOCIETIES (AMENDMENT) ACT, 1995.

[*Passed by the West Bengal Legislature*]

[Assent of the Governor was first published in the Calcutta Gazette, extraordinary, of the 13th October, 1995.]

An Act to amend the West bengal Co-operative Societies Act, 1983

Whereas it is expendient to amend the West bengal Co-operative Socities Act, 1983 for the purposes and in the manner hereinafter appearing.

It is hereby enacted in the Forty-sixth Year of the Republic of India, by the Legislature of West Bengal, as follows :—

1. (1) This Act may be called the West Bengal Co-operative societies (Amendment) Act, 1995.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Gazette, appoint.

2. In sub-section (2) of section 60 the West bengal Co-operative Societies Act, 1983 (hereinafter referred to as the Principal Act), —

(1) for the provision to clause (a), the following proviso shall be substituted :— "Provided that no such remission of stamp duty payable by any member of a co-operative housing society in whose favour a plot of land or a house or an apartment in a building is alloted or to whom such land, house or apartment is transferred, shall be made for the amount by which the value of such land, house or apartment, as the case may be, exceeds three lakh and fifty thousand rupees; and";

(2) to clause (b), the following proviso shall be added :— "Provided that no such remission of fee for registration of any document payable by any member of a co-operative housing society in whose favour a plot of land or a house of an apartment in a building is allotted, shall be made for the amount by which the value of such land, house or apartment, as the case may be, exceedes three lakh and fifty thousand rupees".

3. For sub-section (1) of section 87 of the principle Act, the following sub-section shall be substituted :

(1) " Any allotment (including re-allotment) of a plot of land or a house or an apartment in a building made by a co-operative housing society to its member in accordance with its by-laws shall entitle such member to hold such plot of land, house or apartment, as the case may be, with such title or interest as may be granted under the prescribed conditions and subject to the provisions of sub-section (2) of section 60, an instrument of transfer in accordance with the provisions of the Transfer of Property Act, 1882 and the Registration Act, 1908, shall be the conclusive evidence of such title or interest in favour of such member."

By order of the Governor,
S. MAITRA
Special Officer & Ex-officio
Jt. Secy. to the Govt. of West Bengal

Government of West Bengal
Department of Cooperation

No. 4348-Coop/E/2R-1/95 Calcutta, the 15 November 1995

NOTIFICATION

In exercise of the power conference by sub section (2) of section 60 of the West Bengal Co-operative Societies Act, 1983 (West Ben. Act XLV of 1983), and in supersession of this department notification no. 5501-Coop. dated the 11th December, 1991, the Governor is pleased hereby to remit, with effect from the 24th day November, 1995. —

(a) the stamp duty (other than the stamp duty falling within entry 91 or entry 96 of list I of the Seventh Schedule to the constitution of India) in respect of any instrument executed by, or on behalf of, or in favour of, any co-operative society or an officer or member thereof and relating to the business of such co-operative society in cases where but for such remission such co-operative society or the officer or member therefore would have been liable to pay the stamp duty chargeable under any law for the time being in force in respect of such instrument :

Provided that no such remission of stamp duty payable by any member of a co-operative housing society in whose favour a plot of land or a house or an apartment in a building is alloted or to whom such land, house or apartment is transferred, shall be made for the amount by which the value of such land house or apartment, as the case may be, exceeds three lakh and fifty thousand rupees ; and

(b) any fee payable by a co-operative society or a class of co-operative societies or a member of a co-operative society under any law for the time being in force for the registration of any document :

Provided that no such remission of fee for registration of any document payable by any member of a co-operative housing society in whose favour a plot of land or a house or an apartment in a building is allotted, shall be made for the amount by which the value of such land, house or apartment, as the case may be, exceeds three lakh and fifty thousand rupees.

By order of the Governor
A. C. KOL
Secy. to the Govt. of West Bengal

Government of West Bengal
Department of Cooperation

No. 4347-Coop/E/2R-1/95 Calcutta, the 15 November 1995

NOTIFICATION

In exercise of the power conferred by sub-section (2) of section 1 of the West Bengal Co-operative Societies (Amendment) Act, 1995 (West Ben. Act XX of 1995) the Governor is pleased hereby to appoint the 24th May of November, 1995, as the date n which the said Act shall come into force.

By order of the Governor
A. C. KOL
Secy. to the Govt. of West Bengal

Government of West Bengal
Department of Cooperation

No. 845 Date : 29-1-1996

From : The Assistant Secretary to the Govt. of West Bengal.
To : The Registrar of Co-operative Societives. W.B.

No. 157-Coop/CC/P/DBP-11/95 Dt. Cal the 4th January 1996

Subject : Implementation of three Centrally sponsored scheme for rehabilitation of the Cooperative Sector-According administrative approval thereof.

The undersigned is directed by order of the Governor to say that following the recommendation of the Govt of India, vide their letter no. R-12012/8/94 Crl issued on 9th January, 1995 by the ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture & Co-operation), the Governor has been pleased to accord administrative approval for immediate implementationof three Centrally Sponsored Schemes in this State as mentioned below :

(A) Assistance to States for introduction of deposit guarantee for PACS ;
(B) Special line of credit to selected PACS for implementation of B.D.P and
(C) Assistance for promotion of Self-Help Groups.

(The salient features of these three schemes are given at annexure A, B & C respectively).

2. Those Centrally sponsored schemes are being implemented with a view to overall rehabilitation of the State's Cooperative Credit structure, the main objectives of which are to promote mobilisation of local resources, planned diversification and expansion of business and to evolve self-help groups increasingly in rural credit.

3. The Registrar of Cooperative Societies, W.B. is, hereby, requested to take necessary measures so that the Govt. of India may be moved with the specific proposals relating to above three schemes for obtaining their sanction, in time, within the current financial year (1995-96).

4. The order issues with the concurrence of the Finance Dept. vide their u/o. no. 7356 Gr. 'N' dated 02.01.96.

Sd/-
Assit. secy. to the Govt. of West Bengal

SCHEME — SPECIAL LINE OF CREDIT TO SELECTED PACS FOR IMPLEMENTATION OF BUSINESS DEVELOPMENT PLANS.

The Agriculture Credit Review Committee found that one of the important reasons for the non-viability of PACS was the low and inadequate volume of business. The Committee estimated that the minimum business volume required for a PACS was only Rs. 5.45 lakhs. In a large number of states the average volume of business was far lower. It is against this background that the concept of business development planning (BDP) was introduced to enable PACS to diversify their activities and increase their volume of business substantially. BDP is essentially a methodogy for systematically analysing the potential areas for expansion and diversification of business in the areas of operation of PACS and for mobilisation of resources. The input from the Govt. of India for BDPs has so far been restricted to creating an awareness about the programme and arranging for training for different levels upto PACS managers. NCDC has been identified as the nodal agency for the implementation of this programme. The training at different levels is arranged through NCDC, the ICMs of NCUI, the State Cooperative Unions and the Cooperative Departments.

2. It has been the experience that even where PACS are able to prepare sound BDPs, they are often unable to implement their action plans for the want of adequate credit from higher level institutions. Any plan for the diversification of business involves working capital and fixed capital requirements. Often, PACS are unable to get adequate refinance from higher level institutions because of restrictive eligibility conditions of financial discipline with which they may be unable to comply. In order to overcome this problems, it is proposed that a special line of credit be given through SCBs for implementation of BDPs by selected PACS. Assistance will be restricted to PACS which have a low business turn over but have the potential to improve their performance. PACS to be assisted will be identified to keeping in view of their performance in increasing business turn over during the last two to three years, recovery performance and deposit mobilisation. A balance will be kept

between number of PACS to be assisted in different States. The emphasis will be on Co-operative which are weak but have the potential to be turned around.

SCHEME— ASSISTANCE FOR PROMOTION OF SELF-HELP GROUPS THROUGH PRIMARY AGRICULTURAL CREDIT SOCIETIES.

Self-Help Groups have come to be accepted as an effective device for extending credit to the rural poor and for ensuring it proper utilisation and repayment. A working group set up by the Ministry of Agriculture has considered at length the potential for promotion of Self-Help Groups as a sub-system in primary Agricultural Credit Cooperatives. Based on their report NABARD has introduced a pilot scheme of linking SHGs with commercial banks. This scheme was extended in 1993 to cover Regional Rural Banks and Cooperatives also. The pilot project aims at providing credit to individual groups at banks with minimal documentation in a much simplified way and 100% refinance support is provided to banks under this programme. The salient features of the programme are briefly mentioned below :

a) The groups should have been active for at least 6 months and should have successfully undertaken savings and credit operations from their own resources.

b) The banks should finance groups as distinct identities, the quantum being rated to the savings accumulated.

c) Selection of borrowers, rates of interest and all other terms of conditions of loans to members to be decided by the groups.

d) There should be use of loans exclusively for productive purposes.

e) Wherever, required, support from a promotional institution for group formations, training in group dynamics, accounting, cash, cash management and skills would be made available.

Even though the schemes for linking self-help group with credit institutions has been extended to cover PACS also and the concessional rates of refinance at 6.5% is extremely attractive. PACS have not come forward so far to take advantage of the scheme. The present scheme has been proposed to encourage PACS to take advantage of NABARD's Scheme for promotion of Self-Help Groups and provide them an incentive for organisation of these groups in a big way.

Under the scheme it is proposed to provide an assistance of Rs. 2 lakhs to each PACS which fulfils the following criteria :

a) The PACS should have organised at least SHGs in accordance with the guidelines issued by NARBARD.

b) Each PACS should have facilitated SHGs to avail themselves of Credit in accordance with NARBARD's scheme.

c) Recovery of loans extended to the groups should be above 80%.

SCHEME — ASSISTANCE TO STATES FOR INTRODUCTION OF DEPOSIT GUARANTEE FOR PACS.

The model deposit guarantee scheme for PACS proposed by the working group set up by the Ministry of Agriculture is intended as a supportive measure to credit a sense of security in minds of the depositors. For this purpose creation of a Deposit Guarantee Fund has been proposed in which guarantee fees against the total deposit will be contributed by different agencies. In this Centrally sponsored scheme the manner of contribution by different agencies are as follows :

a) Govt. of India — 0.10%
b) State Govt. — 0.05%
c) P. A. C. S. — 0.05%
d) D. C. C. B. — 0.05%
e) S. C. B — 0.05%

N. B. : Modification of clause 2 (v) of the existing scheme in this State as circulated under this Deptt's. Order No. 4313-Coop. Dt. 23-12-93 will be issued shortly.

IN THE

CHANGING SCENARIO

AND WHIRLPOOL OF LIBERALIZATION

INSECURITY PREVAILS

ONLY COOPERATION

GIVES YOU SAFETY

AND SECURITY

HENCE GROW YOUR SAVINGS WITH

THE BURDWAN CENTRAL COOPERATIVE BANK LIMITED

The largest of its kind

in Eastern India, rendering services

for 76 years by a net work of 34 branches

throughout the district in the field of

Agriculture, Cottage and Small Industries, etc

SAVE WITH

BARDHAMAN BANK

FOR

YOUR SAFETY

আন্তর্জাতিক সমবায় মৈত্রী সংঘ কর্তৃক (সেপ্টেম্বর ১৯৯৫) পুনর্ঘোষিত

সমবায় নীতি

স্বেচ্ছামূলক ও অবাধ সদস্যপদ

◆

সদস্যগণের গণতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ

◆

আর্থ ব্যবস্থায় সদস্যগণের অংশগ্রহণ

◆

স্বশাসন এবং স্বাবলম্বন

◆

শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও প্রচার

◆

সমবায়ের সাথে সমবায়ের সহযোগিতা

◆

সমষ্টির জন্য ভাবনা

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায় ইউনিয়নের পক্ষে অধ্যাপক কে কর্তৃক ২৩৫, আচার্য জগদীশ বসু রোড (দক্ষিণ), কলিকাতা - ৭০০ ০২১ ফোন নং ২ ২২৫-৮১১৮ থেকে প্রকাশিত এবং